আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা

প্রথম ভাগ

—:০:—

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ; পি এইচ, ডি।

কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩৩৩।

মূল্য পাঁচসিকা।

সূচীপত্র।

১।	সূচনা	১
২।	শিক্ষা	১৬
৩।	সমাজ	৪১
৪।	ধর্ম্ম	৭৮
৫।	স্ত্রীলোক	১০৫
৬।	বর্ণ-বিদ্বেষ	১১৯
৭।	নিগ্রো-সমস্যা	১৪১
৮।	নিগ্রোর শিক্ষা	১৪৮

182. Ac. 926. 6. (1)
111-3-9
113
WRITERS' BUILDINGS
CALCUTTA
16 JAN 1992
2667
20. 11. 26
23 DEC 1954

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
এম,এ,পিএইচ,ডি

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা

প্রথম ভাগ

—:০:—

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ; পি এইচ, ডি

কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩৩৩।

মূল্য পাঁচসিকা।

শ্রীপবিত্রকুমার গুহ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত
৩৫ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ প্রেস,
১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা" নামক পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সামান্য অংশ "Monthly Messenger" এবং "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সুদীর্ঘকাল বিদেশ যাপন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ এই পুস্তক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন।

৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩
কলিকাতা।

ইতি—
শ্রীপবিত্রকুমার গুহ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৬	১১	বিজেতৃ	মাতৃজাতির
২৬	১৪	Campus	ompus
৭৩	৪	পেটে	পেট

সূচীপত্র।

১।	সূচনা	১
২।	শিক্ষা	১৬
৩।	সমাজ	৪১
৪।	ধর্ম্ম	৭৮
৫।	স্ত্রীলোক	১০৫
৬।	বর্ণ-বিদ্বেষ	১১৯
৭।	নিগ্রো-সমস্যা	১৪১
৮।	নিগ্রোর শিক্ষা	১৪৮

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা।

জীবনাবর্ত্তের ঘূর্ণিতে পড়িয়া কুলালের চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইয়া পৃথিবীর অনেক দেশেই আমি ভ্রমণ করিয়াছি। নানা দেশের নানাশ্রেণী ও নানামতাবলম্বী লোকের সহিত মিশিয়াছি, নানা ভাবতরঙ্গের প্রবাহে পড়িয়া ভাসিয়াছি। অনেক জিনিষই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, অনেক প্রকার শিক্ষালাভও করিয়াছি। বিদেশে আমার ঘূর্ণায়মান ভাগ্যচক্রের উত্থান ও পতন এবং নানাপ্রকার লোকের সহিত ভাবের আদানপ্রদানের ফলে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা দেশবাসীর সম্মুখে প্রদান করিতে চাহি।

আজকাল ভারতে সর্ব্বপ্রকারের আদর্শের ভালমন্দ লইয়া একটা বুঝাপড়া চলিতেছে। ভারত আজ পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। দেশে যে নানা প্রকারের আন্দোলন চলিতেছে, তাহার অর্থ এই যে ভারতবাসীর মনে একটা অশান্তি আসিয়াছে, ভারতবাসী আর পূর্ব্বেকার মতন স্থাণুবৎ বসিয়া

নাই—তাহার মন একটা আবর্ত্তে ঘুরিতেছে, যদিচ এ আবর্ত্ত এখনও একটা বিশেষ প্রকারের প্রবাহে পরিণত হয় নাই। তরুণ ভারত পুরাতনে আর সন্তুষ্ট নহে, ইহা যিনি যতই অস্বীকার করুন তাহাতে সত্যের অপলাপ হইবে না। পুরাতনে আর চলিতেছে না, কিন্তু নূতনটি কি এই লইয়াই এক্ষণে বিচার চলিতেছে ও দিগ্‌ভ্রম হইতেছে। স্বভাবতই এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

আমি যখন বালক ছিলাম সেই সময়ে দেশের অনেক নেতৃস্থানীয়ের মত ছিল যে, আমাদের পশ্চিমাভিমুখী হইতে হইবে। সেই সময়ে তাঁহারা radical, reformer, patriot প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত হইতেন। ভারতের এমন দিনও গিয়াছে যখন "কালা-ইংরেজত্ব" ভারতবাসীর আদর্শের পূর্ণত্ব বলিয়া পরিগণিত হইত, আবার এমন দিনও আসিয়াছে যখন প্রাচীন বৈদিকযুগের সভ্যতাই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। লোকের মন এ বিষয়ে ঘড়ীর pendulumএর মতন দোদুল্যমান হইতেছে। কারণ এ ব্যাপার স্বাভাবিক, সমাজ dynamic অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল, কখন অগ্রসর হয়, কখন পশ্চাৎপদ হয়। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে সমাজের এই পরিবর্ত্তনশীল শক্তির দ্বারা ভারতকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাওয়া।

এই অগ্রসরের অর্থে আমরা কি বুঝি তাহা লইয়াই গোলমাল। এই অর্থে "ইঙ্গ-বঙ্গেরা" এক প্রকার বুঝেন আর

অন্যেরা অন্য প্রকার বুঝেন। এতদিন আমাদের সমাজে যাঁহারা নেতৃত্ব করিতেছিলেন তাঁহাদের অনেকেই লণ্ডন Bayswaterএর আবর্ত্তে "কালা-ইংরেজ" সাজিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইঙ্গ-বঙ্গত্বের দোহাই দিয়া প্রভুত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু সেকাল আজ চলিয়া গিয়াছে! এস্থলে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে শ্লেষ করিতেছি না; কিন্তু এইটুকু বলিতে চাই যে, যাঁহারা এককালে Bayswaterএ কালা-ইংরেজ সাজিয়াছিলেন তাঁহারা ইউরোপকে ভাল করিয়া বা একেবারে চিনেন নাই, সেই জন্যই দেশের সম্মুখে কিম্ভূতকিমাকার আদর্শ ধরিয়াছিলেন।

ইউরোপে, এক কথায় বলিতে গেলে সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, আদর্শের বুঝাপড়া চলিতেছে। পশ্চিম আর পুরাতনে সন্তুষ্ট নহে; জীবনের সর্ব্বদিক্ দিয়াই সে বিদ্রোহী হইয়াছে। তার ঘরে আগুন জ্বলিতেছে; পশ্চিম নিজেই আজ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। যে আগুণ অনেক দিন হইতে অন্তরে গুমরাইতেছিল তাহাই অনুকূল পবনে বোলচেভিকি বিপ্লব ও তাহার জ্ঞাতি সোস্যালিষ্ট বিদ্রোহ নামে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। পশ্চিম নিজের ঘরই সামলাইতে পারিতেছে না, আর আমরা সেস্থলে কোন্ মুখী হইব,—ইহা ভাবিবার কথা বটে!

আমরা নূতন চাহি, কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্ট ও ত্যাজ্যকে কুড়াইয়া ভারতে নূতনের স্থানে স্থাপন করিতে পারি না এবং তদ্রূপ স্বর্ণযুগের আকাঙ্ক্ষায় অতীতে পশ্চাদবলোকন

করিতে চাই না! স্বর্ণযুগ সম্মুখে এবং ভবিষ্যতে। সে যুগ আমাদের নিজেদেরই আনয়ন করিতে হইবে আর cut and dry আদর্শ কুত্রাপি প্রাপ্ত হইব না। সেটা আমাদের নিজেদেরই গড়িয়া লইতে হইবে। তবে ভাল যে স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তথা হইতেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে।

কেহ কেহ ভাবেন বিদেশই স্বর্গরাজ্য, কেহ কেহ বলেন তাহা একটা নরক। উভয় মতই ভুল। আমি সুদীর্ঘকাল বিদেশে যাপন করিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, মানব সর্ব্বত্রেই সমান। যাঁহারা মানবের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা, উন্নতি ও অবনতির পরিমাণ "race-theory"র দাঁড়িপাল্লায় করেন তাঁহারা সত্য ধরিতে পারেন না এবং (তৎপরিবর্ত্তে) জগতে হলাহলেরই মন্থন করেন।

আমরা স্বদেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বিদেশকে দেখিতে ও বুঝিতে চাই; তাহার ফলে নিজেরাও ভালমন্দ অনুভব করিয়া একটা নূতন আদর্শ গঠন করিতে পারিব। কূপ-মধ্যে মণ্ডূকের মতন বসিয়া থাকারই ফলে আমাদের জাতীয় মৃত্যু হইয়াছে। যদি আবার তাহার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা হইলে অন্যেরা যে প্রকারে নবজীবন প্রাপ্ত হইতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় জ্ঞাপন করিতে চাই। অবশ্য ইহা আমার ভ্রমণবৃত্তান্তের

দৈনন্দিন লিপি বা খোস গল্প হইবে না, কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মাত্র।

নানাকারণে যৌবনের প্রাকালে আমি দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হই। তৎকালে আমার মন কালা-ইংরেজত্বে অভিভূত ছিল। কারণ, বিজিত জাতির যে সব লোকের মনে প্রাচীনের বন্ধন শিথিল হইয়া যায় ও যাহারা জেতৃবর্গের আদর্শে অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাদের শূন্য মনে নূতন একটা কিছু গ্রথিত না করিলে সমাজ-তত্ত্বের নিয়মানুযায়ী অনুকরণ-প্রবৃত্তিটাই বলবতী হয়। সমাজ-বৈজ্ঞানিকেরা বলেন নূতন সভ্যতা বা চর্চ্চা imitation, adaptation আর invention—এই তিন প্রকারে প্রচারিত হয়। আমাদের সমাজের নূতন চর্চ্চা এখনও কোন স্থলে imitation-স্তরে আবদ্ধ রহিয়াছে, আর কোন স্থলে adaptationএর স্তরে উঠিয়াছে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমাদের অনুকরণ-প্রবৃত্তি বলবতী ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়; কিন্তু তৎকালের তরুণ হৃদয়ে পূর্ব্ব আদর্শের ছাপ এ তরঙ্গ সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিতে পারে নাই। আর তাহা সম্ভব হইবে কি করিয়া? বাল্যাবস্থা হইতে আমরা "Mary had a little lamb" পাঠ করি, বিদেশের সেই নীলচক্ষু, কটাচুল ব্যক্তিরা কি প্রকারে সুখে থাকে আর তাহাদের সমাজ কি উন্নত, তাহাদের ইতিহাস কি গরীয়ান্ ইহাই আমাদের দেশের বালকদের পাঠ্য এবং অন্যদিকে আমাদের সমাজ কি ঘৃণিত, আমরা কি অধঃপতিত জাতি—ইহাই নিত্য

চারিদিকে শুনি। দেশের কয়জন মহাত্মা ভারতের যথার্থ ইতিহাস পড়িয়াছেন আর কয়জন লোক ইউরোপের সংবাদ ভালরূপে রাখেন? এই সব কারণে আমাদের বাল্যকালে Social heredity বড়ই দীন ছিল। গত বিশ বৎসরের জাতীয় কর্ম্ম ও ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গের ফলে আজ বাঙ্গালায় ও নিখিলভারতে যে বংশগত সামাজিক প্রভাব অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহার ফল আজকালকার তরুণ যুবকেরা ভোগ করিতেছে ও তদ্দারা তাহাদের কার্য্যেরও সুবিধা হইবে। কিন্তু আমাদের জীবনের প্রাক্কালে বাঙ্গালায় সবই অন্ধকার ছিল। বাল্যকাল হইতেই "ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি" গীতি শ্রবণ করিয়াছিলাম। এই সব কারণেই তখনকার তরুণ মন মাতৃজাতির ভূয়া আদর্শের দিকে দৌড়িয়াছিল। আর শিক্ষায় যে তাহার সংশোধন হইবে সে রাস্তা [illegible]পর্য্যন্ত ভারতে নাই। ভারতে শিক্ষার বেশীর ভাগ স্থলে অর্থ—কেরাণীগিরি বা দারোগাগিরি করিবার জন্য যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ততটুকু। এই জন্যই আমার বোধ হয় বেশীর ভাগ বাঙ্গালীর মন কালা-ইংরেজত্বের ছাপে অঙ্কিত এবং সেই জন্যই কালা-ইংরেজ বাঙ্গালী ইউরোপে আসিয়া এত শীঘ্র adaptive হয়। যাহাই হউক, আমি যখন দেশ হইতে বাহির হই তৎকালে তরুণ মন বিদেশের সভ্যতার দিকে বিশেষ আকৃষ্ট ছিল।

দেশত্যাগ করিবার সময় বোম্বাই হইতে জাহাজ গ্রহণ

করিয়া ইউরোপ হইয়া আমেরিকায় আসি। তাহাতেই অনুসন্ধিৎসু মন অনেক বিষয় অনুকরণ করিয়া ফেলিল, সেইজন্য যখন New Yorkএ অবতরণ করিলাম তখন আর "জঙ্গলী" নহি। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম যাহারা স্বাধীন আমেরিকার প্রধান নগর নিউইয়র্কে অবতরণ করে তাহাদের স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। জাহাজ বন্দরের সম্মুখে এই প্রতিমূর্ত্তির কাছে আসিবামাত্র আরোহীরা কোলাহল করিতে লাগিল। এই আরোহীদের মধ্যে ইউরোপের পতিত ও গরীব শ্রেণীর সভ্যের দলই বেশী। তাহাদের কাছে আমেরিকা স্বাধীনতার দেশ, তথায় যাইলে মানুষ স্বাধীনতার বাতাসে নূতন জীবন প্রাপ্ত হয়, তাহার আত্মা পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং রাস্তায় সোণা কুড়াইয়া পাওয়া যায়! অতএব দীন দুঃখী ঔপনিবেশিকদের কাছে এই প্রতিমূর্ত্তি স্বাধীনতার দেশে অভ্যর্থনাকারী বলিয়া পরিগণিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যখন আমি এই প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখ দিয়া জাহাজে গমন করি তখন কত আশা, কত ভরসা ও উদ্যম লইয়াই নিউইয়র্কের বন্দরে নামিয়াছিলাম! কিন্তু ছয় বৎসরের পরে আবার যখন সেই প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখ দিয়া আমেরিকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তৎকালে মনের ভাব অন্যপ্রকার হইয়াছিল, তখন এই স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তিকে কুহকিনী বলিয়া মনে হইয়াছিল! আমেরিকা ত্যাগ করিবার কালে যখন দেখিলাম নিউইয়র্ক বন্দরে বৈদ্যুতিক আলোকে চারিদিক ঝলসাইতেছে আর স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি আলোকহস্তে স্বাধীন-

তার দেশের রাস্তা দেখাইতেছে, সেই সময়ে আমেরিকার ধূলি পা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সেই মূর্ত্তির দিকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে বলিলাম—"হে আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি, তুমি শঠ ও প্রবঞ্চক, লোকে তোমাকে যাহা বলিয়া সম্বোধন করে, তুমি তাহা নহ।" পরে ইউরোপে কোন আমেরিকান বন্ধুর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, এই মূর্ত্তির অন্তর ফাঁপা আর মুখ ইউরোপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তুমি ইহার কাছ হইতে আর বেশী কি চাহ?" অর্থাৎ এই মূর্ত্তি আমেরিকার স্বাধীনতার symbolস্বরূপ, কিন্তু তাহা অন্তঃসার-শূন্য, কারণ আসলে সে দেশে মানবের স্বাধীনতা নাই, আর ইউরোপকে আদর্শ করিয়া তাকাইয়া আছে। যে স্থানের মানব মুক্ত নয়, তাহার কাছ হইতে মুক্তির বাণী কি প্রকারে শ্রবণ করিবে ও সে দেশে তাহা কি প্রকারে অনুভব করিবে?)

যাহা হউক, নিউইয়র্কে পদার্পণ করিয়া ক্রমে ভারতীয় দলে মিশিলাম। তথাকার পরলোকগত Myron H. Phelps-স্থাপিত India Houseএ তাঁহাদের একটি আড্ডা ছিল; তথায় যাঁহারা অগ্রে আমেরিকায় আসিয়াছেন তাঁহারা আমেরিকানত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আমার মতন যাঁহারা নূতন আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে "গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা হইতেছে"। যাঁহারা নূতন ইউরোপ বা আমেরিকায় পদার্পণ করেন তাঁহারা যদি দেশ হইতে পাশ্চাত্য আদব-কায়দা না শিখিয়া আসেন, তাহা হইলে সাধারণতঃ তদ্দেশের লোকের সহিত মেশার অসুবিধা হয়,

বিশেষতঃ ইংরেজীভাষীয় দেশে, কারণ তাহাদের দেশসমূহে আদব-কায়দার বেশী কড়াকড়ি। অবশ্য রাস্তাঘাটে, দোকানে, খাবার স্থলে "কে কার কড়ি ধারে"! কিন্তু তথাকথিত ভদ্র-সমাজে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য সমাজে "দহরম মহরম" করিতে পায়; পাশ্চাত্য সমাজে মেশা ভারতবাসীর কপালে বড়ই কম ঘটে। কিন্তু তথাপি যে দেশে থাকিতে হয় সে দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি মানিয়া চলিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রমের জন্যই বিদেশে ভারতবাসীরই অসুবিধা হয় এবং পাশ্চাত্য দেশের অনেক স্থলে যে ভারতবাসীর বিপক্ষে বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মিয়াছে তাহার অনেকটা উপরোক্ত কারণে ঘটিয়াছে।

ভারতবাসী স্বভাবতই রক্ষণশীল, তন্মধ্যে বাঙ্গালী কিছু কম বলিয়া বোধ হয়। রক্ষণশীলতা পোষাক-পরিচ্ছদে নিজের পরিচয় না দিতেও পারে, কিন্তু মনে মনে ভারতবাসী বিশেষ গোঁড়া। তবে বিদেশে বাঙ্গালী শীঘ্র আত্মহারা হয়, কারণ মনে সে কালা-ইংরেজ! মনোমোহন ঘোষ, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমল হইতে বাঙ্গালীর "ইউরোপীয়ানা"র প্রবাদ হইয়াছে, এবং তাহার জের আজও চলিতেছে। ইহার জন্যই আমেরিকাস্থ বঙ্গভাষী ছাত্র তথায় আসিয়া শীঘ্র আমেরিকান আদব-কায়দা দোরস্ত হইয়াছিল এবং অন্য প্রদেশের অনেকে, বিশেষতঃ মজুরের দল, নিজেদের রক্ষণশীলতার জন্য ভারতবাসীর কার্য্যের অন্তরায় হইয়াছিল।

সে সময়ে আমেরিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্যে দুই শ্রেণী ছিল—প্রথম ছাত্রের দল, দ্বিতীয় মজুরের দল। ছাত্রের দলে তৎকালে বেশীর ভাগই স্বাবলম্বী ছিলেন অর্থাৎ রোজগার করিয়া পাঠের খরচা চালাইতেন। ঘর হইতে বিনা-সাহায্যে অথবা অল্প সাহায্যে আমেরিকায় স্বীয় উপার্জ্জনের দ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করা যায় এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই অনেকে সেদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের উদ্যমে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। নিজের অধ্যবসায়গুণে এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া দেশের নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। আমেরিকান শিক্ষার ফলে তাঁহারা উদ্যোগী ও কর্ম্মকুশল হইয়াছেন। আজকাল কোন কোন বঙ্গভাষী লোকের নিকট হইতে শ্রবণ করা যায় যে, আমেরিকা-প্রত্যাগত লোকেরা কাজের লোক নয়, তাহারা humbug বা bluffer ইত্যাদি। আমার সম্মুখে যিনি যখন একথা বলিয়াছেন, তখনই আমি তাঁহাকে উত্তর দিয়াছি "নাম বলুন"। দুই একজন স্বদেশে সুবিধার অভাবে নিজেদের শিক্ষা বাস্তবকার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম হইয়াছেন বটে, কেহ হয় ত একটা bogus ডিপ্লোমা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম; বিশেষতঃ প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদের অপরাধ যে, তাঁহারা দেশের লোকের সাহায্যের অভাবে নিজেদের শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিতে পারেন নাই এবং অন্য পক্ষে সরকারী চাকরির প্রভাবে সমাজে "হোমরা চোমরা"

হইতে পারেন নাই! যাহাই হউক, আমেরিকার হাওয়া ও শিক্ষা লোককে কর্ম্মকুশল ও পটু করে এবং সে গুণ আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে লক্ষিত হয়।

বিদেশীরা আমেরিকায় প্রথম শিক্ষালাভ করে—dignity of labor, অর্থাৎ শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা। এখানে শারীরিক শ্রমের প্রতি ঘৃণা নাই, শ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা সকলেই জীবন উন্নত করিবার চেষ্টা করেন এবং আমেরিকার অনেক ধনাঢ্য ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোক পূর্ব্বে মজুরের কর্ম্ম করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহারা লজ্জিত নন, বরং সমাজ তাঁহাদের তজ্জন্য শ্রদ্ধা করে। আমেরিকায় সকলকারই পূর্ব্বপুরুষেরা কুলী-মজুর ছিলেন, তাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিয়াছেন, নিজ হস্তে শ্রম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই জন্য প্রত্যেক আমেরিকানেরই বে-পরোয়া ভাব। এই সব কারণেই তদ্দেশের সমাজ সাম্যবাদী। আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের ভিতর তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। আমার সেই দেশে প্রবাসকালে যে দুই একজন ছাত্র পাঠের জন্য বাড়ী হইতে টাকা পাইতেন, অথবা কোনপ্রকার Scholarship পাইতেন, তাঁহারা নিজেরাই স্বাবলম্বী ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধায় নতশির হইতেন। এমনও জনকতক ছাত্র তৎকালে ছিলেন যাঁহারা কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় জাহাজের খালাসী হইয়া সে দেশে উপস্থিত হন, এবং শেষে নিজের শারীরিক শ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্যে সফলকাম হইয়াছেন এবং শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিয়া

আজকাল বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি হইয়াছেন। কিন্তু স্বদেশে তাঁহারা এ সব সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেন।

আমেরিকায় পৃথিবীর নানাদেশের ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করে। তদ্দেশে যত বৈদেশিক ছাত্রের আগমন হয়, জর্ম্মানিতে তত হয় না। ইহার প্রধান কারণ, সে দেশে নির্ধনও বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে। বিদেশী ছাত্র হয়ত দিনের বেলায় কোন রেষ্টুরেণ্ট বা বোর্ডিং গৃহে কর্ম্ম করে ও বাকি সময় কলেজে পড়ে, অথবা দিনের বেলা কোন জায়গায় চাকরি করে এবং রাত্রিতে স্কুলে বা কলেজে পাঠ করে, অথবা গ্রীষ্মাবকাশে কর্ম্ম করে এবং শীতকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করে। আমেরিকায় সাধারণকে উচ্চ বিদ্যা দিবার জন্য যত চেষ্টা হয় অন্য দেশে তাহার কিছুই হয় না। এই সব কারণে যুক্ত সাম্রাজ্যে শতকরা ৯৫ জন লিখিতে পড়িতে পারে। এই প্রকারে অধ্যবসায় ও শিক্ষার ফলে আমেরিকান জীবনে আত্মনির্ভরতা ও কর্ম্মকুশলতা এই দুইটি গুণ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে সে স্থলের লোকের চরিত্র পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট। এই জন্যই রুষের বোলচেভিকেরা আমেরিকার এই সব গুণের সমাদর করে এবং নিজের দেশের লোকদেরও সেই প্রকারে গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছে। বোলচেভিকিদের যে সব কর্ম্মকুশল ও উপযুক্ত লোক নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাঁহারা পূর্ব্বে আমেরিকার কলকারখানায় কার্য্য করিতেন। লেনিন যখন

রুষের আদর্শের বিষয় বলিয়াছিলেন যে, "we must come out of Asiatic barbarism" অর্থাৎ এসিয়ার বর্ব্বরতা আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে; তখন তিনি ও তাঁহার সহযোগীরা আমেরিকার কর্ম্মপ্রবণতাকে ও কর্ম্মকুশলতাকে আদর্শ বলিয়া লইয়াছিলেন। পশ্চাৎপদ ও নিরক্ষর রুষজাতিকে তাঁহারা আমেরিকানদের মত কর্ম্মপটু করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এই dignity of labor লইয়াই নূতন ভূখণ্ডের ও পুরাতন ভূখণ্ডের world-viewর বিশেষ প্রভেদ। আমেরিকা নবীন এবং সাম্যবাদী। তথাকার লোকদের সামন্ততান্ত্রিক (feudal) পুরাতন স্মৃতি নাই। সকলেরই পূর্ব্বপুরুষ ইউরোপের পতিত-শ্রেণীসম্ভূত বা গণশ্রেণীসম্ভূত। এই সব বুভুক্ষিত ও উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন শ্রেণী ও জাতি-বিভাগ-সমন্বিত ইউরোপের সমাজ ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে তখন তাহা দের সাম্যবাদী নূতন দেশে সামন্ততান্ত্রিক বংশস্মৃতি বা শ্রেণীবিভাগের উৎপাতের বালাই থাকে না, ততটুকু সামাজিক স্বাধীনতা তাহারা প্রাপ্ত হইয়া জীবনের উন্নতির জন্য শারীরিক শ্রমের উপর নির্ভর করে। আর সেদেশে পুরাতন ভূখণ্ডের ন্যায় জাতিভেদ নাই, যে আজ মজুর আছে, ভবিষ্যতে সে ধনী হইয়া "ভদ্রলোক" বলিয়া গণ্য হইবে, পরে তাহার শিক্ষা ও যোগ্যতানুসারে যুক্ত গভর্ণমেণ্টের (Federal Government) সভাপতি ব্যতীত সমস্ত পদই তাহার জন্য মুক্ত। বৈদেশিক ঔপনিবেশিকেরা আমেরিকার

বিভিন্ন stateএ গভর্ণরের পদেও নিযুক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই শ্রমের মর্য্যাদা তথায় আছে। অবশ্য New Englandএর অতি পুরাতন ঔপনিবেশিক গোষ্ঠিতে বংশমর্য্যাদার গর্ব্ব আছে এবং New Portএর সমাজে ধনের গর্ব্ব আছে, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় সমস্ত দেশে মুষ্টিমেয়। সাম্যবাদী দেশে এ অনুষ্ঠান কি প্রকারে উদ্ভূত হইল তাহা ভবিষ্যতে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছাত্রজীবনে শারীরিক শ্রম করা লজ্জার কথা নহে, বরং অধ্যাপকেরা সেরূপ ছাত্রের প্রশংসা করেন এবং তাহাকে উৎসাহান্বিত করেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের Chancellor বা President পর্য্যন্ত এই প্রকারে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সামাজিক বিষয়ে এই সব ছাত্রের সহিত ধনাঢ্যঘরের ছাত্রদের কোন পার্থক্য নাই। বরং যে ছাত্র "চালবাজ" বা টাকার গর্ব্ব করে তাহাকে অন্যান্য ছাত্রগণ snob বলিয়া ঘৃণা করে। এই প্রকারে আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যে (United States of America) শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধার একটা আবহাওয়া গঠন করিয়া দেয়। ইহার জাতীয় ফল অতি ভাল। ইউরোপ এ বিষয়ে অতি পশ্চাৎপদ আর এসিয়া তো 'সো পাপিষ্ঠ স্ততোধিকঃ'! যাহাদের জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে, তাহাদের এই শারীরিক শ্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। যে জাতি শ্রমের সম্মান ও মর্য্যাদা করিবে না, বর্ত্তমান যুগে সে জাতির

উত্থান সুদূরপরাহত। পৈত্রিক সঞ্চিত অর্থের আয়ে সুখে চেয়ারে বসিয়া নেতাগিরি করিয়া নাম করা সহজ বটে, কিন্তু পশ্চাৎপদ অধঃপতিত জাতিদের সে রাস্তায় মুক্তি নাই। এই জন্যই কেবল নব রুষ নহে, নব চীন এবং জাপানও আমেরিকার নিকট হইতে আদর্শ গ্রহণ করিতেছে।

যাঁহারা নূতন চীন গঠন করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেই আমেরিকায় শিক্ষিত। ভারতের দুর্ভাগ্য যে অর্থহীন ভারতীয় ছাত্রদের আমেরিকায় গমন করিয়া বিদ্যাশিক্ষার পথ তদ্দেশের গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু অর্থশালী ছাত্রের জন্য আমেরিকার দ্বার এখনও মুক্ত আছে।

শিক্ষা।

আমেরিকায় শিক্ষার বড় আদর, সকলেই জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ব্যগ্র। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ (primary education) আইনানুযায়ী প্রত্যেকের করণীয়। এইজন্য নিরক্ষর লোক সেদেশে বড়ই বিরল যদিচ কোনও শিক্ষকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে আইনের কড়াকড়ি সত্বেও শতকরা পাঁচ জন লোক প্রাথমিক শিক্ষালাভ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করে! আমেরিকায় সকলে নানাপ্রকারে বিদ্যার্জ্জন করে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ব্যতীত রাত্রিকালীন স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশে গ্রীষ্মকালীন স্কুল (summer session), এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ইন্‌ষ্টিটিউটসমূহ জনসাধারণের বিদ্যা পিপাসার তৃপ্তিসাধন করিতেছে।

আমেরিকায় নিম্নশিক্ষার জন্য primary school, high school ও তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই সব public schools সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হয় এবং তথায় ছাত্রেরা বিনা বেতনে বিদ্যালাভ করিতে পারে। তবে অনেক private high school বা academy আছে, সে সব স্থানে ধনাঢ্য বংশের ছেলেরা পাঠ করে। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ আছে। পূর্ব্বদিকে কতকগুলি

কলেজ আছে যথাঃ Amherst ও Hamilton যাহাদের সহিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক নাই। ইহারা M. A. ডিগ্রী পর্য্যন্ত প্রদান করে।

আমেরিকায় বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক, কতকগুলি ষ্টেটের, কতকগুলি private। অবশ্য সব বিশ্ববিদ্যালয়কে ষ্টেট হইতে charter লইতে হয় এবং গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগীয় কমিশনারের তত্বাবধানের অধীনে আসিতে হয়। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণির পদ্ধতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি "কলেজ- পদ্ধতির" (College system) উপর নির্ম্মিত; আর জার্ম্মাণির পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি (University system); যদিচ পূর্ব্বে (লুথারের সময়) জার্ম্মাণিতেও "কলেজ পদ্ধতি" প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমেরিকায় উভয় পদ্ধতির সার গ্রহণ করা হইয়াছে।

আমেরিকায় কতকগুলি কলেজের সমষ্টিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নানাপ্রকারের কলেজ আছে; প্রথমতঃ Undergraduate School ও তৎসঙ্গে Engineering School, উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্বরূপ বিরাজ করে। অনেকস্থলে এই সঙ্গে School of Commerce, Law School, School of Dentistry, Medicine, Theology, Pharmacy, Music, Journalism, agriculture প্রভৃতি নানাপ্রকারের উচ্চ জীবিকার্জ্জ-

নের উপযোগী শিক্ষার জন্ম কলেজ আছে। আবার Art and Pure Science প্রভৃতি Undergraduate Collegeসমূহের উপর হইতেছে, Post-Graduate বিভাগ যাহা Graduate School নামে অভিহিত হয়। এই স্থলে উল্লেখ্য যে, আমেরিকায় সর্ব্বপ্রকারের বিদ্যাপীঠকেই চলিত ভাষায় "স্কুল" বলিয়া কথিত হয়; সাধারণতঃ লোকমুখে "কলেজ" শব্দটী ব্যবহৃত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একজন Chancellor বা স্থানবিশেষে President দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাদের উপর Board of Trustees প্রভৃতি শাসন-সম্বন্ধীয় ও কার্য্যনির্ব্বাহক বিভিন্ন কমিটী আছে। আবার গ্রাজুয়েট ও পুরাতন ছাত্রবৃন্দ লইয়া একটি Alumni Association আছে। যদি কখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই সমিতির নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

এবম্প্রকার শিক্ষা-পদ্ধতিতে Undergraduate School পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অনুকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু B. A. পাশ করিয়া Post-Graduate বিভাগে উন্নীত হইলে অন্য প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে জার্ম্মাণ পদ্ধতির প্রভাব লক্ষিত হয়। এ সময়ে আর খেলাধূলার অবসর থাকে না, নিবিষ্টমনে গভীর অধ্যয়ন করিতে হয় এবং ছাত্রেরা কোন একটি বিষয়ে বিশিষ্টজ্ঞান (specialization) লাভ করিবার চেষ্টা করে।

আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যবস্তুর নির্ব্বাচন

সম্বন্ধে সকলে একমত নয়। কতকগুলি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিধি যে, Undergraduate ছাত্রের স্বীয় ইচ্ছানুসারে যে কোন Course নির্ব্বাচন করিবার অধিকার আছে। কিন্তু অন্যগুলি বলে যে, ইহা ছাত্রদের পক্ষে অমঙ্গলজনক। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে Undergraduate Collegeএর পাঠ্য-পুস্তকসমূহকে কতকগুলি Groupএ বিভক্ত করা হইয়াছে যথাঃ নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে—"Scientific-Literary Group," "Scientific-Historical Group" ইত্যাদি আছে। এই সব বিভাগে কতকগুলি Course অবশ্যপাঠ্য, আর কতকগুলি Course আছে optional—তাহাদের মধ্যে ইচ্ছামত Course নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। শেষোক্ত পদ্ধতির সমর্থকেরা বলেন যে, আমেরিকায় Undergraduate ছাত্রেরা অল্প বয়সে (১৮-১৯ বৎসর) কলেজে প্রবেশ করে; তাহাদের যদি ইচ্ছা-মত course পাঠ করিবার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা এমন সব course অসংলগ্নভাবে নির্ব্বাচন করিবে যাহা দ্বারা একটা উদার এবং গভীর শিক্ষার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইবে, অথবা সব বাজে course গ্রহণ করিয়া ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়া নিজেদেরই পরে ফাঁকি দিবে। অতএব একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকুক। ইহা লইয়া দুই পদ্ধতির পরিপোষক-দের মধ্যে বিবাদ আছে। আমার এখনও স্মরণ রহিয়াছে যে, আমার Alma materএর Dean এক বক্তৃতায় উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের এই Group-পদ্ধতিকে অনেকে

ব্যঙ্গ করিত; কিন্তু এক্ষণে Harvard, Yale, Columbia প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যালয়সমূহ এই পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য লোলুপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। তাঁহার এই উপহাসের ভিত্তি এই যে, Harvardএর তদানীন্তন নূতন প্রেসিডেণ্ট Lowell এই পদ গ্রহণ করিয়াই তথায় Group পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন।

182 Ac 926·6 (1)

আমি যখন আমেরিকায় Undergraduate ছিলাম তখন এই group পদ্ধতির বিপক্ষে ছিলাম; কিন্তু অদ্য আমেরিকা ও জার্ম্মাণির শিক্ষা পদ্ধতি নিজে উপলব্ধি করিয়া ইহা বেশ বুঝিয়াছি যে, এই group পদ্ধতি অল্পবয়স্ক Undergraduateদের পক্ষে প্রশস্ত ব্যবস্থা। কারণ ইহাতে একটা উদার শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিয়া দেয়; কিন্তু যথায় (বিশেষতঃ আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে) যাহাইচ্ছা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে, তথায় ছাত্রেরা যথেচ্ছা নির্ব্বাচন করিয়া unit ভরাইয়া দিয়া Semster পূরায়। ইহাতে অনেক সময় অক্লেশে একটা Degree পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু একটা উদার শিক্ষার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

আমেরিকায় ছাত্র যতদিন Undergraduate থাকে ততদিন তাহাকে বিশেষ বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে হয়। প্রথমতঃ একটা termএর পাঠ্য Courseএর উপর নির্ভর করে না, কিন্তু সপ্তাহে কতিপয় ঘণ্টার পাঠ তাহাকে রেজেষ্টারি করিতে হইবে; অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের পরিমাণের যে

IMPERIAL LIBRARY

নির্দ্দিষ্ট হিসাব আছে তাহার minimum ঘণ্টার পাঠ ছাত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট সময় বিশ্ববিদ্যালয় অনুসারে সপ্তাহে ১২—১৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন। কলেজের termএর প্রারম্ভে প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার উপরোক্ত ঘণ্টা হিসাবের courseগুলি তাহার advisor রূপে নিয়োজিত অধ্যাপকের কাছ হইতে সহি করিয়া লইয়া Deanএর আফিসে দিতে হয়। প্রত্যেক Undergraduateএর একজন অধ্যাপক তাহার schoolএর Dean দ্বারা Advisor রূপে নিয়োজিত হয়, ইনি ছাত্রের পাঠ্য নিরূপিত করেন। প্রত্যেক termএ সে কতটা পাঠের ভার বহন করিতে পারিবে তাহার বিচার ও অনুমতি দেওয়া তাঁহার হাতে।

ছাত্রের পড়া আরম্ভ হইলে ক্লাসে তাহাকে প্রত্যহ পড়া দিতে হয়। অধ্যাপক প্রত্যহ যখন ছেলেদের পড়া জিজ্ঞাসা করেন তখন তাঁহার Note Bookএ তৎক্ষণাৎ ছাত্রের উত্তরের ভালমন্দ বুঝিয়া একটা মার্ক দেন। তৎপরে অনেক সময়ে সাপ্তাহিক পরীক্ষা, তৎপরে মাসিক পরীক্ষা, Semster (আমেরিকায় term বলে) অন্তে শেষ পরীক্ষা হয়। এই স্থলে অন্যান্য দেশের পরীক্ষার সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ যে, term শেষ হইলে সমস্ত পরীক্ষার মার্কগুলি একত্রিত করিয়া অধ্যাপক সেই Courseএর পাশ মার্ক নির্দ্ধারিত করেন। তাহাতে যে ছাত্র বরাবর নিয়মিতরূপে পাঠ করিয়া আসিয়াছে সে শেষ পরীক্ষায় ফেল হইলেও অনেক সময় Courseএ ফেল

হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। একটী courseএ ফেল হইলে সেই বিষয়ে পুনঃ পরীক্ষা দিবার তাহার অধিকার আছে। ফলে এই দাঁড়ায় যে, আমেরিকায় এবং সে হিসাবে বোধ হয় সমস্ত ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদ্যাশিক্ষা দিবার অনুষ্ঠানের স্থানরূপে কার্য্য করে, তাহা ছাত্রের স্মৃতিশক্তির পরীক্ষার মাপ-কাঠির স্থলরূপে পরিণত হয় না এবং অধ্যাপক ছাত্রকে ফেল করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে না, বরং তাঁহার তাহাতে অপমানই হয় এবং নেহাৎ গর্দ্দভ না হইলে ও পাঠে ফাঁকি না দিলে কেহ পরীক্ষায় ফেল হয় না। আবার অন্য পক্ষে যে ভাল পড়া করে না এবং বৎসর শেষে সমস্ত পাঠ্যের উপর যাহার মার্ক শতকরা ৭০ নং না থাকে তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রকারের ছাত্রকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় প্রকারের ছাত্রের ক্লাসে পদোন্নতি হয় না।

আমেরিকায় বি-এ ডিগ্রি লইতে হইলে ৪ বৎসর পড়িতে হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে তিন বৎসর। আমেরিকায় এই চারি বৎসর Freshman, Sophomore, Junior, Senior নামে চারি ক্লাসে বিভক্ত। একজন নিম্ন ক্লাস হইতে উচ্চ ক্লাসে উঠিতে পারে না; ইহার মানে ইহা নয় যে সে এক ক্লাশে দুই বৎসর থাকিবে ও পুরাতন পড়া পড়িবে। ছাত্র যদি কতকগুলি Courseএ ফেল হয় তাহা হইলে যতদিন সে সেই সব কোর্সে পুনঃ পরীক্ষায় (একটি ফেল কোর্সে দুইবার পুনঃ পরীক্ষা দিবার অনুমতি আছে) উত্তীর্ণ না হয় ততদিন Faculty তাহার

নাম উপরের ক্লাসের ছাত্র-তালিকায় লিখিবে না ; কিন্তু ছাত্র-মহলে ও Students' Unionএ তাহার পদের অবনতি ঘটিবে না। এই Students Union কলেজের সমস্ত Under-graduate ছাত্রবৃন্দ লইয়া গঠিত হয়।

হাই স্কুলের Matriculation পাশ করিয়া ছাত্রকে কলেজে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন হাই স্কুলের বিভিন্ন প্রকারের Standard থাকাতে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার (Entrance requirement) বিভিন্ন Standard হওয়ায় অনেক ছাত্রকে সর্ত্ত (condition) লইয়া ভর্ত্তি হইতে হয় অর্থাৎ যদি কোন ছাত্র তাহার হাই স্কুলে elementary chemistry বা physics বা biology বা ফ্রেঞ্চ বা জার্ম্মাণ ভাষা না শিক্ষা করিয়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে আসে, তাহা হইলে শেষোক্ত স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের entrance requirementএর সহিত ছাত্র তাহার Matric পরীক্ষার সময় কি কি বিষয় পাশ করিয়াছে তাহা মিলাইয়া দেখেন এবং যদি দেখেন যে ছাত্র কোন কোন বিষয়ে কলেজের requirement পরিপূরণ করিতে পারে না, তাহা হইলে তাহাকে সেই সব বিষয়ে সর্ত্ত লইয়া ভর্ত্তি হইতে হইবে অর্থাৎ তাহাকে Undergraduate পঠদ্দশায় সেই সব বিষয় পাঠ করিয়া পরিপূরণ করিতে হইবে। আর যে ছাত্র অনেক বিষয়ে entrance requirements পরি-পূরণ করিতে পারে না তাহাকে special ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হইতে হয়। সে যতদিন না এই সব সর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিতে

পারে ততদিন তাহার নাম উপরোক্ত কোন ক্লাসের ছাত্র তালিকায় থাকে না।

আমেরিকার পূর্ব্বভাগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অতি রক্ষণশীল লক্ষণাক্রান্ত। তথায় entrance requirement পরিপূরণ করিবার জন্য লাটিন বা গ্রীক ভাষার পরীক্ষা দিতে হয়। এইজন্য হাই স্কুলে classical লাটিন ভাষা অবশ্যপাঠ্য। তৎপরে বি-এ ডিগ্রি লইতে হইলে হয় দুই বৎসর ফ্রেঞ্চ ও এক বৎসর জার্ম্মাণ, বা এক বৎসর ফ্রেঞ্চ ও দুই বৎসর জার্ম্মাণ অবশ্যপাঠ্য। এই জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে এই দুই ভাষার অন্ততঃ একটীতেও হাই স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া আসিতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া চারি বৎসর পড়িয়া ছাত্রকে বি, এ ডিগ্রি গ্রহণ করিবার সময় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী একটা Thesis লিখিতে হয়। এই Thesis একটি courseএর অনুরূপ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইহা না লিখিলে ডিগ্রি মিলে না। ইহা ব্যতীত অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক ব্যায়াম অবশ্যকরণীয়। ছাত্রকে routine অনুযায়ী সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া দুইবার বা ততোধিক বার ব্যায়ামাগারে (Gymnasium) যাইয়া ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে হয়। ইহাও একটী অবশ্য গ্রহণীয় Courseএর তুল্য গণিত হয় এবং প্রত্যেক বারেই ব্যায়াম-শিক্ষকের কাছে হাজরি দিতে হয়। যিনি এই ব্যায়াম Courseএ ফাকি দেন বা ফেল হন (অনুপস্থিতির জন্য কোর্স পূর্ণ না করায়) তাঁহার ডিগ্রি পাইবার

সময় আটক বাধে। Undergraduate জীবনের আর একটি অবশ্যকরণীয় বস্তু—বিশ্ববিদ্যালয়ের Chapelএ প্রত্যেক দিন ধর্ম্মোপাসনার সময় উপস্থিতি। যে সব বিশ্ববিদ্যালয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত অথবা সাম্প্রদায়িক মতবাদের উপর স্থাপিত সে সব স্থানে উপাসনায় উপস্থিতি অবশ্যকর্ত্তব্য। তবে বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু সহস্র ছাত্রের ক্ষুদ্র উপাসনালয়ে একসঙ্গে উপস্থিতি সম্ভব নহে, তথায় routine অনুযায়ী ছাত্রকে হাজিরি দিতে হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসঙ্ঘকে প্রত্যেক দিন উপস্থিতি দিতে হয়। পূর্ব্বাঞ্চলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় Unitarian নামক উদার সাম্প্রদায়িক মতবাদের উপর স্থাপিত বলিয়া তথায় ধর্ম্মাগারে উপস্থিতি অবশ্যকরণীয় নহে; কিন্তু বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভজনাস্থলের সহিত বন্দোবস্ত করা আছে যাহাতে তৎসম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র তথায় রবিবারে গিয়া ভজনা করিতে পারে।

গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে আকাডেমিক বৎসর শেষ হইলে, undergraduate ও post-graduate স্কুল-সমূহের পরীক্ষা শেষ হইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের ডিগ্রি দেওয়া হয়। ডিগ্রি গ্রহণ করিবার সময় ধুমধামে একটা Commencement Dayর ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। ইংলণ্ডে ও ভারতে ইহাকে Convocation Day বলে। এই চরম দিনের এক সপ্তাহ অগ্র হইতেই ডিগ্রিপ্রার্থী ছাত্রদের মধ্যে নানাপ্রকারের ধুমধাম

Senior ক্লাসকে Students' Unionএর মান ও খাতির রক্ষা করিবার জন্য দায়ীত্ব বুঝাইয়া দেওয়া। আর একটি পার্ব্বণ হইতেছে—এই সময়ে একদিন সন্ধ্যাকালে অগ্নি জ্বালাইয়া (bonfire) তাহাতে বহি পোড়ান হয় অর্থাৎ যাহার যে কোর্সে বেশী জ্বালা পাইতে হইয়াছে তাহাকে সেই কোর্সের text book পোড়াইতে হয়। অবশ্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি আছে। ছাত্রমণ্ডলের মধ্যে এই সব সামাজিক ক্রীড়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ফল ভোগ করিতে হইলে আমেরিকায় ছাত্রজীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস (Residence) প্রয়োজন। অবশ্য যাহাদের সহরেই বাস তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে (dormitory) থাকে না, কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্রই সহরতলি ও গ্রাম হইতে আসে, তাহাদের ছাত্রাবাসেই থাকিতে হয়। এই একত্র বাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ompusএ একটা সামাজিক জীবন গঠিত হয়। কিন্তু এই জীবন ইউরোপের মহাদেশখণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই।

আমেরিকার ছাত্রজীবন তদ্দেশের যুবকদের জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়; কারণ ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত নানা প্রকারের সামাজিক ব্যাপার, ক্রীড়া, ক্লাব, সাহিত্যিক সমিতি, কলেজের মাসিক পত্রিকা পরিচালনা, রাজনীতির চর্চ্চা প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের ভিতর জীবন অতিবাহিত হয় বলিয়া এই সময়কার মধুময় স্মৃতি জীবনে চিরকাল জাগ্রত থাকে। অনেকে

এই সময়ে নানা সামাজিক ব্যাপারে যোগদান করিয়া নিজেদের ভাবী স্ত্রীর সন্ধান করিয়া লন। অনেকেই যাঁহারা পাঠদ্দশায় কোন মহিলার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ থাকেন, তাঁহারা বি-এ ডিগ্রি পাইয়া বিবাহ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোযোগ করেন। আর যাঁহারা বেশী পাঠ করিয়া উচ্চ ডিপ্লোমার প্রার্থী হন তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন, বাকী সকলেই সংসারে মন সন্নিবেশিত করেন। আমেরিকার ছাত্রজীবন জগতে অতুলনীয়। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজেও এ ছাত্রজীবন পাওয়া যায় না। অবশ্য আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনেরই ক্রমবিকাশ। ইংলণ্ডের জীবনই আমেরিকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। তথাপি প্রভেদও উৎপন্ন হইয়াছে—আমেরিকার বিশেষত্ব অন্যত্র পাওয়া যায় না।

যাঁহারা বি-এ বা বি-এস্‌সি পাশ করিয়া উচ্চ ডিগ্রীর প্রার্থী হন তাঁহারা আর এক বৎসর বা ততোধিক সময় পাঠ করিলে এম-এ বা এম-এস্‌সি ডিগ্রি পাইবার অধিকারী হন। অবশ্য এ পাশেও কড়া পরীক্ষা আছে। কিন্তু Graduate Schoolএ পাঠ করিবার সময় আর undergraduate collegeএর মতন বাঁধাবাঁধিতে থাকিতে হয় না। Post-graduate ডিপ্লোমা-প্রার্থীরা যাহা ইচ্ছা পড়িতে পারেন, তবে একটি বিষয়কে প্রধান (major) study করিয়া লইতে হয় এবং বাকী একটি বা দুইটি বিষয়কে minor study করিয়া

লইতে পারা যায়। ছাত্রকে প্রধান বিষয়েই বিশেষ জ্ঞান (specialization) লাভ করিতে হইবে এবং ইহারই উপর সে ডিপ্লোমা পাইবে।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের ক্লাসে রীতিমত হাজিরে দিবার বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই ; কামাই করিলে ভয়ের কারণও নাই ; তবে মাসিক ও term-শেষে প্রত্যেক কোর্সের পরীক্ষা আছে এবং তাহাতে অতি উচ্চ মার্ক রাখিতে হয়। এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এক রীতি প্রায়ই নাই অর্থাৎ যদিচ সর্ব্বত্রই পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রকে তাহার পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্সে শতকরা ৮০—৯০ নং পাশ মার্ক রাখিতে হয়, তথাচ কোন কোন স্থানে সেই ছাত্র যদি কোন undergraduate কোর্স লয় তাহা হইলে তাহাকে শতকরা ৭০ নং পাশ মার্ক রাখিতে হইবে যদিচ সেই কোর্সে undergraduate ছাত্রের পক্ষে শতকরা ৬০ নং হইতেছে পাশ মার্ক।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোর্সে পাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিধান আছে। কোর্সের পরীক্ষাপত্রের পূর্ণ মাক হইতেছে ১০০ ; তাহা পঞ্চম ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা— ৫০—৫৯ (E), ৬০—৬৯ (D), ৭০—৭৯ (C), ৮০—৯০ (B), ৯০—১০০ (A)। ইহার মধ্যে E হইতেছে ফেল মার্ক আর D সর্ব্বনিম্ন পাশ মার্ক। আবার এই মার্কের মধ্যে যোগ ও বিয়োগের চিহ্ন (plus and minus signs) দ্বারা মার্কের তারতম্য করা হয় : যথা—কেহ যদি D—(ডি মাইনাস)

মার্ক প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি সে কোর্সে ফেল হইলেন আবার যদি কেহ D+ (ডি প্লাশ) মার্ক প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি সে কোর্সে পাশ মার্ক প্রাপ্ত হইলেন ত বটেই, তবে তাঁহার মার্ক ৬০—৬৯ মধ্যে পড়িল ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে পাঠকালে পরীক্ষায় বেশী পাশমার্ক রাখিতে হয়; কারণ undergraduate বিভাগে অনেকে বিশেষতঃ ধনীর সন্তানেরা, সামাজিক ও ক্রীড়া-কর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী হয় বলিয়া তৎকালে পরীক্ষায় বেশী কড়াকড়ি নাই; কিন্তু post-graduate বিভাগে পাঠের সময় বেশী সময় পড়াইয়া ও পরীক্ষা শক্ত করিয়া Faculty তাহা পূর্ণ করিয়া লয়। আর যাঁহারা post-graduate study করেন, তাঁহারা নিজেদের জীবন শিক্ষক বা অধ্যাপকের কর্ম্মে নিয়োজিত করিবেন বলিয়াই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহাদের সেই জন্য ফাঁকি দেওয়া চলে না এবং উচিতও নহে। তাঁহাদের বুদ্ধি ও মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিতে হয়।

তৎপরে এম-এ ডিপ্লোমা গ্রহণ করিয়া ডাক্তারের ডিপ্লোমার প্রার্থী হওয়া যায়। অথবা তিন বৎসর post-graduate study করিয়া "ডাক্তারে"র ডিপ্লোমার প্রার্থী হওয়া যায় কিন্তু তাহা হইলে এম-এ ডিপ্লোমা মিলে না। আমেরিকায় ডাক্তারের ডিপ্লোমার মধ্যে কেবল Ph.D ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। অবশ্য চিকিৎসা সম্বন্ধীয় M.D. Pedagogyতে Dr. of Pedagogy, কোন কোন স্থানে Dr.of commerce ডিপ্লোমাও প্রদান করা

হয়। আর L. L. D ডিপ্লোমা "Honoris causa" রূপে প্রদান করা হয়।

Post-graduate studyর সময় আমেরিকা জার্ম্মাণির অনুকরণ করে। আমেরিকার এই "ডাক্তার" ডিপ্লোমা জার্ম্মাণির অনুকরণেই প্রদান করা হয়। বি-এ পাশ করিয়া তিন বৎসর পড়িয়া একটা মৌলিক গবেষণাপূর্ণ Dissertation লিখিয়া মৌখিক পরীক্ষায় পাশ হইলে Ph. D ডিপ্লোমা পাওয়া যায়। অতএব আমেরিকায় High School হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ৭ বৎসর পড়িলে "ডাক্তার" ডিপ্লোমা পাওয়া যায় আর জার্ম্মাণির Hochschuleএর পরীক্ষা পাশ করিয়া তিন বৎসর পড়িলে "ডাক্তার" ডিপ্লোমা পাওয়া যায়। এই জন্য আমেরিকার B. A ডিগ্রী জার্ম্মাণির High School certificate (avetorium) সহিত সমান গণ্য হয়, যদিচ আমেরিকা বা ইংলণ্ডে বি-এ ডিগ্রী-প্রাপ্ত ছাত্র জার্ম্মাণির Hochschule-উত্তীর্ণ ছাত্রাপেক্ষা বেশী বিষয় পড়ে। জার্ম্মাণির Standard of Education নিম্ন স্কুল হইতেই অন্যান্য দেশ হইতে অতি উচ্চ; সেইজন্য ওদ্দেশের শিক্ষা-বিভাগের দাবীও বেশী। যাহাই হউক, উভয় দেশের Ph. D. শ্রেণীতে পড়িয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, আমেরিকার Ph. D ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জার্ম্মাণ হইতে বেশী কোর্স পড়ে সেই জন্য তাহার খবরও বেশী জানা থাকে। কিন্তু শিক্ষাসম্বন্ধে দুই দেশে প্রভেদও আছে। আমেরিকায় Undergraduate বিভাগের বিদ্যা গভীর হয় না।

একজন B. A. "ডিগ্রী" প্রাপ্ত যুবক অনেক বিষয়ে কিছু কিছু জানে বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞানের গভীরত্ব-প্রাপ্তি হয় post-graduate পাঠের সময়। অবশ্য আমেরিকান পণ্ডিতেরা বলেন যে Undergraduate কলেজ গভীর জ্ঞানলাভের স্থান নহে। একজন তরুণ যুবক যে চিকিৎসা-বিদ্যা বা আইন অধ্যয়ন করিবে অথবা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবে অথবা নিম্নশ্রেণীর স্কুলের শিক্ষক হইবে তাহার পক্ষে জগতের জ্ঞান সাধারণভাবে জানা থাকিলেই যথেষ্ট। Specialist হইতে হইলে আরও বেশী পাঠের প্রয়োজন এবং জ্ঞানের গভীরতা অনেক সময় অধ্যাপকের বিদ্যার উপর নির্ভর করে। অধ্যাপকের যদি গভীর জ্ঞান ও মৌলিকত্ব থাকে, তাহা হইলে ছাত্রদেরও বিশেষ জ্ঞান-লাভ হয়।

আমেরিকায় Ph. D ডিপ্লোমাপ্রার্থীকে যে সব নিয়মাধীন হইতে হয় তাহা এই ডিপ্লোমার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সাধারণতঃ সমানভাবে বিদ্যমান। কিন্তু নিম্নলিখিতভাবে বিশেষত্ব আছে যথা :—কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডাক্তার"-ডিপ্লোমার প্রার্থী হইবার এক বৎসর অগ্রে তাহাকে তাহার উপযুক্ততা প্রমাণ করিবার জন্য একটা preliminary পরীক্ষা দিতে হয়; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে "ডাক্তার"-ডিপ্লোমার প্রার্থী বলিয়া গণ্য করা হয় এবং তাহাকে তাহার অধ্যাপকের অনু-মত্যনুসারে Facultyর কাছে Dissertationএর subject-matterএর নামটী পেশ করিতে হয়। ইহা পরীক্ষার এক

বৎসর পূর্ব্বে করিতে হয়। যদি Faculty তাহার "topic" গ্রাহ্য করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাকে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হয়। এই শেষ বৎসরে ছাত্রকে তাহার major courseএ (যে কোর্সে সে ডিপ্লোমা গ্রহণ করিবে) একটী Seminar গ্রহণ করিতে বাধ্য। এই Seminarএ ছাত্রকে মৌলিকত্ব দেখাইতে হয়, কোন বিষয় মৌলিক অনুসন্ধান করিয়া গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিতে হয়, তর্কবিতর্ক করিতে হয় ইত্যাদি।

ছাত্রের Dissertation লেখা সমাপ্ত হইলে Facultyতে তাহা দাখিল করিতে হয়, এবং তাহা গৃহিত হইলে মৌখিক পরীক্ষার সময় নির্দ্ধারিত হয়। এই সময় সে যে সব বিষয় পাঠ করিয়াছে (Major and Minor studies) তাহার মৌখিক পরীক্ষা সেই সব বিষয়ের অধ্যাপকদের সম্মুখে দিতে হয়। সমবেত পরীক্ষকেরা যদি তাহাকে "পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে" বলিয়া রায় দেয়, তাহা হইলে সে Faculty কর্ত্তৃক "ডাক্তার" ডিপ্লোমা প্রদানিত হইয়া সম্মানিত হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়-পদ্ধতি elective-পদ্ধতির উপর স্থাপিত; তথাকার বিদ্যাও তৎপ্রকারে elective। বহু পূর্ব্বে আমেরিকান ছাত্রেরা দলে দলে ইউ-রোপে আসিত; বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশেষতঃ তাহারা জার্ম্মাণিতে আসিত। আমেরিকার বিজ্ঞান জার্ম্মাণি হইতে, সাহিত্য-চর্চ্চা ইংলণ্ড হইতে সংগৃহীত। তবে আজকাল আমে-রিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদেশীয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের অভ্যুদয় হইয়াছে, এইজন্য অল্প ছাত্রই বিদেশে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যায়। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমেরিকার অনেক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জার্ম্মাণজাতীয় ও বাকীরা বেশীর ভাগই জার্ম্মাণীতে শিক্ষিত।

জগতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে হইলে অথবা বিজ্ঞান উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইলে, জার্ম্মাণ ও ফরাশি ভাষা শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন; কারণ বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা ঐ দুই দেশে হইতেছে। এইজন্য যিনি বৈজ্ঞানিক জগতে নূতন আবিষ্কার ও মতামতের সংবাদ রাখিতে চাহেন তাঁহাকে উপরোক্ত দুই ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। এইজন্য আমেরিকার High School-এতে জার্ম্মাণ ও ফরাশী ভাষা অবশ্য পঠনীয় বলিয়া গণ্য হয় এবং Undergraduate Collegeএ এই দুই ভাষা পড়িতে হয়। শেষে Ph. D. পরীক্ষা দিবার সময় পরীক্ষার্থী ছাত্রের এই দুই ভাষার সহিত পরিচয় আছে তদ্‌জ্ঞাপক Certificate প্রদান করিতে হয়; কিন্তু অনেকস্থলে মধ্যপ্রদেশে ইহার ব্যতিক্রমও হয়, যথা:—Iowa Universityতে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে, যিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে জগতের গুটীকতক ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। Goethe-এর সেই পুরাতন উপহাস, "যিনি একটি ভাষা জানেন তিনি কোন ভাষাই জানেন

না” কথাটীর অর্থ আছে। আমরা দেশে কেবল ইংরেজী পড়ি বলিয়াই আমাদের জ্ঞান সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী ; আমরা একটা দ্রব্যকে বিভিন্ন দিক্ দিয়া নিরীক্ষণ করিতে পাই না। এইজন্যই আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলীর বিদ্যা কূপের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলিয়া আমাদের মন “কালা ইংরেজত্বে” পরিণত হইয়াছে। আমাদের বিদ্যার অর্থ ভারত সম্বন্ধে কতকগুলি অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষা করা ও ইংলণ্ডের পুরাতন বিদ্যার চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা।) তৎপরে ইংলণ্ড বিজ্ঞান সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। জার্ম্মাণীর পণ্ডিতেরা তাঁহাদের ঘোর শত্রু ফ্রান্সের সম্বন্ধে বলেন যে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী উভয় দেশ সমানভাবে চলিতেছে, কিন্তু ইংলণ্ড ৩০ বৎসর পশ্চাতে রহিয়াছে। কিন্তু বিগত যুদ্ধের প্রয়োজনের প্রেরণায় Physics ও Chemistryতে নাকি ইংলণ্ড অগ্রসর হইয়াছে। এই সব কারণে আমরা কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষার ছাত্র বলিয়া নিজেরাও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

মহিলাদের শিক্ষার জন্যও আমেরিকায় বিশিষ্ট ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বদিকে Co-education System (যুবক যুবতীদের এক সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতি) প্রচলিত নাই বলিয়া, তথায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক কলেজ আছে, যথাঃ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Berhard College, Brown ও Harvard বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক কলেজ আছে ; তদ্ভিন্ন নিউইয়র্ক ষ্টেটে Vassar

College, নব-ইংলণ্ডে Bryn Mawr College প্রভৃতি। এই সব কলেজে "M. A" পর্য্যন্ত ডিগ্রি দান করা হয়, আর বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কলেজগুলিতে Doctor ডিগ্রি পর্য্যন্ত প্রদান করা হয়। ইহা ব্যতীত, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যে সব বিদ্যালাভ প্রয়োজন, যথা :—শিক্ষয়ীত্রির কর্ম্ম, ব্যানিজ্যাদি, ডাক্তারি, আইন প্রভৃতি জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব Teachers School, School of Commerce, Medical School, Law School প্রভৃতি আছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাছাত্রীরা অবাধে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, অর্থাৎ তথায় Co-education পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু মধ্য-পশ্চিম ও পশ্চিমে সর্ব্ববিষয়েই Co-education পদ্ধতি প্রচলিত আছে বলিয়া তৎস্থান সমূহে স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক কলেজের বন্দোবস্ত নাই।

এবম্প্রকারের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত মহিলারা জীবনের সর্ব্ব-কর্ম্মেই নিযুক্ত হন। তাঁহারা স্বীয় জীবিকার্জ্জনের জন্য কোন একটী পেষাবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহারা সকলে অবিবাহিতা থাকেন তাহা নহে; অনেকে বিবাহিত জীবন যাপন করেন।

(জগতের সর্ব্বত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্কীর্ণতা আছে। প্রথমতঃ অনেকের মতে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লব্ধ হয় তাহাতে বিদ্যা পূর্ণতা লাভ করে না, ছাত্রকে নিরূপিত পাঠ্য পাঠ ও অধ্যাপকের মতগুলিকে আবৃত্তি করিতে

শিখিতে হয়—ইহাতে তাহার নিজের চিন্তাশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। এই দলের ব্যক্তিরা বলেন যে, যাঁহারা জগতে গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই—যথা :---"জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল্‌, হার্‌বর্ট স্পেন্‌সর্‌" ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষায় এবম্প্রকারের দোষ থাকিলেও একটি বিশেষ সুবিধা আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় চিন্তাবৃত্তিকে একটা Training দিয়া দেয় যাহা দ্বারা লোক জীবনের সর্ব্বকর্ম্মে যুক্তি ও পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিতে পারে। দ্বিতীয় দোষটী অতি মারাত্মক এবং এ দোষ সংশোধনের পথ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই দোষটীর মূল কারণ এই যে, সর্ব্বত্রই বিদ্যালয়গুলি হয় গভর্ণমেণ্টের অথবা কোন সম্প্রদায়ের, এবং সর্ব্ব বিদ্যাপীঠই ধনীশ্রেণীর অর্থে চালিত। কোন বিদ্যালয়েই একটা স্বাধীনমতের উদ্ভব হইতে পারে না। Upton Sinclairএর "Goose step in Education" নামক পুস্তক পাঠ করিলে এই দোষটী কি তাহা ভালরূপে বোধগম্য হইবে। যে সব বিদ্যালয় গভর্ণমেণ্ট পোষিত, তথায় তাহার স্বার্থবিরুদ্ধ কোন প্রকার শিক্ষার বা মতের চর্চ্চা হইতে পারে না; যে সব বিদ্যালয় সাম্প্রদায়িক, তথায় তৎ সম্প্রদায়ের গোঁড়ামীই কেবল শিক্ষা দেওয়া হয়। তৎপরে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় এ সব বিষয়ে স্বাধীন অথচ ধনীশ্রেণীর দ্বারা পোষিত, তথায় সেই শ্রেণীর

স্বার্থবিরুদ্ধ কোন প্রকার শিক্ষার চর্চ্চা হইতে পারে না। ফলে আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি "গোলামখানায়" পর্য্যবসিত হইয়াছে। বোধ হয় এ বিষয়ে প্রাচীনকালের বিদ্যা-পীঠ হইতে বর্ত্তমানের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপদ্ধতি নিকৃষ্ট। ইহাতে মানুষ গঠিত না হইয়া গোলামেরই সৃষ্টি হইতেছে।)

(আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি দোষ—তথায় Capitalist-শ্রেণী-পরিপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রের চিন্তার স্বাধীনতার উদ্বোধন না করিয়া তাহাকে গোলামে পরিণত করা হয়। এইজন্য অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্ম, সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতক, radical মতাবলম্বী অধ্যাপকের স্থান নাই। সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গোঁড়ামীর শ্রাদ্ধ করা হয়, আর Capitalist পোষিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যে ধনীশ্রেণীর অর্থনীতি-বিজ্ঞানই যথার্থ তথ্য, তাহাদের স্থাপিত সমাজই মানুষের চরমোন্নতি। এই সব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার radical মতের চর্চ্চা হইতে পারে না বলিয়া কতকগুলি একদেশদর্শী Fanatic বাহির হয়। এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সর্ব্বত্রই সঙ্কীর্ণতার দুর্গস্বরূপ হইয়াছে। ইহার ফলে স্বাধীনদেশসমূহের বেশীর ভাগ ছাত্রবৃন্দ Chauvinism রোগাক্রান্ত। ইহাকে তাহারা স্বদেশপ্রেম নামে অভিহিত করে।)

(আমেরিকার বিদ্যালয়ে ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে রাজনীতির আলোচনা হয়। জাতীয় পর্ব্ব উপলক্ষে অথবা Semster

শেষ হইলে বা কলেজ বন্ধ হইলে Chapelএ সমবেত ছাত্রবৃন্দ জলদগম্ভীরস্বরে জাতীয় সঙ্গীত গান করে। কলেজে জাতীয় ভাবের বিশেষ আধিক্য ; কিন্তু তাহা শাসকশ্রেণীর জাতীয় ভাব ও রাজনীতিক মতবাদ ; বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার প্রস্ফুরিত হইতে পারে না, যথা সোসালিজমের চর্চ্চা করিতে আপত্তি নাই কিন্তু তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি করিলেই Dean-এর কাছ হইতে ধমকানি খাইতে হয়।)

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র নব্য শিক্ষার ফলে মানুষের মন এক ছাঁচে ঢালা হইতেছে। আধুনিক বিদ্যা আন্তর্জাতিক, তজ্জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির মন এবং চিন্তাও তদ্রূপ স্বদেশের গণ্ডীর বাহিরে যাইতেছে। সেইজন্য একজন জাপানী, একজন আমেরিকান ও একজন ইউরোপীয়, এই নব শিক্ষার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নিজেদের বোধগম্য করিতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে বলিয়া মনে করে না। তথাপি প্রত্যেক দেশের শিক্ষায় একটা বিশেষত্ব আছে। আমেরিকার বিদ্যার মধ্যে দিয়া যে World-view শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, বা ফ্রান্স হইতে পৃথক। ইহা বিভিন্ন দেশে বিদ্যালাভ ও সেইসব দেশের সাহিত্যের সহিত পরিচয় না থাকিলে বোধগম্য হওয়া দুরূহ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক বিজ্ঞানই (Concrete Science) পড়ান হয়, তথায় কোন গোল নাই ; কিন্তু Abstract Science যথা

আছেই, তদ্‌ব্যতীত বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক সমস্যার আবর্ত্তে পড়িয়া ঐ সব দর্শনে তদনুযায়ী বিশেষ প্রকারের World-view সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা প্রাচ্যভূখণ্ডের সভ্যতা ও জাতিসমূহের উপর আমেরিকান জনমতেই দ্রষ্টব্য।

আমেরিকায় জাতিসমস্যা (Race-problem) আছে, তাহার বিষময় ফলও তদ্দেশের সভ্যতার সর্ব্ব অঙ্গেই প্রবেশ করিয়াছে। আমেরিকানের মনে ও চিন্তায় তাহা প্রতিনিয়তই প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণীতে ও ইউরোপীয় মহাদেশে সে সমস্যা নাই বলিয়া সে স্থানে প্রাচ্য সভ্যতা ও জাতিসমূহের সম্বন্ধে অন্য ধারণা। আমেরিকায় Colour Problem আছে বলিয়া তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তথাকার সমাজ রং বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সমাজতত্ত্বের World-viewও তদনুরূপ। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীতে ঐ সমস্যা নাই বলিয়া জাতিতত্ত্ববিষয়ে অন্যপ্রকারের ধারণা। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্যের রং-সমস্যা আছে বলিয়া তথাকার জাতীয় জীবনে রং বিভীষিকা এত প্রবল যে আমেরিকান জাতি পৃথিবীর মধ্যে একটা সৃষ্টিছাড়া জাতি হইয়াছে। এ বিষয়ে আমেরিকানেরা নিজেরাই বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু অন্যদিকে এই বৈষম্যের জন্যই আমেরিকায় radicalism-এর প্রাবল্য। ফ্রান্স ও বল্‌শেভিক রুষ ছাড়া আমেরিকা বোধ হয় জগতের তৃতীয় দেশ যথায় radical চিন্তা জনসমাজে বর্ত্তমান আছে।

আমেরিকার শিক্ষা অন্যান্য দেশ হইতে স্বভাবতঃই নূতন ভাবপ্রসূত। তথাকার পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবস্তু ও চিন্তাতে আধুনিক ভাব বর্ত্তমান। তথাকার অধ্যাপকেরা এই সব বিষয়ে ইংলণ্ডকে ঠাট্টা করেন, কারণ ইংলণ্ডে পুঁথিপাতি সবই মান্ধাতার আমলের। (আমেরিকা নূতন দেশ বলিয়া প্রাচীন সংস্কারবদ্ধ নয়, এবং আধুনিক জ্ঞান ও ভাবকে সহজেই জীর্ণ করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকা যতই অগ্রগামী হউক না কেন এক জায়গায় তাহার একটা গণ্ডি আছে, radicalism তাহার বাহিরে যাইতে পারে না; অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর (আমেরিকায় ধনী শ্রেণী, তথায় Plutocracy বর্ত্তমান) স্বার্থ ও সংস্কার বিরুদ্ধ মতবাদ আলোচিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান সমাজ ও ষ্টেট্ যে প্রকারে অবস্থিত তাহাকে radical অবস্থায় রূপান্তরিত করা অথবা radical মতবাদ প্রচার করা আইন বিগর্হিত কর্ম্ম। এইজন্যই স্বাধীন চিন্তা বা মানবের স্বাধীনতার পূর্ণ ভাব তথায় স্ফুর্ত্তি পাইতে পারিতেছে না। অবশ্য অন্যান্য দেশেরও এই অবস্থা।)

সমাজ

•আমেরিকান সমাজ সাম্যবাদী অর্থাৎ সমাজ পদমর্য্যাদার তারতম্যতা হেতু বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত নহে। এই পদমর্য্যাদার বিভিন্নতার পরিচায়ক নানা প্রকারের পদবী (titles) লোক মধ্যে প্রচলিত নাই। এক কথায় আমেরিকান লোক-সমাজে সকলেই "বরাবর' অর্থাৎ সমান। আর্থিক অবস্থার তারতম্যতা-জনিত কোন বৈষম্য সমাজে উপস্থিত হয় না। সামাজিক বিষয়ে সকলেই এক সঙ্গে আহার বিহার ও বিবাহাদি করে; সকলেরই সমান অধিকার ও দাবী, সকলেই Mr ও Gentleman.

আমেরিকান ষ্টেট্ জন-তন্ত্রের উপর সংস্থাপিত এবং ঔপনিবেশিক সময় হইতেই তৎকালিন সমাজ সাম্যবাদী। ষ্টেটের Constitution সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছে; এইজন্যই আজ পর্য্যন্ত সাম্যবাদের হাওয়া তৎদেশে বিশেষ-ভাবে প্রবল। যে ব্যক্তি অতি গরীব সেও নিজ অধ্যবসায়-গুণে অতি উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিতে পারে এবং প্রেসিডেণ্ট পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাহার হীনবংশ, সাংসারিক দুরবস্থা এবং শিক্ষার সংকীর্ণতা প্রভৃতি জীবনের উৎকর্ষতা ও সফলতা-লাভের অন্তরায় হয় না। তৎদেশে মানবের মনুষ্যতাকে খর্ব্ব করিবার কোন ব্যবস্থা নাই; এইজন্য সকলেই জগৎকে

মায়াময় বলিয়া দেখেন না ; সকলেই Optimist, জগৎকে বিষবৎ বলিয়া কেহ ত্যাগ করিতে চায় না বরং প্রকৃতিকে তাহার অধীনে আনিয়া জগৎকে ভোগ করিতে চায়।

প্রকৃতির শক্তিসমূহকে স্বীয় বশে লইয়া আসিয়া জগৎকে ভোগ কর, মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের প্রতিরোধ বা খর্ব্বতা করা বিধেয় নয়, যত নিষ্পীড়িত ও নির্য্যাতিত লোকসমূহ তথায় আসিয়া নিজেদের মনুষ্যশক্তির প্রস্ফুটন ও উৎকর্ষতার জন্য সাধনা করুক ; ইহাই হইতেছে আমেরিকান সাম্যবাদের মূলমন্ত্র। ইহাকেই নবাগত ঔপনিবেশিকদল বলে "Americanism"। কিন্তু ইহা হইল আমেরিকান সাম্যবাদের একটি বাঁধা গৎ (established dogma) ; কাজের বেলায় ইহা কতটা সাফল্য লাভ করে তাহাই এই স্থলে আলোচ্য।

উত্তর-আমেরিকার উপনিবেশসমূহ ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য নির্য্যাতিত, রাজনৈতিক অত্যাচারে প্রপীড়িত, ধনী-শ্রেণী দ্বারা নিষ্পেষিত, অর্থ-কষ্টে ক্লিষ্ট ইউরোপীয়ান লোকসমূহের দ্বারা সংস্থাপিত। অবশ্য দক্ষিণে (ভার্জিনিয়া প্রভৃতি স্থলে) জনকতক ইংরেজ ধনীবংশের বংশধরেরা তথায় Cotton plantation স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিল। দক্ষিণের জমি অতি উর্ব্বরা, তথায় তুলার চাষে প্রচুর লাভ হয় এবং এই চাষ করিবার জন্য ইংরেজ ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট আফ্রিকা হইতে নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানী করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে অল্পখরচায় তুলার আবাদ করিবার জন্য যে জনকতক

ধনাঢ্যবংশীয় ইংরেজ দক্ষিণে বসবাস করিয়াছিল তাহারাই তথাকার Aristocracyরূপে গণ্য হইত। ইহারাই আমেরিকান সমাজের গৌরবস্থল; কারণ, ইহাদের দ্বারা ইউরোপীয়ান "আভিজাত্য বংশের রক্ত" তাঁহাদের ভিতরে আসিয়াছে। এই কতিপয় বংশের দ্বারা নাকি Anglo-norman আভিজাত্য বংশের রক্ত আমেরিকান সমাজে বহমান হইতেছে এবং ইহারাই আভিজাত্য-গর্ব্ব-আকাঙ্ক্ষী লোকদিগের মুখ বাঁচান। আবার অন্যদিকে উত্তরের নব-ইংলণ্ডের (New England) ঔপনিবেশিকেরা May Flower Immigrantsদের বংশধর, তজ্জন্য তাহাদের বংশধরেরা তৎস্থানের আভিজাত্যশ্রেণী। ইহারা "May Flower Society," "Sons and Daughters of May Flower" ইত্যাদি নাম দিয়া বিভিন্ন সমিতি করিয়া নিজেদের বংশগৌবব অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁহাদের বংশ-তালিকাদি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এক হিসাবে তাঁহারা তথাকার "কুলীন" হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অন্য লোক হইতে তাহাদের কোন বিশেষত্ব বা পার্থক্য নাই। আবার বর্ত্তমানের ঔপনিবেশিকেরা উপরোক্তদের পরিহাস করিয়া বলেন যে, May Flowerএর ঔপনিবেশিকেরা শ্রমজীবি ছিল, তাহারা সংখ্যায় ছিল মুষ্টিমেয়; কিন্তু আজ যুক্ত-সাম্রাজ্যের দশকোটি লোকই তাহাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছে। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, তৎদেশের রাজা প্রথম জেমস্ তথাকার

Presbyterianদের উপর নারাজ ছিলেন। ইহাঁদের গোঁড়ামীর নাম দেওয়া হইয়াছিল puritanism। এই দলভুক্ত কতিপয়শত লোক যাঁহারা বেশীর ভাগ কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা রাজ-রোষ হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া অবাধে স্বীয় বিশ্বাস ও বিবেকানুযায়ী ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার জন্য May Flower নামক একটি জাহাজে আরোহণ করিয়া উত্তর-আমেরিকায় পলাইয়া যান। তাঁহারা আবার উত্তর-পশ্চিমদিকে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরে ক্রমশঃ অনেক ইংরেজ তথায় আসিয়া বাসস্থান করে ও সময়ে চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এই সব ইংরেজ ঔপনিবেশিকেরা স্বীয় নব-বাসভূমিকে জন্মভূমির নাম অনুসারে নব-ইংলণ্ড বলেন। এইজন্যই আজ পর্য্যন্ত, Rhode Island, Vermont, Connecticut, Massachusetts প্রভৃতি Statesকে New England বলে। এই স্থানের অধিবাসীরা এককালে বিশুদ্ধ ইংরেজ বংশীয় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আইরিশ ও অন্যান্য জাতিসমূহ তথায় বাস করিয়াছে; আর পুরাতন অধিবাসীরা অনেকে অর্থান্বেষণে অন্যত্র বাহির হইয়া গিয়াছে। এই স্থান ইংরেজ-প্রধান উপনিবেশ ছিল বলিয়া এইখানকার সর্ব্ব বিষয়ে ইংরেজী আচার বর্ত্তমান। অনেকের উচ্চারণ (accent) ইংরেজের ন্যায়; অনেক সময়ে বাহ্যিক আকারে ইংলণ্ড ও নব-ইংলণ্ডের লোকদের পৃথকভাবে চেনা যায় না। নৃতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক Starr বলেন, জলবায়ুর

পৃথকতার জন্য উভয় দেশের লোকদের মধ্যে বর্ত্তমানে বাহ্যিক পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত বৈজ্ঞানিক মত নহে।

যাহাহউক বহু প্রকারের নিষ্পীড়িত ও নির্ধন লোক আমেরিকায় আসিয়া বন কাটিয়া আদিম অধিবাসীদের প্রবঞ্চনা করিয়া, তাড়াইয়া বা মারিয়া জমি দখল করিয়া বস-বাস করিয়াছে। স্বভাবতঃই ইহাদের ভিতর আভিজাত্য বা শ্রেণীগর্ব্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু যখনই গরীব ব্যক্তি ধনী বা নামজাদা হয় তখন সে "হঠাৎ বাবু" (nouveau riche) হওয়া জনিত petty-bourgeois psychology দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উচ্চের দিকে তাকায়। সে তখন উচ্চবংশ-মর্য্যাদার জন্য ও সামাজিক সম্মানের জন্য লালায়িত, নিজেকে সাধারণ শ্রেণী হইতে পৃথক করিবার জন্য "চন্দ্র, সূর্য্য" হইতে বংশোদ্ভব বলিয়া নিজের বংশতালিকা সৃষ্টি করে এবং নানা-প্রকারে নিজেকে উপরিস্তন শ্রেণীতে উত্তোলন করিবার জন্য চেষ্টা করে। এই মনস্তত্ত্ব প্রণোদিত হইয়াই গরীব আদিম ঔপনিবেশিকদের বর্ত্তমান বংশধরগণ পরবর্ত্তী উপনিবেশিক-দের উত্তরাধিকারীগণ হইতে সমাজে বেশী সম্মানলাভ করিবার জন্য নানা প্রকারের সমিতি স্থাপন করিয়া নিজেদের বিশিষ্টতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। এবম্প্রকারে যাহাদের উত্তরপুরুষেরা জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে ও পরবর্ত্তী অন্তর্যুদ্ধে (civilwar) যোগদান করিয়াছিল তাহারা "sons

and daughters of the Revolution" প্রভৃতি সমিতি করিয়া নিজেদের বংশের বিশিষ্টতা জ্ঞাপন করেন; কিন্তু প্রাচীন ঔপনিবেশিক সময়ে ও তৎপরবর্ত্তীকালে বংশ বা ধনের তারতম্যতার জন্য সমাজে বাঁধাবাঁধি বিভিন্ন স্তর যথা ঃ শ্রেণী (class) বা জাতি (caste), গঠিতে পারে নাই। ঔপনিবেশিকেরা ইউরোপের আভিজাত্য-তন্ত্র (Aristocracy) বা সামন্ততন্ত্র (Feudalism) নবজগতে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, কারণ বেশীর ভাগ লোকই নিম্নশ্রেণী সম্ভূত। আর দুই চার জন যে দক্ষিণে "বড়বংশের" ছেলে ছিল তাহারাও নবদেশে নিজেদের পার্থক্য রাখিতে পারে নাই। তৎপরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর "মুড়ি মিছরির" একদর হইয়াছিল। "Declaration of rights of man" সকলকেই সমান করিয়াছিল। ইহার পর বাকী থাকে, মুষ্টিমেয় সুইডিস্, জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিকের দল; তাহাদের উপনিবেশসমূহ ইংলণ্ড কর্ত্তৃক বিজিত হইলে তাহারা কালে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সহিত মিশিয়া যায়, যদিচ আজ পর্য্যন্ত Pennsylvaniaতে জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিকদের বংশধরেরা জার্ম্মাণ ভাষায় কথা কহে। ইহাদের জার্ম্মাণকে plattdeutsch (Low-German) বলে; ইহা জার্ম্মাণীর গ্রাম্য ভাষা। ইহাদের গ্রামে গিয়া কেহ ইংরেজীতে কথা কহিলে তাহারা অবাক হইয়া বলিবে যে "সে বিদেশী"! এই ঔপনিবেশিকদের মধ্যে আর একটি দল সৃষ্টি হইয়াছিল যাহারা প্রথমে সমাজের বাহিরে থাকে;

ইহারা শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের দল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ক্রীতদাস প্রথা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টই তথায় প্রচলিত করে, সেইজন্য অনেক আমেরিকান উক্ত গভর্ণমেণ্টের উপর অনুযোগ করে। শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসেরা ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহী কয়েদীদ্বারা গঠিত হইত। এই বিদ্রোহীদের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণের তুলার আবাদিদের কাছে বিক্রয় করিত। তৎপরে অনেক গরীব শ্বেতাঙ্গ ঐসব দেশ হইতে ক্রীতদাসরূপে বা indentured labourer-রূপে দক্ষিণে আনীত হইত। শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসেরা কিন্তু জীবনের শেষ দশায় মুক্তি লাভ করিয়া শ্বেতাঙ্গ সমাজে মিশ্রিত হইয়া যাইত, আর কৃষ্ণকায় নিগ্রোক্রীতদাসেরা মুক্তি পাইত না এবং রং ব্যবধানের জন্য চিরকাল পৃথক থাকিতে বাধ্য হইয়া বর্ণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এবম্প্রকারে আমেরিকার যুক্ত-সম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন হইয়াছে।

এই প্রকারের সমাজের প্রথমাবস্থায় বেশীর ভাগ লোকই কৃষিজীবি ছিল। যত দিন দেশ কৃষি-প্রধান ছিল ততদিন সমাজে বৈষম্যের উৎপাদন হয় নাই। তৎপরে ঔপনিবেশিকদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় নূতন জমির অন্বেষণে Alleghany পর্ব্বতমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া দলে দলে অসমসাহসিকের দল পশ্চিমে মিসিসিপি উপত্যকার দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। ইহাদের pioneers বলিত; ইহারা নবস্থানে গিয়া আদিম অধিবাসীদের মারিয়া বা তাড়াইয়া জঙ্গল কাটিয়া বসবাস

করিতে লাগিল। ইহাদের সঙ্গে এবম্প্রকার চরিত্রের নবাগত ইউরোপীয়ান pioneer-রাও জুটিতে লাগিল। যাঁহারা ফরাশী De Tocqeuevill-এর "আমেরিকায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত" নামক পুস্তকে বিবৃত এই pioneerদের জীবন-সংগ্রামের কার্য্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বোধগম্য করিবেন যে এবম্প্রকারের সমাজে সাম্যবাদই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; কিন্তু যতই দেশ সমৃদ্ধিশালী হইতে লাগিল, ব্যক্তি বিশেষের ধন সম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই সমাজে অল্পে অল্পে বৈষম্যের রেখা প্রকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্বেতজাতি সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্বাঞ্চলে বসবাস করে। আমেরিকান চর্চ্চা এই পূর্ব্বদিকেই প্রথমে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়, এই চর্চ্চা ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বংশধরদের দ্বারাই উৎকর্ষ সাধনলাভ করে। তথায় যখন জনকতক বংশের মধ্যে অপরিমিত ধনের সঞ্চার হইল, তখন তাহারা নিজেদের নির্ধন উত্তর পুরুষদের বিবরণ বিস্মৃত হইয়া গিয়া ইংরেজী সামাজিক চাল গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ইহারা ইংলণ্ডে আসিয়া তথাকার রাজদরবারে প্রবেশলাভ করিতে চেষ্টা করে। অর্থের সাহায্যে ইহারা ইংলণ্ডের আভিজাত্যবর্গ মধ্যে মিশিতে আরম্ভ করে; আর অনেক দেউলিয়া ইংরেজ ও ইউরোপীয় আভিজাত্যশ্রেণীর লোক এই আমেরিকান "নূতনধনীর" কন্যা বিবাহ করে। এই প্রকারে ইউরোপের শ্রেণী ও জাতি বৈষম্য প্রধান সমাজের ছায়ায় আসিয়া আমেরিকান ধনীরা স্বদেশে শ্রেণীবিভাগ

স্থাপন করে। ইহার ফলেই পূর্ব্বদিকে Newport সমাজের সৃষ্টি। এস্থলে কোটিপতিরা নিজেদের বাসস্থান করিয়াছেন, নিজেদের সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে সামাজিক আদান প্রদান করেন এবং সুবিধা পাইলে ইংলণ্ডের আভিজাত্য বংশের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন।

(মানবসমাজে আর্থিক বৈষম্যতার জন্যই শ্রেণীর উদ্ভব হয়, এবং এই শ্রেণী-বিভেদ পুরুষপরম্পরায় দৃঢ় ও বংশগত হইলে জাতি (caste) বিভেদে পরিণত হয়। তদ্রূপ আমেরিকায় ধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় পুরাতন সাম্যবাদ বিনষ্টপ্রায় ও অনেকস্থলে বিনষ্ট হইয়াছে। যেখানে ব্যক্তি-বিশেষ নিজের সৎ বা অসৎ উপায়ে অবাধে ধনোপার্জ্জন করিয়া তাহা "স্বীয় সম্পত্তিতে" পরিণত করে ও তাহার তেজে নিজেকে মূলধনী (Capitalist) রূপে রূপান্তরিত করিয়া অন্যকে শোষণ (exploit) করে সেই capitalist লক্ষণাক্রান্ত সমাজে আর্থনীতিক তারতম্যের জন্য সামাজিক বৈষম্যের উদয় হয়। তথায় ধনীরা উচ্চশ্রেণীর লোক আর নির্ধনেরা তদধীন শ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হয়। এই আর্থনীতিক কারণেই আমেরিকার সমাজে বিভিন্নস্তরের আবির্ভাব হইয়াছে যথা—ধনকুবের-শ্রেণী, মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ও নির্ধন কায়িকশ্রমজীবি-শ্রেণী!)

সাধারণতঃ এই বলা যাইতে পারে যে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজে caste-এর আবির্ভাব এখনও হয় নাই, যদিচ শ্বেতকায়

ও কৃষ্ণকায় আমেরিকানদের মধ্যে বর্ণ বৈষম্যজনিত caste সৃষ্ট হইয়াছে। এই উভয় দলের মধ্যে কোন প্রকারের সামাজিক ও আহারাদির আদান প্রদান নাই। এস্থলে এই বিভেদ দৃঢ় ও বংশগত হইয়াছে; অতএব এস্থলে জাতি বিভাগ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গসমাজে এবম্প্রকারের জাতি বিভাগ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এইস্থলে বিবেচ্য। যখন Newport-এর এবং তাহার বাহিরের ধনকুবেরেরা সর্ব্বপ্রকারের সামাজিক সম্বন্ধ নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে সংকীর্ণ করিয়া গণ্ডীবদ্ধ করেন, যখন এই সমাজের কোনও ব্যক্তির কন্যা গরীবের ছেলের সহিত স্বেচ্ছায় বিবাহ করিলে সেই কন্যাকে আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক ত্যজ্য হইতে হয় তখন এই বংশগত শ্রেণী বিভাগকে caste বলা ব্যতীত অন্য নামে অভিহিত করা যায় না। অবশ্য আমেরিকার নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে ইউরোপের সামন্ততন্ত্রিক সমাজের (feudai society) ন্যায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে connubium (পরস্পরের বিবাহের) অধিকার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ নহে। (আমেরিকান সমাজ Bourgeois-প্রধান সমাজ অর্থাৎ ফরাশী-বিপ্লব যে সাম্যের আদর্শ দেখাইয়াছিল তাহাতে feudalism ভাঙ্গিয়া bourgeois (মধ্যবিত্ত) শ্রেণীর আধিপত্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, আমেরিকান সমাজ সেই আদর্শে পরিচালিত। আমেরিকান বিপ্লবের সময় এই আদর্শকেই সাম্যবাদীর আদর্শ বলিয়া ধরা হইয়াছিল, আর ফরাশী বৈপ্লবিকদের মধ্যে

তাহার ঢেউ আসিয়া পড়ে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণী-প্রধান আমেরিকান সমাজে প্রথম হইতেই feudalism-এর বীজ ছিলনা; সকলেই খাটিয়া খাইত, সকলেই Gentleman বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু কালে আর্থনীতিক প্রভেদবশতঃ সমাজশরীরে ধনী ও নির্ধনীর আবির্ভাব হইল। সে অবস্থায় ধনপ্রধান-মূলক সমাজে (capitalistic society) শ্রেণী-বিভাগ অপরিহার্য্য। তৎপরে আধুনিককালে ধনের গরমে ধনকুবেররা snobs হইয়াছেন, তাঁহাদের উত্তরপুরুষদের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন; অনেকে চন্দ্র সূর্য্য হইতে বংশোৎপত্তির তালিকা সৃজন বা আবিষ্কার করিতেছেন, আর গরীবদের সঙ্গে connubium স্থাপনে অনিচ্ছুক!). অবশ্য অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত বংশ যথাঃ, উকিল বা ডাক্তারের সঙ্গে, ধনকুবেররা বিবাহাদি করিতে পারেন কিন্তু তাহা প্রেমেরই ফলস্বরূপে দৈবাৎ ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে একটী ঘটনা উল্লিখিত হইতে পারে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত কোন কোটিপতিএকজন ডাক্তারের কন্যাকে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য বাগদত্তা হয়েন। এ বিবাহটা একটু অসাধারণ ভাবে হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ইহা সংবাদপত্রে অধিকভাবে আলোচিত হয়। প্রথমে কোটিপতি তাঁহার প্রথমা স্ত্রী হইতে বিবাহবন্ধনে (ডির্ভোস) বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন; কিন্তু নিউইয়র্কের আইন অনুসারে ফারখত দিয়া দ্বিতীয়বার দার গ্রহণের জন্য যে ব্যবধান সময় উত্তীর্ণ হইবার

প্রয়োজন তাহা এস্থলে হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ, পাত্রী ১৮ বৎসরের কন্যা ও পাত্র ৪০ বৎসরের উর্দ্ধে—৫০এর কাছাকাছি এবং পাত্রী এক সামান্য ডাক্তারের কন্যা। এমন অবস্থায় এ বিবাহে "প্রেম" কতটা লীলা করিয়াছিল তাহা সন্দেহের স্থল! সংবাদপত্রের লোকেরা যখন এই পাত্রীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, তিনি উত্তরদান করেন যে, তিনি ধনের লোভে নহে প্রেমের জন্যই বিবাহ করিতেছেন। আবার অন্যদিকে Newportএর একজন প্রধান সামাজিক নেত্রী মিসেস্-ম (যিনি আর একজন কোটিপতির স্ত্রী) তিনি সংবাদ পত্রের রিপোর্টারকে বলিয়াছিলেন, "আমি জানিনা মিঃ এ কি দেখিয়া ইহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক (What did Mr. A saw in her!); তবে জানিনা সমাজ এই পাত্রীকে কি ভাবে গ্রহণ করে। মিঃ এ-র টাকা আছে, বজরা (yacht) ইত্যাদি আছে, জানিনা সমাজ ইহাঁকে কিভাবে গ্রহণ করিবে!" এইপ্রকারের অনুলোম বিবাহ জাতিবৈষম্যের ততটা পরিচায়ক নহে, কারণ এই দৃষ্টান্তের পাত্র ও পাত্রী উভয়েই বুরজোয়া সমাজভুক্ত। ঐ আমেরিকান পাত্রটী ইউরোপীয় ফিউডেল বংশোদ্ভব নহে। সেইজন্য বৈষম্য বিশেষভাবে প্রকাশ হইতে পারে না। যে শ্রেণী-বৈষম্য এই স্থলে দৃষ্ট হয় তাহা পাত্রের অর্থদ্বারা দূরীভূত হইতে পারে, কিন্তু একটি প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত দিতেছি যাহাদ্বারা জাতিবৈষম্যের প্রকটতা স্পষ্টই প্রতীত হয়। ১৯১৩ খৃঃ সংবাদ-

পত্রে প্রকাশ পায় যে উক্ত Newport সমাজের এক অনূঢ়া-কন্যা তাহার পিতার chaffeur-এর সঙ্গে পলাইয়া (elope) গোপনে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে! সংবাদপত্রে আরও প্রকাশ যে কন্যার পিতা ও মামা এ সংবাদ পাইবামাত্র দুইদিকে মোটর-গাড়ি করিয়া বাড়ীর মেয়েকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়াছিল, কিন্তু পলাতকেরা অন্য রাস্তা দিয়া এক গ্রামে গিয়া সেই রাত্রেই তথাকার ধর্ম্মযাজককে নিদ্রা হইতে উত্তোলন করিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছে! যখন উভয়ে ধর্ম্মমতে গির্জ্জায় গিয়া স্বামী ও স্ত্রী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইল তখন গুরুজনের আপত্তি আর চলিতে পারেনা! এই ঘটনায় আমেরিকান্ সমাজে বড়ই হুলস্থুল পড়ে! কন্যার গুরুজনের মুখ হেঁট হয় যেহেতু তাহাদের বাড়ীর চাকরের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ হইল! এক বৎসর বাদে সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে উক্ত কন্যা পুত্রবতী হইয়াছে ও পিতামাতার সহিত পুনর্ম্মিলন হইয়াছে, কিন্তু কন্যার স্বামীকে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে কখনও গ্রহণ করিবেনা, অর্থাৎ সে স্ত্রীর পৈতৃক সমাজে কখন গৃহিত হইবে না! এই প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত কি আমেরিকায় বীজ রূপে Caste-system-এর পরিচায়ক নহে? তৎপর আর একটী দৃষ্টান্ত দিই যাহা আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি। আমি বষ্টনে একটি শিক্ষিতা মহিলার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, যিনি প্রতিলোম বিবাহ করিয়া পিতৃভবন হইতে বহিষ্কৃতা হইয়াছেন। ইনি একজন ধর্ম্মযাজকের কন্যা, কিন্তু একজন

অজ্ঞ আইরিশ চাকর-শ্রেণীর লোককে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া পিতার গৃহ হইতে পরিত্যক্তা হইয়াছেন। অবশ্য আমেরিকায় প্রাচীন রোম, মধ্যযুগের ইউরোপ বা ভারতের ন্যায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে Connubium (বিবাহের অধিকার) অপ্রচলিত নহে বলিয়া এই Caste-system হিন্দুদের মতন দৃঢ় হইতে পারে নাই ও প্রতিলোম-বিবাহ-প্রসূত সন্তান মাতার আত্মীয়দের দ্বারা ত্যজ্য হয় না। আমেরিকায় বয়ঃ-প্রাপ্ত যুবক যুবতীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় পাত্র বা পাত্রী মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার নিয়ম আছে। আর আইন কোন কোন স্থানের নিগ্রো, ভারতবাসী, আদিম-অধিবাসী, চীনা ও জাপানী ব্যতীত সকলকার মধ্যে অবাধে বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য Caste-system শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে অতটা দৃঢ়ীভূত হইতে পারিতেছে না, যদিচ উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায় যে উহার বীজ সমাজে নিহিত হইয়াছে। একবার কোনও আমেরিকান শিক্ষিতা মহিলার সহিত ভারতের জাতি-বিরোধের আলোচনা-কালে আমি Newport সমাজের রীতির উল্লেখ করিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে আমেরিকায় যে "জাতিভেদ" আছে তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়েন নাই, কিন্তু Newport-এর দৃষ্টান্ত দেখা-ইলে অগত্যা স্বীকার করিলেন, "হ্যাঁ, আমেরিকার সমাজে কতিপয় ব্যক্তিরা ভূস্বামী হইয়া নিজেদের মধ্যে একটি Caste সৃষ্টি করিতেছে।" অবশ্য সকলেই বলেন

যে ইহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, এবং বিশাল আমেরিকান সমাজ সাম্যবাদী। আর আমেরিকান সাম্যবাদ বুঝিতে হইলে পশ্চিমে যাইতে হইবে যেখানকার লোকেরা ঘোর সাম্যবাদী। পশ্চিম অপেক্ষাকৃত সাম্যবাদী, কারণ উপনিবেশ তথায় নূতন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। তাহারা pioneer-দের বংশধর। সকলেই কুলীমজুরের সন্তান সন্ততি, কৃষিজীবিকা সম্বল, কাযেই তাহারা সাম্যবাদী। তথাকার সমাজ প্রাচীন হইলে কি আকারে পরিণত হয় তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

(আমেরিকান সমাজ সাম্যবাদী বলিলে কেহ না যেন বুঝেন যে সকলেই সমাজের এক মঞ্চে অধিষ্ঠিত আছেন। কোনও মানব সমাজ homogeneous নহে; তাহা নানা শ্রেণী, নানা স্তরে ও গণ্ডীতে বিভক্ত। আমেরিকা সাম্যবাদী অর্থে তথায় সকলকার সমান রাজনীতিক অধিকার আছে, 'one man one vote" প্রথা তথায় প্রচলিত। ইহার জোরে একজন কুলীর-সন্তান নিজের অধ্যবসায়গুণে দেশের প্রেসিডেণ্ট পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাহার হীনবংশে জন্ম, তাহার রাজনীতিক ও আর্থনীতিক জীবনের উন্নতির অন্তরায় হয় না—দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রেসিডেণ্ট Andrew Iackson নিরক্ষর ও Garfield গরীবের পুত্র ছিলেন। কিন্তু সমাজে যথার্থ সাম্যতা থাকিলে পরস্পরের মধ্যে যে প্রকার সমবেদনা, সহানুভূতি, সমবায় ও আর্থিক সামঞ্জস্য থাকে যাহার দ্বারা

সকলেই স্বীয় গুণানুসারে যথাসম্ভব উচ্চে উঠিতে পারে, আর কেহ কাহাকেও ধ্বংশ করিবার চেষ্টা করে না, আমেরিকান সমাজে তাহার অত্যন্ত অভাব! এই সমাজে ধনীরা কোটিপতি হইয়া বিলাসে গড়াগড়ি দিতেছেন আর অন্যদিকে নির্ধনেরা দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইতেছেন। আর্থিক অবস্থা ভেদে সমাজে উভয় প্রকার লোকের স্থানেরও তারতম্য হইতেছে। অতএব কি প্রকারে বলিতে পারা যায় যে সমাজে যথার্থ সাম্য আছে? আমেরিকান সমাজে আজকাল ধনীর জয়-জয়কার, তাহার ক্ষমতা অসীম, সে গভর্ণমেণ্টকে গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, যুদ্ধ বিগ্রহাদি তাহার স্বার্থানুমোদিত হইয়া ঘটিতেছে। সে বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়া নিজের স্বার্থানুযায়ী দর্শনের প্রচার করিতেছে, তাহার ভয়ে কেহ মুখ খুলিয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে পারে না। তাই বলি, এ হেন capitalist-প্রধান সমাজে সাম্য কোথায়?)

(আমেরিকান জাতীয় শরীর উপরোক্ত প্রকারে ধনী ও নির্ধনে বিভক্ত। তৎপরে গণ্ডীর ভিতর আবার নানাপ্রকারের গণ্ডী আছে যথা :—অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের এক সমাজ, অবস্থাহীন অথবা কারীকর (mechanics) প্রভৃতি—যাহাদের গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বলা যায় তাহাদের এক সমাজ; তৎপরে গরীব ও মজুরদের পৃথক সমাজ। এই সমাজের অর্থ এই যে, লোকেরা নিজেদের সমযোগ্য ব্যক্তিদের সহিত সামাজিকভাবে মেশামেশি করে। ধনীর গণ্ডীর ভিতর কুলীর

বাড়ীর লোক আসিয়া সামাজিকতা ও আহারবিহারাদি করিতে পায় না; আবার প্রথমোক্ত সমাজে গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সহবাস পোষায় না। সে সেস্থলে fish out of water (খাপছাড়া) রূপে প্রতীত হয়। আবার অন্য-দিকে বুরজোয়ার সমাজে কুলীর বাড়ীর লোকের স্থান নেই। কিন্তু আমেরিকান সমাজে ইউরোপীয় "Feudalism" বা হিন্দুর "Caste"এর গন্ধ নাই বলিয়া গরীবের ছেলে যখন ক্রোড়পতি হয় তখন সে তাহার পূর্ব্বশ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া ধনকুবেরের শ্রেণীভুক্ত হয় ও ধনীদের সহিতই তাহার দহরম্ মহরম্ চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধনকুবের হ্যারিম্যান ও এনড্রু কারনেগী প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যায়। অর্থের মাহাত্ম্যে ইহাদের পূর্ব্বস্মৃতি, বংশগৌরবের অভাব ও দারিদ্রের "কালীমা" সবই চাপা পড়িয়া যায়।)অবশ্য ইহারা বহু ক্রোড়পতি বলিয়া জগতের সর্ব্বত্রই সম্মানিত হইয়াছেন। কিন্তু আর যে সব nouveau riche ২।৪ মিলিয়নপতি তাহাদের অবস্থা কিরূপ? এই বিষয়েই একবার আমি কোন আমেরিকান বন্ধুর বাড়ীতে আলোচনা করিতেছিলাম; ইহারা অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী-ভুক্ত, পেশায় উকিল ও সামাজিক ব্যক্তি। আলোচনা কালে আমি বলিয়াছিলাম যে nouveau richeএরা (স্বকীয় উপা-র্জ্জনে একপুরুষে ধনী) কি সমাজ পায় না? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছিলাম যে অমুকের wholesale grocery store আছে, সে দুই মিলিয়নপতি, তাহার স্ত্রী ইংলণ্ডের উচ্চ সমাজে প্রবেশ

লাভ করিয়াছে এবং রাজদরবারেও গমন করে ; আর অমুকের Beer factory আছে, সে জার্ম্মাণী হইতে কপর্দ্দকশূন্য ঔপ-নিবেশিকভাবে আমেরিকায় আসিয়াছিল। এক্ষণে সে চারি মিলিয়নপতি ; ইহাদের কি সমাজের উচ্চস্তরে গ্রহণ করা হয় নাই? ইহার উত্তরে গৃহস্বামী আমায় বলিয়াছিলেন, "হাঁ, ইহাদের সমাজ আছে ; কিন্তু কি প্রকারের সমাজের সহিত ইহারা আদান প্রদান করে?" আমার বন্ধু-বংশ নব-ইংলণ্ডের একটী প্রাচীন ঔপনিবেশিক বংশ এবং ইংলণ্ডবিজেতা নর্ম্মান William the conqueror-এর ধ্বজবাহকের বংশধর বলিয়া গরিমা করে। অর্থ হিসাবে এই বংশের কর্ত্তা উপরোক্ত দুই-জন ধনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট কিন্তু বংশ গরিমার মাহাত্ম্যে নিজেকে সমাজের কুলীন বলিয়া গণ্য করেন ; কারণ নব-ইংলণ্ডে (বষ্টন প্রভৃতি স্থানে) আভিজাত্য গৌরব বংশতালিকা ও বিদ্যাগর্ব্বের উপর নির্ভর করে।

ইহাতে প্রতীত হয় যে পূর্ব্বাঞ্চলে বংশগৌরব কেবল ধনের উপর নির্ভর করে না, যে সব প্রাচীনবংশসমূহ আর্থনীতিক অথবা অন্যান্য কারণ বশতঃ বহুকাল হইতে সম্মানিত হইয়াছে, তাহারা সমাজে "কুলীনত্ব" প্রাপ্ত হইয়া তজ্জনিত বিশেষত্বের দ্বারা লোকমধ্যে নিজেদের গৌরবান্বিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। এখানে এক গণ্ডীর মধ্যে আর এক গণ্ডী অঙ্কিত হইয়াছে, এক সমাজ চক্রের ভিতর আবার বিভিন্ন ক্ষুদ্র চক্র গঠিত হইয়াছে।

এইরূপে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ সমাজে প্রথমে অর্থনীতিক তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর (Class) উদয় হইয়াছে। আবার এই বৃহত্তর শ্রেণীর মধ্যে বংশমর্য্যাদা, বিদ্যাগরিমা, পেশা ইত্যাদি লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজচক্রের উদ্ভব হইয়াছে। বাহির হইতে লোকে বলিবে আমেরিকায় জঘন্য পদমর্য্যাদা-সূচক খেতাব সমূহ (Titles) নাই ; সকলেই "মিষ্টার" ; সকলেরই সমপ্রকারের অধিকার ও দাবী ; স্বীয় ক্ষমতা ও বুদ্ধি অনুসারে স্বীয় জীবনকে সফল করিতে পারে, এবং জাতীয় জীবনের উচ্চ শিখরে আরোহন করিতে পারে। তৎপরে শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে অবাধে পরস্পরের সহিত বিবাহের আদান প্রদান ও একত্র ভোজন (Connubium and Commensality) প্রচলন আছে। অতএব "সাম্যবাদ" তথায় বর্ত্তমান ! একজন ইউরোপীয় বা এসিয়াবাসীর নিকট এই সব অনুষ্ঠানগুলি সাম্যবাদের পরিচায়ক হইতে পারে, কারণ তাহার দেশে ইহার অত্যন্ত অভাব ; কিন্তু আমেরিকার সমাজ শরীরে প্রবেশলাভ করিয়া তাহার প্রত্যেক অঙ্গকে তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিলে পর্য্যবেক্ষণকারীর অন্য ধারণা হইবে।

আমেরিকার তথাকথিত সাম্যবাদ অষ্টবিংশ শতাব্দীর চিন্তাপ্রসূত। "ফরাশী বিপ্লবে" তাহার উৎকর্ষতা লাভ করে। এ যুগের সাম্যবাদের মূলমন্ত্র ছিল যে, প্রাচীন বংশানুক্রমিক আভিজাত্যবর্গকে (Feudal Aristocracy) বিনষ্ট করিয়া

মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তারূপে উত্থান করান। উপরেরস্তরের ব্যক্তিদের সহিত সাম্য করিতে হইবে অর্থাৎ রাজা, খেতাবওয়ালা আভিজাত্যের দল স্বীয় উচ্চাসন হইতে অবতরণ করিয়া উকিল, ডাক্তার ও ব্যবসায়ীদলের সহিত একমঞ্চে বিরাজ করিবে। তৎকালীন সাম্যবাদ অর্থে ইহাই ছিল; কিন্তু এ সাম্যবাদ নিম্নস্তন কৃষিজীবি ও শ্রমজীবিদের উপর ব্যবহৃত হইবে না। তাহাদের সহিত সাম্যতা সম্ভব নহে, কারণ তাহারা, "ছোটলোক"! ফরাশী বিপ্লবের প্রাগ্‌কালে Abbe Sieyes "What is Third Estate" (তৃতীয় শ্রেণী কি?) নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহাতে ফরাশী বিপ্লবের দর্শনশাস্ত্র ও উদ্দেশ্য এক কথায় বিবৃত করা হইয়াছে। তিনি ইহাতে বলিয়াছিলেন যে, যদি ফ্রান্সের আভিজাত্যবর্গ (Feudal Aristocracy) পঞ্চাশ হাজার পালক বিলম্বিত শিরস্ত্রাণ পরিহিত, অশ্বারোহি ফ্রাঙ্ক (Frank) বিজেতৃবর্গের বংশধর বলিয়া জগতের সমস্ত সুখ সম্ভোগের অধিকারী বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে তাহারা জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া যাউক (বিজেতৃ ফ্রাঙ্কেরা জার্ম্মাণজাতীয় ছিল), আমরা তাহাদের চাহি না; তৃতীয় শ্রেণীই (মধ্যবিত্তশ্রেণী যাহা তৎকালে ফ্রান্সে উদ্ভব হইয়াছিল) সব (Third Estate is everything), অথাৎ "দেশ" অর্থে ইহাদেরই জ্ঞাপন করে, ইহারাই ফ্রান্সের সমাজ ও সমস্ত সম্পদের অধিকারী। আর পদদলিত চতুর্থশ্রেণী (Proletariat) যাহার দ্বারা মধ্য-

বিত্তশ্রেণী স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইল তাহাদের দাবী দাওয়া Directory গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়ন দ্বারা grape-shot গুলি দাগিয়া ভাসাইয়া দিল! যাহাই হউক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাম্যবাদ (bourgeois-democracy) উনবিংশ-শতাব্দীর অর্দ্ধ সময় পর্য্যন্ত ইউরোপের এবং সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আদর্শ ছিল। ইহারই ফলে ইউরোপে Feudalism ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যায় ও প্রত্যেকেরই সমান অধিকার, প্রত্যেকেই স্বীয় শক্তি অনুসারে জীবনকে উন্নীত করিতে পারে, পরস্পরের সহিত অবাধে বিবাহ চালিতে পারে ইত্যাদি (One man one vote. career is open to all) নবভাব আনয়ন করে। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাম্যবাদ ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেও ধনের আধিপত্য সমাজ হইতে নিরাকরণ করিতে পারে নাই, বরং প্রাচীন বংশগত আভিজাত্যশ্রেণীর প্রাধান্য নষ্ট করিয়া ধনী শ্রেণীর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। এই জন্যই জনতন্ত্রের নামে আমেরিকায় ধনতন্ত্র (Pluto-cracy) বিরাজ করিতেছে! এই মধ্যবিৎশ্রেণীতন্ত্র বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতে Capitalism আনয়ন করিয়াছে, সাম্যের নামে নির্ধনদের নিষ্পীড়ন ও লুণ্ঠন করিতেছে; সাধারণের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিবার জন্য one man, one vote নামক সম্মোহনের সৃজন করা হইয়াছে। জনসংঘকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও "আমার দেশ" (My country right or

wrong) প্রভৃতি জাতীয়তার বাঁধা বুলি, ধাঁ ধাঁ জন্মাইবার জন্য শেখান হইতেছে—আর যাহারা কায়িক শ্রমদ্বারা ধন উৎপাদন করিতেছে তাহারা পরিশ্রমানুযায়ী পারিশ্রমিক চাহিলে তাহাদের ভাগ্যে lock-out, আর প্রয়োজন হইলে পুলিশ ও সিপাহি ডাকিয়া গোলাবর্ষণ করিয়া আর্থনীতিক ন্যায় বিচারের (economic justice) প্রার্থনার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইতেছে। ইহারই ফলে, আমেরিকায় একদিকে ধনীরা ভোগবিলাসে নিমজ্জিত আছে, আর অন্যদিকে গরীব ধনবিহীনেরা কষ্টে দিনযাপন করিতেছে। ইহারই ফলে—অনেক অর্থনীতিবিদের মতে আমেরিকার জাতীয়-ধন (National wealth) যাহা একশত বিলিয়ন বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় তাহা দুইশত বংশেতে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে। ইহারই ফলে আমেরিকান সমাজ-তত্ত্ববিৎদের মতে সমাজে একদিকে upper four hundreds (উপরের স্তরের কেবলমাত্র চারিশত লোক ভোগবিলাস করিতেছে) আর সর্ব্বনিম্নে submerged tenth (দশমাংশ একেবারে নিমজ্জিত অর্থাৎ জগতের দুঃখ হইতে তাহাদের উদ্ধারের কোন উপায় নাই) বিরাজ করিতেছে। আর এই ঘোর বৈষম্যের ফলে সমাজে সোসালিষ্ট, কমুনিষ্ট, আনার্কিষ্ট, Industrial workers of the world, শ্রমজীবিসংঘ প্রভৃতি গরীব পতিতদের উদ্ধার ও আর্থনীতিক ন্যায্যতার ও বিচারের জন্য নানাপ্রকারের আন্দোলন হইতেছে ; এই সঙ্গে সমাজশরীরে শ্রেণী-সংগ্রাম (Class struggle) ঘোরতর বেগে চলিতেছে।

গরীবের সাম্যবাদকে যথার্থরূপে মূর্ত্তিমান করিবার জন্য সামাজিক সাম্যবাদের (Social democracy) আদর্শ গণ-সংঘের সম্মুখে ধরিতেছে আর বলিতেছে—আমরা সাম্যবাদ এ জগতে আনয়ন করিতে চাই, সমাজে তাহার প্রয়োজন। তাই বলি, আমেরিকায় সাম্যবাদ কোথায় ? লোকে যেস্থানে সাম্যবাদের অনুসন্ধান করে, তথায় ধনের থলিয়ার প্রাধান্য দেখিয়া পর্য্যবেক্ষণকরী বলে সাম্যবাদ কোথায় ?)

(আমেরিকা অষ্টবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সাম্যবাদ মূর্ত্তিমান করিয়াছে, কিন্তু সেই সাম্যবাদ রাজনীতিক সাম্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তথাকার নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের ক্রম-বিকাশের ফলে ও ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সমাজশরীরে বৈষম্যের উদয় হইয়াছে। আজ ধনতন্ত্র সে দেশ শাসন করিতেছে। ধনীরই জয় ও প্রাধান্য ; সমাজ ও শাসনযন্ত্র তাহাদ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারই বনিয়াদি শ্রেণীস্বার্থ (Vested class interest) সাধিত করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। এক্ষণে যে কোন ব্যক্তির ক্রোড়পতি হইবার সুবিধা আর নাই ; ধনের উৎপত্তিস্থল সমূহ ধনী লোকের কর-কবলিত হইয়াছে তাহার ফলে ধনীই ধনশালী হইতেছে, গরীব জীবন-ধারণের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ব্যয়ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে, আর মধ্যবিত্তশ্রেণী চাকরী বা পেশাগতপ্রাণা হইয়া ত্রিশঙ্কু রাজার ন্যায় মধ্যভাগে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাই সাধারণ অবস্থা।)

সমাজ-শরীরে-চক্রের মধ্যে আবার চক্র আছে অর্থাৎ একটি সাধারণ আর্থনীতিক শ্রেণীর মধ্যে আবার বিভিন্ন ক্ষুদ্র সমাজ আছে। তাহার মানে, যে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমাজ যাহা উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী ও বড় চাকুরিজীবির দ্বারা সংগঠিত তাহার ভিতর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের যথা শিল্পী (mechanic), কারখানার foreman, technical man, সামান্য দোকানদার ও ক্ষুদ্র চাকুরিজীবির স্থান নাই! তবে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন লোক যদি ধনাঢ্য হয় তাহা হইলে তাহার সামাজিক পদোন্নতি হয়। তৎপরে থিয়েটারের লোকসমূহের ভদ্রসমাজে স্থান নাই। এ দলের লোক বেশীর ভাগ বোধ হয় গরীব ও ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভূত হয়, আর থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেতৃদের ভদ্রসমাজে সাধারণতঃ সম্মান নাই; কিন্তু কেহ যদি আন্তর্জাতিক বা স্বদেশের লোকমধ্যে যশোপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা হইলে তাহার প্রতি সমাজ সম্মান দেখায় কিন্তু এ প্রকার সৌভাগ্য থিয়েটারের কম লোকেরই কপালে ঘটে! আবার সঙ্গীতবিদ-মহিলা বা পুরুষ গুণানুসারে সমাজে আদৃত হন; কারণ এ শ্রেণীর লোকেরা বেশীর ভাগ ভদ্রবংশ-সম্ভূত ও ভদ্র আচার সম্বলিত। তাহারা থিয়েটারে কাজ করে না, Concert Hall বা Opera houseএ সঙ্গীত করে এবং ইহাদের মধ্যে বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আন্তর্জাতিক যশঃলাভ করিলে সমাজের দ্বার সম্মানের সহিত

তাহার জন্য উন্মুক্ত হয়। এইসব থিয়েটারের লোকেরা, নাটক লেখকেরা নিজেদের এক সমাজ সৃষ্টি করে। তাহারা নিজেদের এক Bohemian দল গঠন করিয়া চলাফেরা করে। এইরূপ পেশা, গুণ ও বৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন সামাজিক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। তৎপর আমেরিকা জাতি (race) হিসাবে এখনও একত্ব (homogeneity) প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বকালে যে সব ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের বংশধরেরা নিজেদের পিতৃপুরুষের মাতৃভাষা ও আচার ব্যবহারাদি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে ও ইংরেজী আচরণ (tradition) গ্রহণ করিয়াছে তাহারা নিজেদের "anglo-saxon" বলিয়া পরিচয় দেয় এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বংশধরদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু মধ্যপশ্চিমে যথায় বেশীরভাগ ঔপনিবেশিকেরা ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে আসিয়াছে তাহাদের বংশধরেরা অনেক স্থলে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে এবং নিজেদের জাতীয় আচার ও ভাষা যথাসম্ভব বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে; যথা মধ্য-পশ্চিমের জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের জার্ম্মাণ-আমেরিকান (German-American) ও সুইডরা নিজেদের (Swedish-American) ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করে। ইহারা ইংরেজী ও পৈতৃক ভাষা উভয়ই শিক্ষা করে এবং বিবাহাদি অনেক স্থলে নিজেদের মধ্যে করে।

এই বিশেষত্ব ধর্ম্মসম্বন্ধেও লক্ষিত হয়। ঔপনিবেশিকেরা

পুরাতন দেশের প্রথানুযায়ী ধর্ম্মমণ্ডলী (church) নূতন দেশে স্থাপন করে; এইপ্রকারে সুইডরা, জার্ম্মাণেরা বা অন্যান্য জাতীয়েরা নিজেদের গির্জ্জার সভ্য হইয়া তথায় মাতৃভাষায় উপাসনা করে। অবশ্য যাহারা ইংরেজী জানে না তাহাদের জন্য ইহা প্রয়োজনীয়। কিন্তু যাহারা নিজেদের "এ্যঙ্গলো সাক্সন" রূপে রূপান্তরিত করিয়াছে তাহারা "আমেরিকান গির্জ্জায়" উপাসনা করে। এই বিষয় উপলক্ষ করিয়া নিউ-ইয়র্ক ষ্টেটের একজন জার্ম্মাণ ধর্ম্মযাজক আমার সম্মুখে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের জার্ম্মাণ ধর্ম্মমণ্ডলীসমূহ প্রধানতঃ গরীব, তারপর নবাগত জার্ম্মাণেরা ইংরেজী শিক্ষা করিয়া আমেরিকান সাজেন, তাঁহারা পূর্ব্বের ধর্ম্মমণ্ডলীর সভ্য থাকিতে লজ্জা বোধ করেন, বলেন, 'আমি এখন আমেরিকান গির্জ্জার সভ্য' কাজেই গরীব "জার্ম্মাণ গির্জ্জার" কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইবে?"

এতক্ষণ যাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি তাহারা সাধারণতঃ ইউরোপের টিউটনভাষী। কিন্তু যাহারা ইউ-রোপের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে আসিয়াছে তাহারা হঠাৎ আমেরিকান একজাতীয়ত্বের ভিতর মিশ্রিত (american melting pot) হইতে পারে না। তাহাদের বংশধরেরা "আমেরিকান" বটে এবং রাজনীতিক সমস্ত অধিকারের অধিকারী। কিন্তু আমেরিকান সমাজে তাহারা এখনও মিশ্রিত হয় নাই। আমেরিকানেরা ইহাদের স্বভাবতঃ ঘৃণা

করে, বলে ইহারা তেমন প্রকারে সভ্য নয় এবং ইহাদের আচারাদি বিশ্রী! ইহারাও নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তবে যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত হইয়া 'আমেরিকান' হইয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে ধনাঢ্য লোকেরা আমেরিকান সমাজে আদরে গৃহীত হয়। এই সব জাতির বিপক্ষে বর্ণবিদ্বেষ নাই, ইহাদের সহিত বিবাহ ও আহারাদি প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কোন বাধা নাই কিন্তু একটা সামাজিক ঘৃণা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এবং ইহার পশ্চাতে একটা অতি প্রাচীন জাতিবিদ্বেষ (racial dislike) লুক্কাইত আছে। ইউরোপে প্রাচীনকাল হইতে টিউটন ও ল্যাটিন, টিউটন ও শ্লাভ জাতিদের মধ্যে রেষারেষি চলিতেছে। ইহাদের প্রত্যেক জাতিই নিজেকে উচ্চজাতি ও অপরকে হীন জাতি বলিয়া ধারণা করে। তাহার পর আমেরিকানদের বিশ্বাস তাহাদের "এ্যাঙ্গলো-সাক্সন"-সভ্যতা বর্ত্তমানে জগতের শ্রেষ্ঠ, তজ্জন্য তাহারা অন্যদের নীচ চক্ষে নিরীক্ষণ করে। ইহার পর টিউটন বংশীয় আমেরিকানদের চালচলনের সহিত শ্লাভ ও ল্যাটিনদের মিল নাই এবং দক্ষিণ ইউরোপীয়েরা মলিন বর্ণের লোক। আর দক্ষিণ ইতালীয়দের (সিসিলি ও কালাব্রিয়ার লোকদের) বদনাম আছে যে তাহারা বড় ঠগ, গাঁটকাটা ও খুনে। আমেরিকার বেশীর ভাগ খুন ডাকাতি ইহাদের Mafia, Camoerra, Blackhands প্রভৃতি গুপ্ত বদমাইসের দলের দ্বারা সংঘটিত হয়। ইহাদের "Dago ও Guinea"

বলিয়া অভিহিত করা হয়। লোকে বলে যে একজন ডেগো দশ সেন্টের (প্রায় ১৯ পয়সা) জন্য একজন লোকের গলায় অবাধে ছুরিকা প্রদান করিতে পারে। এই গিনির দল সাধারণতঃ মাটি-কাটার কর্ম্ম করে এবং কেহ কেহ দোকানপাটি ও দরজির কার্য্য করে। আর গ্রীকেরা জুতাবুরুশের কর্ম্ম করে ও যাহারা অবস্থাপন্ন তাহারা ফল বিক্রয় করে; এবং শ্লাভেরা (পোল, বুলগার, সার্ভিয়ান প্রভৃতি) কুলির কর্ম্ম ও অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেরা কৃষিকর্ম্ম করে। এই সব জাতি আমেরিকায় এখনও নিজেদের প্রতিপত্তিশালী ও সর্ব্ব-জনসম্মানিত করিতে পারে নাই। এই সব কারণে তাহাদের প্রতি একটা পার্থক্যের উদ্ভব হইয়াছে। তবে এই সব জাতির উচ্চবংশের একজন ইউরোপ হইতে আমেরিকায় আসিলে তদ্দেশের সমাজে সাদরে গৃহীত হইবে! একজন "গিনি" কুলী বা দোকানদারের তৎসমাজে স্থান নাই, কিন্তু সেই জাতির একজন কাউন্ট বা ডিউক আসিলে তাহার প্রতি অন্য ব্যবস্থা হইবে। তাহার মলিনবর্ণ (Brunette) সমাজে গ্রহণের অন্তরায় হয় না বরং এই জাতীয় একজন দেউলিয়া খেতাবওয়ালা ব্যক্তি অক্লেশে এক ধনাঢ্য আমেরিকান মেয়ে বিবাহ করিতে পারে! আমেরিকান সমাজ প্রথমে ইহাদের গ্রহণ করে নাই, তবে আজকাল ধনাঢ্য দক্ষিণ ইউরোপীয়ানের আমেরিকান "কুলীন" ঘরে বিবাহ সম্ভব হয় যদি সেপ্রকারের যোগাযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা পাত্রীর স্বাধীনতা ও

স্বেচ্ছায় পছন্দের (Free choice) মাহাত্ম্যের উপর নির্ভর করে। একবার আমার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাজ-তত্ত্বীক ক্লাশে এই বিষয়ের আলোচনাকালে প্রশ্ন উঠে যে ইতালীয়দের সমাজে গ্রহণ করা হয় কিনা? তাহার প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, "হালে আমরা ইতালীয়দের সহিত বিবাহ করিতেছি।" কিন্তু আমি আমেরিকায় তাহা দেখি নাই বা শ্রবণ করি নাই, যদিও অনেক ইতালীয় bankrupt Baronদের আমেরিকান ধনীদের কন্যা বিবাহ করিতে শুনিয়াছি। নিউইয়র্কে আমি এবম্প্রকারের এক দেউলিয়া ব্যারণকে জানিতাম, যাঁহার স্ত্রী আমেরিকান মহিলা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু এ বিবাহ ইউরোপেই সংঘটিত হয় এবং তাহাও স্বাধীন ইচ্ছার মাহাত্ম্য! কিন্তু এই ভদ্রলোক নিজেকে রোমান বলিয়া পরিচয় দিতেন অথচ তিনি বংশে দক্ষিণ ইতালীয় বলিয়া প্রতীত হইতেন, যদিচ গাত্রের বর্ণে তিনি মধ্য ইউরোপের লোকের ন্যায়। আমি যাঁহার গৃহে ইঁহার সহিত পরিচিত হই তাঁহার সঙ্গে এই কুহেলিকাপূর্ণ ভদ্রলোকের জাতির বিষয় আলোচনা কালে বলিয়াছিলাম যে, কথাবার্ত্তায় আমি ধরিয়াছি ইনি দক্ষিণ ইতালীয় বংশীয়। ইহা শ্রবণ করিয়া গৃহস্বামিনী আমায় বলেন, "তবে তুমি কি মনে কর যে ক্যাউণ্ট একখানা ছুরি টেঁকে গুঁজে' বেড়ায়? আমি ঐ জাতিকে বড়ই ভয় করি।"

ইহার নাম হইতেছে "জাতিবিদ্বেষ," একজনের দোষে সমস্ত জাতিকে অভিশপ্ত করা হয়। আর একটি গ্রীক কারবারী যুবককে চিকাগোতে আমেরিকান কন্যা বিবাহ করিতে শুনিয়াছি কিন্তু এবম্প্রকারের বিবাহ সমাজের আশে পাশে হয় তাহাতে সমাজে কোন ফল ফলে না বা কোন প্রকারের প্রতিক্রিয়ার উদয় হয় না। এবম্প্রকারের বিবাহ এসিয়াবাসীও তথায় করিতেছে এবং কেহ কেহ উত্তম ঘরেই বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু এই সব বিবাহের দ্বারা আমেরিকান সমাজের সংকীর্ণতাও ভগ্ন হয় না এবং উদারতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অন্যদিকে আমেরিকায় বিবাহ সম্বন্ধে একটা অনুষ্ঠান ঘটিতেছে যাহা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এবম্প্রকার বিশদভাবে ঘটিতেছে না—তাহা sexual selection; জীবতত্ত্বীয় মতানুসারে নৃতত্ত্ব হিসাবে তাহা অতি সুফলপ্রদ। আমেরিকায় বিবাহের বেলায় পাত্র ও পাত্রীর পছন্দ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং তথায় নানা-জাতীর সম্মিলন হয় বলিয়া বিবাহ অনুষ্ঠানটি sexual selection (উপযুক্ত পাত্রের নিজের উপযুক্ত পছন্দমত পাত্রীর অনুসন্ধান) দ্বারা সংঘটিত হয়। তথায় যুবক ও যুবতীদের পছন্দ করিয়া জীবনের সহযাত্রী অন্বেষণ করার সুযোগ অতি প্রশস্ত। সেইজন্য পরস্পরকে মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার ফলে একটি সুন্দরাকৃতি শ্বেতাঙ্গ জাতির উদ্ভব তথায় হইতেছে। এবম্প্রকারে নানাজাতির সুন্দরাকৃতি নরনারীর

সম্মিলনের ফলে ইউরোপীয় হইতে আমেরিকান শ্বেতাঙ্গজাতি সুন্দরতর ও স্বাস্থ্যবান হইতেছে। কিন্তু এই sexual selectionটার সঙ্গে বোধ হয় অজ্ঞাতসারে colour selectionও (রং পছন্দ) চলিতেছে। একজন উত্তর-ইউরোপীয় জাতি-প্রসূত (blond) নর বা নারী সচরাচর মলিন বর্ণের (brunette বা brown) দক্ষিণ ইউরোপীয় নর বা নারীর সহিত বিবাহ করে না। যদি এবম্প্রকার হয় তাহা হইলে তাহার অজ্ঞাতসারে রং পছন্দ করিয়া তাহা করা হয় অর্থাৎ সেই দক্ষিণ ইউরোপীয় উত্তর-ইউরোপীয়ের সহিত মিলিতে পারে এবম্প্রকারের অপেক্ষাকৃত ফরসা রং হওয়া চাই। তবে মলিন বর্ণের এসিয়াবাসীর সহিত দুই একটি যে বিবাহ হয় তাহা অসাধারণ ও অস্বাভাবিক। সমাজের বাহিরে তাহা হয়। সেজন্য তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

ইহাই হইল আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ সমাজ অঙ্গের বিশ্লেষণ। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, তথাকার আচার ব্যবহার কি প্রকার? পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমেরিকায় ইংরেজী চর্চ্চা ও সভ্যতার প্রাধান্য বিরাজমান। আমেরিকান সভ্যতা ইংরেজী সভ্যতার ছাপে অঙ্কিত। ইংরেজী প্রথা ও tradition আমেরিকান রীতি ও স্মৃতি। আমেরিকায় সর্ব্বপ্রকারের ঔপনিবেশিকেরা গিয়া ইংরেজী পড়িয়া "এ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন" হয়, কাজেই তাহারা নিজেদের নিজস্ব হারাইয়া ফেলে এবং গভর্ণমেণ্ট সকলকে খাঁটি আমেরিকানে পরিণত

করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ইহাকে বলে "একশত-ভাগ আমেরিকানত্ব (100 p. c. Americanism)। ইহার কম যিনি তিনি বিগত যুদ্ধের সময় হইতে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া গণ্য হন! এই আমেরিকানত্ব যতই নিজের বিশেষত্বে বিমণ্ডিত বলিয়া গর্ব্ব করুক, চর্চ্চা ও রীতি-নীতিতে সম্পূর্ণ ইংরেজীভাবের ছায়ায় দণ্ডায়মান আছে। পুরাতন ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বংশধরগণ এই "এ্যাঙ্গলো-সাক্সনত্ব" সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছে। তৎপরে আমেরিকান ধনকুবেরদের ইংলণ্ডের সমাজে দহরম্ মহরম্ হওয়ায় ইংলণ্ডের চাল ও ফ্যাসান আমেরিকার উচ্চশ্রেণী তাহা অনুকরণ করে। আহার বিহারাদিতে, চালচলনে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে খাঁটি ইংরেজী চাল বর্ত্তমান; কিন্তু সাধারণের মধ্যে উভয়ের কিছু পার্থক্য আছে তত্রাচ ইহাই আদর্শ বলিয়া সর্ব্বত্র লোকে অনুকরণ করে। (পুরাতন আমেরিকানেরা বড় রূঢ় ও অচর্চ্চিত (rude and rough) ছিল এবং এখনও গ্রাম্য লোকেরাও তদ্রূপ। তাহারা প্রাচীন সাদা-সিধা ধরণের লোক, etiquetteএর ধার ধারে না, মোলায়েম কথা বলিতে জানে না, তাহারা "hallo friend well met" ধরণের লোক অর্থাৎ উচ্চচর্চ্চাজনিত polite manner-রূপ ভণ্ডামী (hypocrisy) জানে না। এইজন্য ইউরোপে বলে আমেরিকানেরা বড় rude প্রকৃতির লোক। অর্থাৎ সাধারণতঃ আমেরিকানেরা স্বাধীন প্রকৃতির লোক বলিয়া "মুখে মিঠে কথার বুলি আর অন্তরে ছুরি" এ প্রকৃতির

লোক নয় অর্থাৎ slave mentality, (দাস বুদ্ধি) হইলে যে প্রকারের চরিত্রের অবনতি হয় তাহা তাহাদের মধ্যে অভাব। চাটুকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাকথা ইত্যাদির দ্বারা স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করা, "মুখে এক পেট আর", ক্ষমতাশালী লোকের খোসামোদ করা, ক্ষমতাহীন লোকের প্রতি অত্যাচার করা প্রভৃতি দোষ প্রাচীন আমেরিকান বংশীয়দের মধ্যে সাধারণতঃ লক্ষিত হয় না। তবে বিদেশীয়েরা বলে যে আমেরিকানেরা স্বভাবতঃ bluffer অর্থাৎ বড় লম্বা চওড়া কথা কহে! ধাপ্পা দিয়া ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া আসল বস্তুকে অতি বৃহদাকারে লোকের সম্মুখে উপস্থিত করা কোন কোন ব্যবসায়ীর প্রকৃতি হইতে পারে বটে, কিন্তু শিক্ষিত সমাজে তাহা আমার নিকট লক্ষিত হয় নাই। আর রূঢ়তা দোষ চর্চ্চিত-ভদ্রবংশে লক্ষিত হয় না।)

আসল কথা এই যে "আমেরিকান" ও "আমেরিকান জাতি" বলিলে সমাজ-তত্বীক কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। একদল আমেরিকান আছে যাহারা পুরাতন বনিয়াদী বংশীয় লোক, ইহাদের চালচলন অতি দোরস্ত, আর একদল আছে যাহারা ইউরোপের সম্মার্জ্জনী ঝাড়া (riffraffs) ঔপনিবেশিকের দল ও তাহাদের তদনুরূপ সন্ততিগণ। এই দ্বিতীয় দলের লোকেদের স্বদেশে কোন চর্চ্চা ও সভ্যতা ছিল না, সমাজে স্থান ছিল না; তাহারা আমেরিকায় আসিয়া

মুক্ত বাতাসে স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচার করে। ইহাদের চালচলন ত্বষ্য; বিদেশী পর্য্যটকেরা ইহাদেরই রাস্তাঘাটে, ট্রামে, রাস্তায়, আমোদস্থলে যথেচ্ছাচার করিতে দেখিয়া তাহা আমেরিকানদের জাতীয় প্রকৃতি বলিয়া অনুযোগ করে! আর ইহারাই ইউরোপে আসিয়া নিজেদের "আমেরিকান" বলিয়া পরিচয় প্রদান করে ও নিজেদের দুর্নীতিকে "আমেরিকার লোকে এই প্রকার করে" বলিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা করে। আমেরিকার বদনাম বেশীর ভাগ ইহাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়।

কোন নূতন দেশে আসিলে বিদেশী তথাকার ভালটি সহজে দেখিতে পায় না, সেদেশে কিছুদিন বসবাস করিয়া যদি তাঁহার ঐ ভাল চক্রের ভিতর প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য না হয় তাহা হইলে স্বভাবতঃই গণ্ডীর বাহিরে থাকিয়া মেকিকে আসল বলিয়া গ্রহণ করেন। তদ্রূপ এই ঔপনিবেশিকের দল বাহিরে থাকিয়া মন্দটাই আসল বলিয়া অনুকরণ করিয়া নিজেদের "আমেরিকান হইয়াছি" বলিয়া বড়াই করে। তবে তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ যদি অবস্থাপন্ন ও উচ্চশিক্ষিত হয় তাহারা নিজেদের প্রকৃতির উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই উন্নতি স্বভাব ও বাহ্যাবস্থার (character and surrounding) উপর নির্ভর করে। কেহ স্বভাব ও সুবিধার গুণে এক পুরুষে ভদ্রলোক হয়, অনেকেই তাহা হইতে না পারিয়া "অভদ্র" ভদ্রলোক সাজিয়া বিভ্রাট আনয়ন করে।

আবার অন্যদিকে একদলের লোক আছে পূর্ব্বাঞ্চলে যাহাদের সমাজে বিশেষ সম্মান, তাহারা অতি বাছাবাছা লোকের সহিত মেশামেশি করে। ইহারা আমেরিকান ধনাঢ্য দল হইতে সংগঠিত। ইহাদের অহংকার যে ইহারা "move in very exclusive circle" (অতিবাছা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে মেশামেশি করেন)! আমাদের দেশে যাহারা নৈষ্ঠিকতার দোহাই দিয়া "ছুঁৎছাতের" নামে "নেতিনেতি" করিয়া সকল হইতে পার্থক্য স্থাপনে প্রয়াসী হন তাহাদেরও যে উদ্দেশ্য (যদিচ ভারতে ইহা ধর্ম্মের নামে করা হয়), আর এই সামাজিক ছুঁৎছাত ভীতিগ্রস্থ "exclusive circle"এ মেশার দলেরও সেই উদ্দেশ্য! উভয়েই নিজেকে বাহ্য হইতে অপসারিত করিয়া নিজের কুলীনত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস করে; উদ্দেশ্য নিজের দর বাড়ান, তাই "নেতিনেতি" করে। তবে ভারতে এই স্বার্থ-সাধনটি ধর্ম্মের ভণ্ডামী করিয়া সমর্থন করা হয়, আর আমেরিকান সমাজে অর্থের গরমে তাহা করা হয়, যদিচ, সাম্যবাদীর দেশে তাহার কোন পরিপোষকতা (justification) নাই। লোকে জানে শ্রেণীস্তরে বিভক্ত বুরজোয়া সমাজের ইহাই রীতি, ইহাই চরমাদর্শ!

আর শেষ কথা এই, শ্বেতাঙ্গ সমাজ যত প্রকার স্তরে ও গণ্ডীতে বিভক্ত হউক না কেন তাহার সহিত অ-শ্বেতাঙ্গ লোকের সংস্পর্শে আসিবার কোন সুবিধা আছে কি না? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমেরিককার শ্বেতাঙ্গ-

সমাজে তথাকথিত রঙীন লোকের স্থান নাই তাহা তিনি এসিয়ান জাতীয় হউন বা আফ্রিকান জাতীয় হউন। তবে অনেক society ladyদের ক্লাব আছে যথায় রঙীন লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া বক্তৃতা করান হয়। কোন কোন নিগ্রো-নেতাকে এবম্প্রকার ক্লাবে আনয়ন করা হয়, শ্বেতাঙ্গ সমাজের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ এই পর্য্যন্ত! সমাজ তাঁহার মুখের সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু তথা-কথিত রঙীন বর্ণের এসিয়াবাসীর সৌভাগ্য আরও বেশী দূর পর্য্যন্ত যায় অর্থাৎ তাঁহার বিশেষ আলাপি পরিচিতের শ্বেতাঙ্গের বাড়ী কালেভদ্রে আহারের নিমন্ত্রণ ঘটে। অবশ্য এ বিষয়ে কোন বাঁধাবাধি আইন নাই, একজন এসিয়াবাসীর ব্যক্তিগত পুরুষকার ও সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করে। একদিকে একজন এসিয়াবাসী যথায় বরাবরই অপমানিত হইয়াছে তৎস্থানে আবার তাহার স্বদেশবাসী অতি সমাদরে গৃহীত হইতেছে! যে আমেরিকায় এসিয়াবাসীর দুর্দ্দশার সীমা নাই তথায় আবার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আমেরিকান সমাজের সম্মানপ্রদর্শনেরও সীমা নাই! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, যখন পূর্ব্বাঞ্চলের সমাজ চীন রাজপ্রতিনীধি Dr Wu. Ting Fangকে সাদর অভ্যর্থনা (lionise) করিতেছিল তখন কালিফোর্ণিয়ারদিকে লোকে তাঁহারই চীনাস্বদেশবাসীদের প্রতি নির্যাতন করিতেছিল এবং তথাকার সমাজ এই বিসদৃশ্য ব্যাপার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলে, "একি,

একটা কুলীর জাতির লোককে লইয়া আবার এত বাড়াবাড়ি কেন ?" সেইপ্রকার যে ভারতবাসী-শিখদের প্রতি পশ্চিমে নির্যাতন হইয়াছিল সেই দেশেরই একজন শিখ, কর্পূরতলার মহারাজাকে আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট Guest of Nation (দেশের অতিথি) বলিয়া সম্মানিত করে। আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য স্বাধীন হওয়ার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সাতজন বিদেশী Guest of Nation বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন তন্মধ্যে চারিজন "রঙ্গীণ এসিয়াবাসী।" (১) চীনের প্রধান রাজমন্ত্রী পরলোকগত Li Hung Chung, (২) শ্যামদেশের মৃতরাজা যিনি যুবরাজ অবস্থায় তথায় ভ্রমণে গিয়াছিলেন, (৩) কর্পূর-তলার মহারাজা (৪) জাপানের Admiral Togo।

ধর্ম্ম

পূর্ব্বে আমেরিকার বর্ণ-সমস্যার উল্লেখ করিয়াছি। ইহা শ্রবণ করিয়া এ দেশের কেহ কেহ ভ্রূ কুঞ্চণ করিয়া প্রশ্ন করিতে পারেন যে, আমেরিকা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দেশ, তথায় মানবের মধ্যে এবম্প্রকারের পার্থক্য কেন করা হয়? ইহা সত্য কথা যে, আমেরিকা প্রবল খৃষ্টীয় দেশ এবং তথায় ধর্ম্মের হুজুগ অতি বেশী। আমেরিকান খৃষ্টীয় মিশনারীরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র খৃষ্টের পতাকা উড্ডীন করিয়া বেড়াইতেছে এবং খৃষ্টের নামে মানবের ভ্রাতৃভাব প্রচার করিতেছে; তথাপি সেই দেশেই মানবের প্রতি এত অত্যাচার হয়! ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে, কারণ, খৃষ্টীয় চার্চ্চ বরাবরই গোলামীত্বে (slavery বিশ্বাস করিয়াছে ও তাহা সমর্থন করিয়াছে; St. Augustine বলিতেন, 'দাসত্ব মানবের পাপের ফল ভোগ করা মাত্র।'

আমেরিকা খৃষ্টীয় প্রধান দেশ। কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা নানাপ্রকারের সম্প্রদায়ে বিভক্ত বলিয়া constitution অনুসারে তথায় কোন সরকারী ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ রাজশক্তি কোন ধর্ম্মকেই পোষণ বা পৃষ্ঠ-পোষকতা করে না। সর্ব্বপ্রকারের ধর্ম্ম-সম্প্রদায় constitutionএর সর্ত্ত মানিয়া

অবাধে নিজের বিশ্বাসানুযায়ী জীবনযাপন ও আন্দোলন করিতে পারে। এই সর্ত্ত মানে হইতেছে যে, সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান constitutionএ মানা করা আছে, যথা—পুরুষ ও স্ত্রীর বহু বিবাহ (polygamy and polyandry), ধর্ম্মের আবরণে আদিরসাশ্রিত বীভৎস ব্যাপার ইত্যাদি সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাস সামাজিক জীবনে অনুভূত করা হইতে পারিবে না। এই বহুবিবাহ প্রচলিত করার জন্য মর্ম্মণ (Mormon) নামক একটি নবখৃষ্টীয় সম্প্রদায় জনপাদ হইতে তাড়িত হইয়া উটার (Utah) মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এবং অবশেষে রাজশক্তির তাড়নায় "ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ" পাইয়া সে অনুষ্ঠান রদ করিয়া দেয়। এইজন্যই প্রত্যেককেই তথায় রেজেষ্টারী করিয়া বিবাহ করিতে হয়; এবং বহুবিবাহ প্রথা সমর্থনকারী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রাচ্যদেশীয় লোকদের আমেরিকায় প্রবেশ-কালে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা বহুবিবাহকারী নন।

আমেরিকায় খৃষ্টান ব্যতীত ইহুদি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। তৎব্যতীত আজকাল নবভাবের নানাপ্রকারের সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইতেছে। অবশ্য সংখ্যায় খৃষ্টীয়েরাই সর্ব্ব প্রধান কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিচ একশত মিলিয়ন (দেড় কোটি) বাসিন্দার মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই অখৃষ্টান, এবং যাহারা আজকালের নানাপ্রকারের নবভাবের আন্দোলন-

গুলির মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছেন তাঁহারাও সামাজিক বিষয়ে খৃষ্টীয় সমাজের অঙ্গীভূত থাকিলেও, এই বিপুল জনসংঘের মধ্যে কেবলমাত্র পঁচিশ মিলিয়ন খৃষ্টীয় চার্চ্চের তালিকাভুক্ত সভ্য! (অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোক খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া খৃষ্টান বলিয়া পরিগণিত হন কিন্তু সেই ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের আর কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই; কেবল জন্ম, অনেক সময়ে বিবাহের বেলায়, ও মৃত্যুর সময়ে ধর্ম্মযাজকের শরণাগত হন! ইহার মানে, সমগ্র সুসভ্যদেশে যে প্রকারের মানসিক অভিব্যক্তি হইতেছে যে, মানব তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত ব্যাপার করিয়া লইতেছে) ও ধর্ম্মের আচারগুলিকে অবশ্যকর্ত্তব্য সামাজিক কর্ম্মের বেলায়ই স্মরণ করে, আমেরিকায়ও সেই অভিব্যক্তির স্ফুরণ হইতেছে। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা, ধর্ম্মের গোঁড়ামি ও অনুদারতা প্রত্যহ জীবনের কর্ম্ম হইতে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে ও একজাতীয়ত্বের শক্তির পরিস্ফুরণ হইতেছে। কিন্তু এই পঁচিশ মিলিয়নই ধর্ম্মের নামে দেশে বিষ উদ্‌গার করিতেছেন ও বহির্দ্দেশেও তাহা ছড়াইতেছেন! আমেরিকার আধুনিক আদম-শুমারিতে দৃষ্ট হয় যে, লোক-সংখ্যার অনুপাতে খৃষ্টানদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী; কিন্তু এই ঘটনা প্রটেষ্টাণ্ট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি-সঞ্চার করিয়াছে! শেষোক্তেরা বলেন যে, যুক্তসাম্রাজ্যের constitution প্রটেষ্টাণ্ট ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয়। কিন্তু আজকাল

রোমান ক্যাথলিকেরা সংখ্যাধিক্য জন্য শাসনবিভাগের সর্ব্বত্রই প্রবেশ করিতেছে ও ক্রমশঃ রাজশক্তিকে করায়ত্ত করিয়া তৎদেশকে ক্যাথলিক ষ্টেটে (state) পরিণত করিতে চায়। অবশ্য এই ভীতির কতকটা অসত্য ও কতকটা অমূলক ভিত্তির উপর স্থাপিত! কারণ constitution কোন বিশেষ প্রকারের ধর্ম্মের উপরে ভিত্তিস্থাপিত নহে; যাঁহারা ইহা রচিত করিয়াছিলেন তাঁহারা অতি উদার প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা "মানবের স্বাধীনতার" কথাই বলিয়াছেন। তবে কথা এই যে, "আমেরিকার জাতীয় স্বাধীনতার" জন্য যে ইংরেজ উপনিবেশিকেরা উত্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরাই সংখ্যায় বেশী ছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে যে সব ডাচ, সুইড, জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিকেরা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারাও তদ্রূপ। তৎপরে আমেরিকার "চর্চ্চা" প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের দ্বারাই বর্দ্ধিত হইয়াছে, এই সব কারণে দেশে এতদিন এই সম্প্রদায়েরই আধিপত্য ছিল। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নির্য্যাতিত আইরিশ, দরিদ্র ইটালিয়ান, অষ্ট্রীয়ান, পোল প্রভৃতি রোমান ক্যাথলিক দেশসমূহ হইতে ঔপনিবেশিকের প্রবল বন্যা আমেরিকায় প্রবেশ করিতেছে। বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের ঔপনিবেশিক সম্পর্কীয় রাজকীয় বিভাগের Immigration Department রিপোর্টে দেখা যায় যে, ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ হইতেই বেশীরভাগ ঔপনি-

বেশিকের বন্যা আসিতেছে, এবং ইহা ক্যাথলিক প্রধান বন্যা। এই প্রকারে আজ যুক্তসাম্রাজ্যে প্রটেষ্টাণ্ট হইতে রোমান ক্যাথলিকের সংখ্যা বেশী হইতেছে ও এই সম্প্রদায় তাহার ধর্ম্মযাজকদের বিশেষ অনুগত। তৎপর ঐই ধর্ম্মযাজকেরা বর্ত্তমানের বিজ্ঞানের বিপক্ষবাদী কারণ তাহারা নাকি বাইবেলের বিরুদ্ধবাদ প্রচার করে। এই জন্য নাকি ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা বর্ত্তমানের যুক্তিবাদপূর্ণ চর্চ্চা ও বিজ্ঞানের ঘোর শত্রু ও তাঁহারা আমেরিকায় এই চর্চ্চার মূলচ্ছেদ করিতে চাহেন। অন্ততঃ অনেক প্রটেষ্টাণ্টের মনে এই ভীতিই জাগরিত আছে ও তাহা লোকসমাজে সঞ্চারিত করেন। যুক্তসাম্রাজ্যের Wiscons in ষ্টেটের কোন গ্রামে আমায় একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এই ভীতির কথা উল্লেখ করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তৎনিকটবর্ত্তী কোন স্থানের হাইস্কুলে Biology পড়া হইত বলিয়া তথাকার রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক তাহা বন্ধ করিবার জন্য আদালত দিয়া নোটিশ জারি করিয়া তাহা রদ করিয়া দেন! অবশ্য ইহার মূলে যে আসল ব্যাপারটি কি তাহা উক্ত ভদ্রলোকের কাছ হইতে জানিতে পারি নাই। এই ক্যাথলিক-ভীতির দৃষ্টান্ত যিনি আমায় দিলেন, তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে খৃষ্টান নন বরং কতকটা বোধহয় থিওসফিক মতাক্রান্ত। প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় উপস্থিত যুগে যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক চর্চ্চাকে স্বীয় সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে।

এবং যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষত্বকে লোক-কল্যাণ ও সভ্যতার অন্তরায় বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট সমাজ হইতে ডারউইনের জীবের অভিব্যক্তিবাদের শিক্ষাকে (Principle of Evolution) শিক্ষাগার হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য যে বিপক্ষতাচরণ হইতেছে তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে, ধর্ম্মের সংকীর্ণতা ক্যাথলিকদের একচেটীয়া নয় এবং প্রটেষ্টাণ্টেরাও এ বিষয়ে বাদ পড়েন না।

এই ক্যাথলিক ভীতি ইউরোপের "ইহুদি-ভীতির" ন্যায়। ইহার কতটা বাস্তব তাহার সত্যতার নির্দ্ধারণ করা যায় না, এবং ইহা যে কতকটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিজড়িত তাহাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যদি অতীত যুগে ক্যাথলিকেরা অগ্রগমনশীল সভ্যতার বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকে, প্রটেষ্টাণ্টেরাও তাহা করিতে বাদ যান নাই, তৎপরে উভয় সম্প্রদায় উভয়কে নির্য্যাতন করিয়াছে ও পুড়াইয়া মারিয়াছে। যদি রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীকচার্চ্চ (Greek orthodox church) বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং তাহাদের সম্প্রদায়ের সভ্যদের অজ্ঞানতার তিমিরে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চও অতীতে এ বিষয়ে কম বিপক্ষতাচরণ করে নাই, কিন্তু যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই বলিয়াই এক্ষণে নতশির হইয়াছে; তথাপি আজও এই সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে উন্নতির জন্য নিয়োজিত করিতে প্রতিপদে বাধা দিতেছে

এবং সমাজকে প্রতিমুহূর্ত্তেই বলিতেছে—এই পর্য্যন্ত আর বেশী অগ্রসর হইতে পারিবে না ; এই জন্যই সমাজসংস্কারক ও সমাজবৈপ্লবিক দলসমূহের সহিত প্রতিনিয়ত বিরোধ ঘটিতেছে।

(বিগত পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী সময় খৃষ্টিয় চার্চ্চ প্রতিপদে বিজ্ঞানের বিপক্ষতাচরণ করিয়া আসিয়াছে এবং অবশেষে একটা রফা করিয়াছে, অর্থাৎ বিজ্ঞান ধর্ম্মের প্রতিকুল সমালোচনা করিবে না, বৈজ্ঞানিক নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস স্বীয় হৃদয়কন্দরে নিভৃতভাবে রাখিবেন আর বাহিরে ল্যাবরেটারিতে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবেন, তথায় ধর্ম্মের সমালোচনা করিবেন না। ইহার ফলে এই বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিকের মনের ভাব Faradayর ন্যায় হইয়াছে যিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আমার ধর্ম্মবিশ্বাস জামার এক পকেটে, আর বিজ্ঞান চর্চ্চা অন্য পকেটে রাখি"। অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিক যদি ছাত্র মহলে প্রকাশ্যভাবে নাস্তিকতা বা প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু বলেন তাহা হইলে তাঁহার তথায় স্থান নাই।)

(আমেরিকা খৃষ্টধর্ম্ম-প্রধান দেশ অর্থাৎ তথায় সর্ব্বলোকে চার্চ্চের সভ্য না হইলেও তৎধর্ম্মের হুজুগ তথায় বিশেষ প্রবল। নাস্তিককে লোকে শ্রদ্ধা করে না। "Age of Reason"এর প্রণেতা বিখ্যাত Thomas Paine ইংরেজ হইয়াও আমেরিকার জাতীয় স্বাধীনতাসমরে সহায়তা করিলেও তিনি স্বাধীন চিন্তাবাদী বলিয়া তাঁহার নাম সেদেশে বিশেষ আদৃত

হয় না। Ingersollএর দশাও তদ্রূপ। যাঁহারা খ্রীষ্টান নন তাঁহারা অন্য একটা কিছু বিশ্বাস করেন। সমাজে চিন্তা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতার উপর লোকের শ্রদ্ধা নাই; কিন্তু ইহাতে কেহ মনে যেন না করেন যে, আমেরিকায় নাস্তিক বা স্বাধীন ধর্ম্মমতাবলম্বী লোক বর্ত্তমান নাই। এ প্রকারের অনেক লোকই আছেন কিন্তু সে মত সমাজের উপর বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে না বরং নূতন যে সব ধর্ম্ম-পন্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহাদের প্রভাব সমাজে অনুভূত হয়।)

আমেরিকার খ্রীষ্টীয় চার্চ্চ অতি আক্রমণশীল (aggressive)। গির্জ্জায় দেশ ছাইয়া পড়িয়াছে, তৎপরে বিদেশে সর্ব্বত্র মিশনারী পাঠাইতেছে। বিদেশে মিশনারী পাঠান বিষয়ে আমেরিকায় যত উদ্যোগ ও উৎসাহ দৃষ্ট হয় ও যত টাকা চাঁদা উঠে অন্য কোন খৃষ্টান দেশে এ প্রকার নাই। আমেরিকান চার্চ্চের বিশ্বাস যে, অন্য দেশ বিশেষতঃ অখৃষ্টান দেশ, তাহার ধর্ম্মমত ও তৎসঙ্গে আমেরিকান সভ্যতা না গ্রহণ করিলে সে দেশের মঙ্গল নাই। অবশ্য চার্চ্চের ভিতরও দলাদলি আছে, প্রত্যেক সম্প্রদায় বলে তাহার মণ্ডলী-পদ্ধতি উৎকৃষ্ট এবং বহির্জগতে তাহার অনুকরণ বাঞ্ছনীয়।

আমেরিকান খৃষ্টান, বেশীর ভাগ লোকই Athanasian creed বিশ্বাস করে অর্থাৎ যীশুর ঈশ্বরত্ব, অলৌকিক জন্ম ও মৃত্যুর পর কবর হইতে সশরীরে পুনরুত্থান ও স্বর্গে গমন বিশ্বাস করে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও চিন্তা-

শীল ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যা দেন ও বাইবেলের অলৌকিক গল্পগুলির উপর নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাস স্থাপন করেন না। আজকালকার শিক্ষিত খৃষ্টানেরা বাইবেলের সৃষ্টি, অনেক প্রকার অলৌকিক ও অনৈসর্গিক গল্পগুলির সত্যতার ও যুক্তিযুক্ততার বিষয় তর্ক না করিয়া নীরব থাকেন এবং খৃষ্টের জীবনীকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহাঁরা খৃষ্টান ধর্ম্মকে social serviceএ পরিণত করিতে চাহেন এবং করিতেছেন। ইহাঁরা বলেন যে খৃষ্টান ধর্ম্মের কর্ত্তব্য হইতেছে, লোকশিক্ষার বন্দোবস্ত করা, পীড়িতদের সেবা করা, অস্বাস্থ্যকর স্থানকে স্বাস্থ্যকর করা, জনহিতকর কর্ম্ম করা এবং নৈতিক-জীবনে খৃষ্টের উপদেশ মান্য করিয়া চলা। অবশ্য ইহাঁরা সাম্প্রদায়িক হিসাবে Athanasian creedএ বিশ্বাসী। হয়ত কেহ কেহ সে বিষয়কে পুরুষানুক্রমিক সামাজিক প্রথা বলিয়া গ্রহণ করেন, কেহ হয়ত তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেন আর কেহ বা অন্তরে তাহা মানেন না, কিন্তু তাহা তাহার বংশগত সাম্প্রদায়িক মত বলিয়া তাহার বিপক্ষতাচরণ করেন না। আবার এমন প্রকারের লোকও আছেন যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে খৃষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না কিন্তু সামাজিকতার জন্য স্বীয় বংশগত সম্প্রদায়ের গির্জ্জায় স্থান (pew) ভাড়া (reserve) রাখেন, তথায় পর্ব্বদিনে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেন কারণ পর্ব্ব দিবসে গির্জ্জার ধর্ম্ম-উপাসনাও একটি সামাজিক ব্যাপার ; সেদিন হয়ত অমুক

স্ত্রীলোক গাহিবেন যিনি একজন বিখ্যাত Soprano অথবা একজন Tenor গায়ক গাহিবেন। অবশ্য এই ভাড়াটিয়া গায়কেরা ওই দিনের জন্য নিয়োজিত হয়।

আমেরিকার খৃষ্টীয় সমাজকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ একদল অসভ্য এবং বর্ব্বর প্রকৃতির লোক-সমষ্টি যাহারা বেশীর ভাগ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের মরুভূমির দিকে বাস করে। ইহারা নামে খৃষ্টান কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম্ম ও নীতিশূন্য এবং অতি হিংস্র প্রকৃতি বিশিষ্ট। Tennesse, Kentucky ষ্টেটদ্বয়ের পর্ব্বতের লোকেরা অতি বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর। তাহারা বর্ত্তমান আমেরিকান সভ্যতার বড় ধার ধারে না, যে ইংরেজী ভাষা কহে তাহাতে অনেক পুরাতন ও বর্ত্তমানে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহারা আমাদের আফগান সীমান্তের পাঠানদের ন্যায় মারকাট ও রক্তারক্তিতে সময় অতিবাহিত করে, ইহাদের অনেকে নাকি দ্বীপান্তরিত Scottish Highlanderদের বংশসম্ভূত। কোন কোন ভদ্রলোকের মুখ হইতে এমনও শ্রবণ করিয়াছি যে, খৃষ্টীয় মিশনারীদের প্রাচ্যদেশসমূহে প্রেরণ না করিয়া ইহাদের সভ্য ও খৃষ্টান করিবার জন্য নিযুক্ত করা বিধেয়। তৎপরে মরুভূমির কাছে যে সব লোক থাকে, তাহারা কেহ বা পশু উৎপাদন ক্ষেত্রে (Ranch) আর কেহ বা মরুভূমির canyon বা অন্যস্থানে থাকে তাহাদের জীবনও অতি ভীষণ। সভ্যতা ও সামাজিক জীবনের কোমলতার ফল লাভে তাহারা বঞ্চিত,

প্রয়োজন হইলে কোন প্রকার নিষ্ঠুর কর্ম্মে তাহারা কুণ্ঠিত নহে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক যাঁহারা সংখ্যায় সর্ব্বোপরি, তাঁহারা খৃষ্টান, ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনে খৃষ্টীয় প্রথার সমস্ত খুটিনাটি মানিয়া চলেন। অবশ্য ইহাঁদের মধ্যে New Englandএর গোঁড়া puritan এবং presbyterian লোক হইতে উদার-হৃদয়ের লোক পর্য্যন্ত আছেন। এই গোঁড়ার দল ধর্ম্মসম্বন্ধে অনুদার হইলেও নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শের পতাকা ধরিয়াছেন এবং এই দলই প্রথমে আমেরিকার সভ্যতার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। আমেরিকান সভ্যতায় যে আজ ইংরেজী সভ্যতার স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে যাহা দ্বারা আমেরিকান সভ্যতাকে ইংরেজী সভ্যতার একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তজ্জন্য উভয় দেশের সভ্যতা ও চর্চ্চা একটি সাধারণ Anglo-saxon civilization বলিয়া উল্লিখিত হয়,—তাহা এই ইংরেজীভাষী প্রথম যুগের Puritan, Presbyterian, Episcopalian প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। New Englandএর অনুদার ও গোঁড়া খৃষ্টানের দল যাঁহারা অন্য সম্প্রদায়ের নাম শ্রবণ করিতে পারে না এবং অখৃষ্টানদের নরক বাসের ব্যবস্থা করে তাহারা সেই ইংলণ্ডের fanatic (অনুদার) puritan ঔপনিবেশিকদেরই বংশধর। এই গোঁড়ার দলই অখৃষ্টানদের "সভ্য" করিবার জন্য মিশনারী পাঠাইবার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে।

তৃতীয় শ্রেণী উদারমতাবলম্বী খৃষ্টানের দল। ইহাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে উদ্ভূত এবং খৃষ্টানধর্ম্মে বিশ্বাসকারী। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বলিয়া বাইবেলের উদার ব্যাখ্যা দেন। ইহাঁদের মধ্যে নানাস্তরের উদারমত বিরাজ করে। সকলেই Athanasian creedএ বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ সেই মন্ত্র প্রার্থনার সময় আবৃত্তি করেন, কিন্তু তাহারও উদার ব্যাখ্যা করেন। অখৃষ্টান দেশের মিশনারী প্রেরণের আন্দোলনটা অনেকটা ইহাঁদের হস্তে। ইহাঁরা বলেন যে, খৃষ্টান ধর্ম্ম জগতের সভ্যতার অগ্রভাবে গমন করিতেছে, তজ্জন্য খৃষ্টান social-polity (সমাজ-নীতি) মানব জাতির কল্যাণকর ও তৎধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ। অবশ্য খৃষ্টানধর্ম্ম অর্থে ইহারা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মকে বুঝেন, রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক চার্চ্চকে কুসংস্কার-পন্ন ও বিশুদ্ধ নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু ইহাঁরা মূলেই ভুল করেন যে,(ইউরোপের কতিপয় দেশ ও আমেরিকার যে অংশ সভ্য ও উন্নত তথায় যুক্তিপন্থাবলম্বী বর্ত্তমান সভ্যতা (rationalistic modern civilization বিরাজ করিতেছে, ইহার স্ফুরণের ও প্রসারের বিপক্ষে প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় কম লড়েন নাই। চার্চ্চ প্রতিপদে যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নবভাবকে বাধা দিয়াছে কেবল উচ্চ শিক্ষিত লোকদের কর্ম্ম ও নির্যাতনের ফলে যে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে তাহারাই তেজে বর্ত্তমান সভ্যতা উপরোক্ত দেশসমূহে বিরাজ করিতেছে। বর্ত্তমান যুগের

সভ্যতা খৃষ্টীয় সভ্যতা নহে, ইহা আন্তর্জাতিক ও অসাম্প্রদায়িক, এই সত্যটী এই দল গোঁড়ামির জন্য দেখিতে চান না।)

এইদল মিশনারীদের শিক্ষা দিবার জন্য নানাস্থানে Theological Seminary স্থাপন করিয়াছেন। তথা হইতে ছাত্রদের শিক্ষিত করিয়া বিদেশে প্রেরণ করা হয়। পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জনসেবাকে ইহাঁরা খৃষ্টানধর্ম্মের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তজ্জন্য Philanthropy, Social Service কর্ম্মের উপর ইহাঁরা বিশেষ নজর রাখেন। নিউ-ইয়র্কের Union Theological Seminary মিশনারীদের একটী বড় কেন্দ্রস্থল। ইহাতে রোমান ও গ্রীক চার্চ্চ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারের প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়াছে। এইসব Seminaryর দলই Y.M.C.A ও মিশনারী movement চালাইতেছে। উপরোক্ত Seminaryর সভাপতি পরলোকগত Dr. Cuthbert Hall ভারতে খৃষ্টীয়নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য Haskel lecturerরূপে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এদেশে আসিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ভাবে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার উপরোক্ত খৃষ্টান সেমিনারীতে স্বীয় পদ রাখা মুস্কিল হইয়াছিল এবং ১৯১৩ খৃঃ দক্ষিণের কোন মিশনারী কন্‌ফারেন্সে ঐ সেমি-নারীর বর্ত্তমান সভাপতি Dr. Brownকে "heathen" বলিয়া অভিশপ্ত করা হয় এবং এই সেমিনারী "Pantheism, Hinduism, Vedantism" প্রচার করিতেছে বলিয়া অভিযুক্ত

হয়। এই সেমিনারীর অনেক ছাত্রের সহিত আমার আলাপ ছিল, তাঁহারা প্রাচ্য ভূখণ্ডে মিশনারী হইয়া আসিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহাদের মত উদার, অন্য ধর্ম্মের বিষয় সংবাদও রাখেন, এবং আদৌ fanatic নহেন। ইহাদের মধ্যে একজনকে ইহাও বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমি অন্তধর্ম্ম ও তাহার নেতাদের নিন্দা করিতে শিক্ষা করি নাই, সত্য সর্ব্বধর্ম্মেই আছে। ইহাদের মধ্যে অনেককে খৃষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া অস্বীকার করিতে শুনিয়াছি, অর্থাৎ তাঁহারা Athanasian creed যাহা খৃষ্টান ধর্ম্মের বীজমন্ত্র, তাহাতে অবিশ্বাস করিতে শুনিয়াছি! এবম্প্রকারের একজন ভদ্রলোক Chicago বিশ্ববিত্যালয়ের Theological বিভাগে Christian Theologyর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে জাপানে মিশনারী ছিলেন। তাঁহাকে আমি প্রায়ই ঠাট্টা করিতাম, "প্রতীচ্য ভূখণ্ডের পর্য্যটকেরা প্রাচ্যে ২।৪ দিনের ভ্রমণান্তর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রকাণ্ড পুস্তক লেখেন এবং তৎদেশসমূহ সংস্কারের ব্যবস্থা করেন, তিনি তদ্রূপ কিছু লিখিয়াছেন কি না?" উত্তরে তিনি লজ্জায় বালতেন, "আমি বৎসর কতিপয় জাপানে ছিলাম বটে কিন্তু তৎদেশ জানিনা এবং কোন পুস্তকও লিখি নাই!" ধর্ম্ম বিষয়ে ইতি প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম্ম আদৌ বিশ্বাস করেন না, যীশুকে কেবল একটি আদর্শ চরিত্রের পুরুষ বলিয়া মানেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে একজন Unitarian

মতাবলম্বী বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাঁরা সকলেই Evangelical Churchএর সভ্য অর্থাৎ তথাকথিত নৈষ্ঠিক খৃষ্টান সমাজের সভ্য। ইহাঁরাই খৃষ্টান সমাজের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে উদার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এবম্প্রকারের লোক অতি কম সংখ্যক। আবার এই শ্রেণীর মধ্যে আর এক ছাঁচের লোক আছেন যাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার কালে আমার Alma Materএর দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক Charles Grey Shawকে গ্রহণ করিতেছি। ইনি ইহাঁর "Precints of Religion" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, যদ্রূপ পুরাকালে সেমিটিক ধর্ম্ম (হিব্রুধর্ম্ম) ও আর্য্যচর্চ্চার (গ্রীক) সম্মিশ্রণে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তদ্রূপ বর্ত্তমানেও শেষোক্ত ধর্ম্ম আর্য্যচিন্তার (হিন্দুধর্ম্ম) প্রভাবের সন্নিধানে আসিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রতীচ্যেরা আর্য্যভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, আর সর্ব্ব ধর্ম্মের নীতিতে এক কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। আর খৃষ্টান ধর্ম্ম, যেহেতু সেমিটিক ধর্ম্ম ও আর্য্যচিন্তার সমবায়ে সংসৃষ্ট অতএব বর্ত্তমানেও ইহা আর্য্যভাব গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এই সমবায়ের ফলে খৃষ্টীয় নীতিতেই ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। ইনি নিজে একজন Theologician, কিন্তু খৃষ্টনীতির ব্যাখ্যাকালে বাইবেলের গল্পগুলি ভুলিয়া যান, কেবল মানব-জীবনের নীতির কথারই চর্চ্চা করেন।

এই সব প্রকারের লোকই খৃষ্টীয় Evangelical

Churchএর মস্তক স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন ও missionary movement চালাইতেছেন ; কিন্তু এবম্প্রকারের লোক বোধ হয় এদেশে আসেন না। বেশীর ভাগ মিশনারী যাঁহারা প্রাচ্যে আসেন তাঁহারা Chauvinist। মিশনারী movement কিরূপে chauvinismএর ছায়ায় রহিয়াছে এবং উপরোক্ত উদারনৈতিক লোকেরাও কেন মিশনারী হন তাহা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

তৎপরে আসে তৃতীয় প্রকারের দল। ইহাঁরা খৃষ্টীয় চার্চ্চ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, এবং নিজেদের ধর্ম্মমণ্ডলী গঠিত করিয়াছেন। এই দল নানাপ্রকারের পন্থায় বিভক্ত যথা—Christian Science Church, Theosophists, Spiritualists, Vedantists, New Thought Movement, Mental Healers ও Bahaists প্রভৃতি। বেহাইষ্ট দল ব্যতীত অন্যগুলি "সূত্রে মণি গণাইব" ন্যায় সকলেই হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের ছায়ায় দণ্ডায়মান, যদিচ বৈদান্তিকদল ছাড়া আর কেহই ইহা স্বীকার করিবেন না। আর বেহাইষ্টরা পারস্যের বেহাউল্লা প্রতিষ্ঠিত নবধর্ম্মাবলম্বী। ইহাঁদের মুসলমান বলা যায় না ; ইহাঁরা বেহাউল্লাকে ঈশ্বরের অবতার বলেন, এবং তিনি যে খোদার কাছ হইতে একটি নূতন পয়গম (আদেশ—revelation) পাইয়াছেন তাহাই বিশ্বাস করেন। এই বেহাই সম্প্রদায় ব্যতীত উপরোক্ত সকলেই অদ্বৈতবাদী (Monist), যদিচ হিন্দুদর্শনশাস্ত্র হইতে এই ঋণের কথা

Christian Scientists, Mental Healers, New Thought প্রভৃতি দলেরা স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বলেন যে, Christian Science Church স্থাপয়িত্রী Mrs. Mary Baker Eddyর বিখ্যাত পুস্তক "Science and Health" তাঁহার গুরু Mr. Quimbyর লিখিত (শেষোক্তের মৃত্যুর পর Mrs. Eddy নিজের নামে মুদ্রিত করেন)। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে না কি লিখিত ছিল যে, এই অদ্বৈত মতবাদ গীতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই পন্থা ও মিসেস্ এডির ধর্ম্মের মূলোৎপত্তি বিষয়ে নানা মত আছে, আর মিসেস্ এডি তাঁহার ধর্ম্মপন্থাকে খৃষ্টীয় নামে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এইদল ডাক্তারি চিকিৎসাতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা মানসিক শক্তিদ্বারা ব্যায়রাম আরোগ্য করেন। ইহাঁদের ভজনাস্থলে প্রত্যেক বুধবারে এক মিটিং হয়। সে সময় সকলকার ব্যামোহ হইতে আরোগ্য বিষয়ে confession দিতে হয়। আমি এই প্রকার confessional meetingএ উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের আরোগ্য-বিষয়ক-স্বীকারোক্তি শ্রবণ করিয়া এই চিকিৎসাতে আমার বিশ্বাস উৎপাদন হয় নাই। ইহাঁরা বিশ্বপ্রেমিক ও মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করেন, তথাচ নিউইয়র্কের এই পন্থার প্রধান ভজনাগারে আমি স্বচক্ষে রংএর গণ্ডী টানিতে দেখিয়াছি!

আর New Thought প্রভৃতি যে সব নূতন ধরণের freelance পন্থার উদ্ভব হইতেছে তাহার অনেক নেতা স্বামী

বিবেকানন্দের ছাত্র ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন অগ্রণী ব্যক্তি পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ছিলেন, পরে স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করেন।

ইহাঁর ধর্ম্মযাজকত্ব অবস্থায় Chicagoতে ১৮৯৩খৃঃ Parliament of Religionsএর অধিবেশন হয়। তৎকালে ইনি স্থির করিয়াছিলেন যে, উক্ত সভায় এমন প্রকারের এক প্রচণ্ড বক্তৃতা করিবেন, যাহাতে বিধর্ম্মীর দল বিমূঢ় হইয়া যাইবে (would confound the heathens)। কিন্তু কপালের ফেরে উল্টা সমঝালি রাম! ইনি উক্তস্থলে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া নিজেই বিমূঢ় হন ও পরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকতা ত্যাগ করেন। এক্ষণে ইনি উপরোক্ত পন্থার একটি বড় পাণ্ডা। এই দলও মানসিক শক্তির দ্বারা ব্যায়রাম চিকিৎসা করেন। ইহাঁরা এখনও একটা church গঠন করিতে পারেন নাই।

এই সব ব্যতীত, New Englandএ Unitarian Church বর্ত্তমান আছে যদিচ ইহা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মাত্র। এই মণ্ডলী খৃষ্টের অবতারত্বে ও ভগবানের ত্রিত্বে (Trinitarianism) বিশ্বাস করে না এইজন্য ইহাঁরা এককালে নির্য্যাতিত হইতেন, এবং এক্ষণেও খৃষ্টানেরা ইহাঁদের খৃষ্টান বলিয়া গণ্য করে না। কিন্তু এককালে আমেরিকান রাজনীতিক, সংস্কারক ও সাহিত্যিক জীবনে ইহাঁদের প্রভাব অতি বেশী

ছিল। ইহাঁরাই বষ্টনের Harvard University পরিচালনা করিতেছেন।

ইহার বাহিরে থাকেন নাস্তিক ও স্বাধীন চিন্তাবাদীর দল। কিন্তু তাঁহাদের কোন মণ্ডলী বা আন্দোলন আমার চক্ষে পতিত হয় নাই। ব্যক্তিগতভাবে অনেক স্বাধীন চিন্তাবাদী আছেন এবং সোসালিষ্ট প্রভৃতির দলে এই পন্থার লোক মিলে ; কিন্তু সমাজের উপর তাঁহাদের প্রভাব লক্ষিত হয় না।

আমেরিকা ধর্ম্ম হুজুগের দেশ তজ্জন্য তথায় ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকারের প্রতারণাও হয়। এই জন্য ভারতের ন্যায় আমেরিকাকেও great faking country বলা যাইতে পারে। তৎদেশে পুরুষদের almighty dollar হইতেছে একমাত্র উপাস্য, তাহারা অর্থচিন্তায় দিবারাত্র ঘুরিতেছে আর স্ত্রীলোকেরা হুজুগ করিয়া বেড়ায়। যাহারা গোঁড়া খৃষ্টান তাহারা চার্চ্চের হুজুগ লইয়া ব্যস্ত, আর যাহারা freelance হইয়াছে তাহাদের নিত্য নূতন হুজুগের পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে হয়। প্রাচ্য হইতে কেহ একটা নূতন হুজুগ আমদানি করিলে অমনি একদল স্ত্রীলোক কিছুদিন তাহার পশ্চাতে উন্মত্ত হয়। আবার কিছুদিন বাদে সেই স্ত্রীলোকেরা অন্য একটা নূতন হুজুগে যোগদান করে। একটা season বেদান্ত সোসাইটি, অন্য বৎসর Christian Science Church, তৎপরে Bahaism বা New Thought Movementএ যোগদান করা হইতেছে ইহাঁদের রীতি। ইহাঁরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে

বিশেষ কিছু বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না, তবে তাঁহারা হুজুগে মাতিয়া নিজেদের social campaign (সামাজিক আলাপ পরিচয়াদি) কর্ম্ম সমাধা করিয়া লয়েন। বিভিন্ন দলে মিশিয়া সামাজিক উন্নতি লাভ করিবার চেষ্টা করেন। আবার ধনী স্ত্রীলোকেরা এই হুজুগে মাতিয়া বিশেষ অর্থ ব্যয় করেন। অবশ্য ইহাঁরা যে হুজুগেই যোগদান করুন না কেন, সমাজের অভ্যন্তরেই থাকেন; ধর্ম্মমতের বিভিন্নতার জন্য পৃথক সমাজ ইহাঁরা গঠিত করেন না। সেই জন্যই এই সব হুজুগের স্থায়ীত্ব বেশী দিন হয় না। এই হুজুগের দ্বারা খৃষ্টীয় চার্চ্চের Heathen Mission Fundএর আয়ের কথকাংশে ক্ষতি হইলেও সকলেই খৃষ্টীয়ান—আমেরিকানই থাকেন; ধর্ম্মের বিভিন্নতা দ্বারা বিভিন্ন আচার-ব্যবহার-সম্বলিত পৃথক পৃথক community (মণ্ডলী) স্থাপিত হয় না। সকলেই জাতীয়ত্বে আমেরিকান, আচার-ব্যবহারে আমেরিকান ও বংশ-পরম্পরায় খৃষ্টীয়ান। হুজুগ কেবল কতকদিনের তরে তাঁহাদের ভাসাইয়া লইয়া যায়।

তৎপরে খৃষ্টানদের ভিতর যাহারা উদারনৈতিক অর্থাৎ যাহারা যীশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্বে ও তদনুগত অন্যান্য মতগুলিতে (dogmas) বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের অনেকেও বংশ-পরম্পরায় স্বীয় বংশগত চার্চ্চের সভ্য থাকেন। সামাজিক ব্যাপারে তাঁহারা বংশগত চার্চ্চের মত ও সামাজিক অনুষ্ঠান-গুলি প্রতিপালন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি—আমার

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনকালে তথাকার Post Graduate College-এর Deanকে ক্লাসে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, "আমি Baptist Church-এর সভ্য, কেন আমি এই মণ্ডলীর সভ্য হইলাম ও সেই চার্চ্চের ধর্ম্মমত কি তাহা আমি কখনও অনুসন্ধান করি নাই, আমি সেই চার্চ্চের সভ্য কারণ আমার পিতা সেই মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন।" ইনি উপরোক্ত প্রকারের উদারনৈতিক লোক, এবং নিজে একটি বড় সমাজতাত্ত্বিক; তাঁহাকে ঐ চার্চ্চে যাইয়া উপাসনায় যোগদান করিতে দেখিয়াছি কারণ সামাজিক ব্যাপারে তিনি উক্ত মণ্ডলীর একজন সভ্য।

আবার আমেরিকায় ধর্ম্ম ও মানবের ভ্রাতৃত্ববন্ধনের এত হুজুগ থাকা সত্ত্বেও তথাকার রংবিদ্বেষ সর্ব্বত্র কলুষিত করিয়াছে। শ্বেতচর্ম্মী আমেরিকান সে যাহাই করুক, তাহার এই রং-আতঙ্ক দূর হয় না; সাধারণ খৃষ্টানেরা মনে করে যে, যীশুখৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যেরা শ্বেতচর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। যীশু যে ঢিলা পায়জামা পরা মস্তকে পাগড়ী শোভিত, মলিন বর্ণের "Oriental" (প্রাচ্য দেশীয়) ছিলেন ইহা সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। একবার একটি সুইডিস আমেরিকান পাদরিকে কথোপকথনচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি সত্য করিয়া বলুন, আপনার মণ্ডলীর সভ্যগণ কি মনে করেন না খৃষ্ট তাহাদেরই মতন একজন নীলচক্ষু, কটাচুল বিশিষ্ট (blond) ব্যক্তি?" তিনি লজ্জায় অধো-

বদন হইয়া মৃদু হাস্যে আমার কথায় সায় দিয়াছিলেন। তৎপর যীশু যে "ইহুদী" জাতীয় ছিলেন, ইহাও অনেকে ধারণা করিতে পারে না। এই বিষয় একজন আমেরিকান ভদ্রলোককে বলাতে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, "ইহা সত্য, আমায় একবার একটী মহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মিষ্টার অমুক ইহা কি সত্য যে, যীশু একজন 'ইহুদী' ছিলেন?" অবশ্য যাঁহারা সঠিক সংবাদ রাখেন তাহারা উপরোক্ত সত্য জানেন কিন্তু তাহা একটা abstract ধারণা মাত্র। এই ইহুদি-বিদ্বেষ এবং রং ও প্রাচ্য-বিদ্বেষ-সম্বলিত জনসমষ্টির অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না যে, যীশুখৃষ্ট ঐ ঘৃণ্য জাতি ও উক্ত মহাদেশের লোক ছিলেন! ১৯১২ খৃঃ বেহাই ধর্ম্ম সংস্থাপনকর্ত্তা বেহাউল্লার পুত্র আবদুল বেহা এফেন্দী আমেরিকায় আগমন করেন। প্রথমে তাহাকে ঈশ্বরের অবতারের পুত্র বলিয়া আমেরিকান বেহাইএর দল অতি সম্মানের সহিত সমাজে গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু জনরব শুনিয়াছি যে পরে তাহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার মলিন বর্ণ, লম্বা দাড়ী, মাথায় পাগড়ী ও ঢিলে পায়জামা ও চোগা পরা, ও তৎপর দুর্ব্বোধ্য ফারসীতে কথা ও "সেলাম আলেকাম" বলিয়া অভিবাদন করিতে দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীদের নাকি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনেকটা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর ও তাহার পুত্র দূর হইতে নমস্য ও শ্রদ্ধার ভাজন, কিন্তু যদি তিনি উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত

ঘৃণ্য প্রাচ্যদেশীয় হন তবে আমেরিকান হৃদয়ে তাহার স্থান নাই। এই বিষয়ে পরে কোন হিন্দু-বন্ধু আমেরিকান অধ্যাপকের নিকট উল্লেখ করিয়া আমার উপরোক্ত সমাজ-তাত্ত্বিক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া মৃদুভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "মিষ্টার দত্ত, তুমি আমেরিকানদের যথার্থ ই চিনিয়াছ!" কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত Pasadena নামক স্থানে একটি বড় Presbyterian Churchএর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে (vestibule) নাকি একটি কাচের বৃহৎ নীলচক্ষু মাটিতে (floor) স্থাপিত করা আছে। ইহা ঈশ্বর-চক্ষুর প্রতীকরূপে তথায় স্থাপিত করা হইয়াছে; উদ্দেশ্য যে, প্রত্যেককে ঈশ্বরাধনার পূর্ব্বে ভগবৎ-চক্ষুর দষ্টির পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই ভগবৎ-চক্ষুর প্রতীকের রং নীল। কারণ, উত্তর ইউরোপীয়দের আমেরিকান বংশধরগণের চক্ষু নীল, সেইজন্য ভগবানের চক্ষুও নীল বর্ণের! এই ঘটনা এই সত্যের পোষকতা করে যে, মানুষ নিজের মূর্ত্তিতেই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে, ঈশ্বর মানুষকে নহে।

উপরোক্ত অবস্থাতে বোধগম্য হয় যে, ধর্ম্ম বেশীর ভাগ স্থলেই social functicn (সামাজিক অনুষ্ঠান) রূপে কার্য্য-কলাপে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম তাহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও কর্ম্মগুলি হারাইয়া এক্ষণে অন্তঃসারশূন্য অস্থিতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মের functionটা, চলিয়া গিয়াছে আছে কেবল structure। যাহা পূর্ব্বে কার্য্যের সহায় ও আধার ছিল

তাহা এক্ষণে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই আর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, আর অন্ধমানব অজ্ঞতা বশতঃ নিজের মধ্যে কাটাকাটি করিতেছে। ধর্ম্ম তাহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হারাইয়া আজ পেশায় পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি আমার দুইজন আমেরিকান সমাধ্যায়ীদের জানিতাম, যাহারা মহানাস্তিক হইয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা লইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক পদের জন্য শিক্ষানবীশ হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, তাহারা খৃষ্টীয়-ধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন এবং ঈশ্বরেও বিশ্বাস নাই, তত্রাচ কিরূপে তাহারা এই পেশা অবলম্বন করিলেন? একজন ইহার উত্তরদান করেন নাই, এবং অন্যজন বলিলেন যে চার্চ্চের কর্ম্মে organizing capacity develop করা যায়, সেই জন্যই এই পেশা তিনি অবলম্বন করিতেছেন।" পুনরায় যখন আমি বলিলাম, "এই পেশায় তাহাকে প্রতিপদে ভণ্ড হইতে হইবে, কারণ তিনি নিজে নিরীশ্বরবাদী, তাঁহার কাছে স্বর্গ নরক কিছুই নাই কিন্তু আমি heathen, আর তাঁহাকে প্রতিনিয়তই ধর্ম্মের বেদী হইতে প্রচার করিতে হইবে যে, heathenরা খৃষ্টধর্ম্মে অবিশ্বাসী বলিয়া নরকে যাইবে; তিনি কি আমার জীবনান্তে নরক গমনে বিশ্বাস করেন?" ইহার প্রত্যুত্তর তিনি দেন নাই, কেবল অধোবদন হইয়াছিলেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দিব; নব-ইংলণ্ডে ইংরেজবংশীয় আমার কোন Baptist

Church-এর ধর্ম্মযাজক বন্ধু ছিলেন। ইনি আমায় বলেন যে, তিনি Trinitarian Christianityতে আদৌ আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না; এইজন্য ভণ্ড না সাজিয়া তাঁহাকে উক্ত চার্চ্চের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে; আর্থনীতিক কারণ বশতঃ ইহা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাকে অনেকের গ্রাসাচ্ছাদন জোগাইতে হয়। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, যে যখন তাঁহার মত Unitarianদের মতন তখন কেন তিনি উক্ত সম্প্রদায়ে যোগদান করেন না, তাহা হইলে তাঁহার বিবেকের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে হইবে না। এ বিষয়ে কিন্তু তাঁহার ইংরেজ-জাতি সুলভ সামাজিক গোঁড়ামি ছিল, তিনি ইংরেজ Episcopal church ত্যাগ করিবেন না ইত্যাদি। কিন্তু পরে তাঁহার মণ্ডলীর সহিত বচসা হয়, মণ্ডলীর অনেক সভ্য চার্চ্চ ছাড়িয়া চলিয়া যান—বলেন যে pastorএর faith (বিশ্বাস) নাই। তাঁহার বিবেক ও অর্থনীতিক সমস্যার মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, চাকরিও পাওয়া মুস্কিল, উপবাসও করিতে পারেন না। বাধ্য হইয়া তিনি তাঁহার উপরস্থ কর্ম্মচারী যে বিশপ্ তাঁহাকে সব অবগত করাইলেন। এই বিশপ্‌কেও আমি জানিতাম। ইনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মণ্ডলীর মধ্যে কোন মতানৈক্য হইতে দেন না। বিশপ্ আমার বন্ধুকে বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিতে বলেন। পরে আমার বন্ধু আমায় লিখেন যে শেষে বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁহাকে এ সমস্যার

মীমাংসা করিতে হইবে, সেইজন্য তিনি ভগবানের কাছে তাঁহাকে "বিশ্বাস" দিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন! হায়রে ধর্ম্ম!—পেট ও বিবেকের কলহ ভঞ্জনে অসমর্থ হইয়া তিনি "বিশ্বাস" দ্বারা বিবেককে মারিয়া তদ্দ্বারা পেট ভরাইবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন! এইস্থলে ধর্ম্মের যে function মানবকে নীতি ও ধর্ম্মধারণার উচ্চস্তরে লইয়া যাওয়া, চার্চ্চ তাহা হারাইয়াছে; কেবল বাহিরের খোসাগুলিকে (dogmas and conventions) structure (কাঠাম) বানাইয়া মানবকে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। আর বেশীর ভাগ মানব এই পুরাতন কাঠামকে আসল দ্রব্য বুঝিয়া তাহাকে ধর্ম্মের স্থলে বসাইয়াছে। এ বিষয়ে সর্ব্ব ধর্ম্মেই এক দোষ।

আমেরিকান ধর্ম্মজীবনের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনার উদ্‌যাপন করিবার কালে একটি বিষয়ের পুনরোক্তি করিতেছি যে, তথায় ধর্ম্মের নামে অনেক প্রকারের জুয়াচুরি চলিতেছে। তথাকার লোকেরা হুজুগে বলিয়া অনেক প্রকারের প্রতারণার আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য এই সব প্রতারণা প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম্মসমূহের নামে হয়। তথায় নানা প্রকারের ভূত, প্রেত বিশ্বাসকারীদের (Spiritists and occultists) প্রচারের ফলে সাধারণে হিন্দু ধর্ম্মকে ভূত নামান, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির সহিত সনাক্ত করে। তাঁহারা ভাবেন হিন্দুধর্ম্ম এক প্রকারের Black Magic মাত্র। ইহা ব্যতীত অনেক আমেরিকান আছেন যাঁহারা কেহ কেহ পারস্যদেশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া

আঙ্গিরস-মিশ্রিত এক কিম্ভূত প্রকারের ধর্ম্ম প্রচার করেন। পুলিশে ইহাদের তাড়া দিলে, এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় পলায়ন করিয়া ব্যবসায় খুলে। হিন্দুর নাম ধারণ করিয়া অনেক আমেরিকানও এবম্প্রকার ব্যবসায় করে। তৎপর হিন্দুর নাম দিয়া অনেক প্রকারের তথাকথিত "যোগ ধর্ম্মের" পুস্তক বাহির হইতেছে। ফলতঃ অনেক প্রকারের বীভৎস ব্যাপার ও আজগুবি "হিন্দুর" নামে চলিতেছে। এক নিগ্রোকে হিন্দুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্বেতাঙ্গিনী মহলে "mind read" করিতে দেখিয়াছি। আর এক নিগ্রো "স্বামী কু" (Swami ku) নাম ধারণ করিয়া শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীদের জন্য গুপ্তভাবে আফিঙ্গের আড্ডা করিয়াছিল, শেষে পুলিশ তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

স্ত্রীলোক

আমেরিকায় স্ত্রীলোকের আসন অন্যান্য দেশ হইতে বিভিন্ন স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তথায় নারী পুরাতন জগতের ন্যায় তৈজসপত্রাদি বা ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্যের মতন গণ্য হয় না। তথাকার স্ত্রীলোকের "আত্মা" (soul) আছে অর্থাৎ সে কেবল একটি সচেতন জীব নহে তাহার "স্বাধীকার ও স্বকীয় মত" আছে, সে সর্ব্ববিষয়েই জাগ্রত ; পুরুষের সহিত জগতের সমস্ত দ্রব্য ভোগেই তাহার সমানাধিকার আছে। তৎদেশের সমাজ পরিচালনার জন্য পুরুষের ন্যায় নারী ও তুল্যভাবে দায়ী।

কোন কোন প্রাচীন ধর্ম্মে স্ত্রীলোকের আত্মার অস্তিত্বের অস্বীকার করিয়াছে, অনেক ধর্ম্মে আবার নারীকে নিকৃষ্টভাবে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। কোনও প্রাচীনদেশে হয় ত পুরাকালে নারীকে সমানাধিকার দিয়াছিল, কিন্তু পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া পরে তাহা অপহরণ করিয়াছে। আজ স্ত্রীলোক সর্ব্বত্রই পুরুষের অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ! পুরাতন জগতের একটি অতি সুসভ্য দেশেরই এক কবি Rudyard kipling বলিয়াছেন, "woman is the female of the species" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের কেবল কাজ হইতেছে যে

মানবরূপী জীবের জন্ম প্রদান করা।" ইহাই হইল প্রাচীন জগতের মত। কিন্তু আমেরিকায় তাহার প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক Lester F. Ward, "gynaecocentric theory" প্রচার করিয়াছেন! তিনি জীব-তত্ত্ব হইতে দেখাইয়াছেন যে জীব-জগত সৃষ্টির জন্য নারী হইতেছে বিশেষ উপাদান, সেইজন্য সৃষ্টিতে নারীর স্থান পুরুষের ন্যায় তুল্য; তৎপরে পুরাকালে সমাজে নারীর প্রাধান্য ছিল কিন্তু পুরুষ সংগ্রাম করিয়া নারীকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে। নারী ও পুরুষ উভয়েরই মনোবৃত্তি এবং কার্য্যকারিতা তুল্যভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, উভয়েই তাহা সমানভাবে বিকশিত করিতে পারে।

ইহাই হইল আমেরিকায় নারী বিষয়ে মূলমন্ত্র। স্ত্রীলোক কেবল পুরুষের ভোগের দ্রব্য নহে, তাহার প্রাপ্য অধিকার দিয়া তাহাকে পুরুষের ন্যায় তুল্যভাবে অভিব্যক্ত হইতে দাও, তাহার আত্মাকে সজাগ হইতে দাও, ইহাই হইতেছে স্ত্রীলোক বিষয়ে বর্ত্তমান আমেরিকার অভিমত। যখন নূতন জগতের এবম্প্রকার ধারণা, তখন পুরাতন জগত নিশ্চয়ই গালে হাত দিয়া বলিবে, "এ কি হইল?" ইউরোপের (সোভিয়েট রুষ ব্যতীত) ও আমেরিকার Divorce সম্বন্ধে আইন তুলনা করিলেই উভয় স্থানের নারীর বিষয়ে ধারণার পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। এইজন্যই ইউরোপের নারীরা আমেরিকা পছন্দ করেন, কারণ তাঁহারা বলেন যে স্বদেশে

তাঁহারা নিকৃষ্ট জীবরূপে গণ্য ও উৎপীড়িত হন কিন্তু নূতন জগতে তাঁহাদের স্বাধীকার দেওয়া হয়।

আমেরিকায় স্ত্রীলোকপ্রতি এরূপ সম্মানের অনেক ইতিহাস আছে। তথায় নারী রাজনীতিক অধিকার প্রথম হইতেই প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে প্রথম হইতেই তাহার তুল্য অধিকার হইয়াছিল। যখন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা প্রকৃতির সমস্ত বিঘ্ন উপে· করিয়া ভীষণ অজ্ঞাত অরণ্যানীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করে, তখন স্ত্রীরা তাঁহাদের স্বামীর কার্য্যের সহায়তা করিতেন, তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে প্রকৃতির সহিত তুল্যভাবে সংগ্রাম করিতেন, তৎপর আদিম অধিবাসীদের সহিত স্বহস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া নিজের মান ও গৃহস্থালী রক্ষা করিতেন। তৎকালে স্ত্রী কেবল "female of the species" না হইয়া পুরুষের জীবনের যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইয়াছিল, গৃহে এবং তজ্জন্য সমাজে স্বভাবতই তাহার উচ্চস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ঔপনিবেশিক সময়ে অনেক স্বামীহীনা স্ত্রীলোক এবং অনেক নারী ঔপনিবেশিক যাঁহারা নিজেদের পুরুষ আত্মীয়দের পশ্চাতে পুরাতন জগতে ফেলিয়া আসিয়াছেন, এই সব স্ত্রীলোকেরা স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য স্বহস্তে নানা-প্রকারের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা পুরুষের কার্য্য করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

ইহা ব্যতীত, স্বাধীনতা সমরের সময়ে নারীরা পুরুষদের বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের স্বামী ও পুত্রদের স্বাধীকার ও জাতীয় দাবী বজায় রাখিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন; যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে গাত্রাচ্ছাদনের দ্রব্যাদির আমদানী বন্ধ হইলে তাঁহারা স্বহস্তে বস্ত্রাদি বয়ন করিয়াছিলেন; নিজেদের ভোগ, বিলাসিতা স্বদেশ প্রেমের বেদীর সম্মুখে বলি দিয়াছিলেন। তৎপরের যুগে, কৃষ্ণকায় নিগ্রো-গোলামদের মুক্ত করিবার জন্য অনেক মহিলা উৎসাহের সহিত লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন ও বক্তৃতার দ্বারা জনমত মুক্তির পক্ষে আনয়নের চেষ্টা করিতেন, এবং গোলামীর বিপক্ষে যুদ্ধকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে একজনের নাম জগত প্রসিদ্ধ, তিনি হইতেছেন "Uncle Tom's Cabin" প্রণেতা শ্রীমতী হ্যারিয়েট বিচার ষ্টো (Harriet Beecher Stowe)।

এই প্রকারে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ও জনসাধারণের মধ্যে পুরুষের সহিত পাশাপাশি কর্ম্ম করিয়া অবশেষে রাজনীতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে যখন তাঁহাদের তুল্যাধিকার ও ক্ষমতা দিবার বিপক্ষে পুরুষ দণ্ডায়মান হইল, তখন তাঁহারাও তাহার বিপক্ষে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ফলে আমেরিকায় "women's suffrage movement" প্রবল। আজ পশ্চিমের ষ্টেট সমূহ নারীকে সর্ব্ববিষয়ে সমানাধিকার প্রদান করিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে এখনও তাহা

প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া তথাকার স্ত্রীলোকেরা আন্দোলন সতেজে চালাইতেছেন।

আজ আমেরিকান স্ত্রীলোক সর্ব্বত্র রাজনীতিক তুল্যাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু সে কখনও পুরুষের দাস নহে। স্ত্রী গৃহের কর্ত্তৃ, সংসার স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরামর্শানুযায়ী চালিত হয়, সমাজে নারীর সম্মান বেশী অর্থাৎ স্ত্রীলোককে কোন ভাবে অসম্মান করা বা তাঁহার আসন পুরুষের নিম্নে দেওয়াকে অভদ্রতা বলিয়া গণ্য হয়। রাস্তা ঘাটে, গাড়িতে, রেলেতে প্রভৃতি সাধারণ স্থানে স্ত্রীলোকের স্থান অগ্রে প্রদান করা হয়, "ladies first" মহিলারা সর্ব্ব প্রথমে ইহাই আমেরিকায় স্ত্রীলোক প্রতি পুরুষের ব্যবহারের মূলমন্ত্র ; এই আচরণ chivalry প্রসূত বটে, কিন্তু ইহাতে নারীর কর্ম্মে অপটুতা উৎপাদন করে না। নারী তথায় পুরুষের সহিত বুদ্ধিজীবি সর্ব্বকর্ম্মেই প্রতিযোগীতা করে কিন্তু তাহা বলিয়া কদাপি পুরুষের কাছ হইতে অসম্মান প্রাপ্ত হয় না।

ধনাঢ্যবংশ ব্যতীত অন্যসব শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা আর্থনীতিক বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। এইজন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কোন প্রকারের পেশার কর্ম্ম শিক্ষা করেন। ইহার মধ্যে Typewriting and stenography কর্ম্ম তাঁহাদের একচেটিয়া ; শিশুদের জন্য, নিম্নশ্রেণীর স্কুল সমূহে (primary schools) শিক্ষায় এরূপে

তাহাদের আধিক্য বেশী, সাধারণ পাঠাগার সমূহেও কর্ম্মচারিণী-রূপে তদ্রূপ, তদুপরি স্কুলেও তাঁহারা বর্ত্তমান- এবং পশ্চিমের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তাঁহারা অধ্যাপকরূপে বর্ত্তমান এবং কেহ কেহ ব্যবহারাজীব ও ডাক্তার হইতেছেন ; তৎব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মেও তাঁহারা বিরাজ করিতেছেন। ইহা ব্যতীত শ্রমজীবিক কর্ম্মেও তাঁহারা বিদ্যমান যথা :—রেষ্টুরাণ্ট, কলকারখানা, অনেকস্থলে কৃষি কর্ম্ম ইত্যাদি। এবম্প্রকারে কায়িক শ্রমের কর্ম্ম হইতে অতি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার কর্ম্ম পর্য্যন্ত জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই স্ত্রীলোক বিরাজ করিতেছেন।

আমেরিকান সমাজে স্ত্রীলোকের আধিপত্য বেশী, কারণ তথাকার সমাজ স্ত্রীলোকেই পরিচালিত করেন। মহিলাদের নানাপ্রকারের ক্লাব আছে, তথায় তাঁহারা ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, জনহিতকর কর্ম্মসমূহ বিষয়ে আলোচনা করেন ও নানাবিধ অনুষ্ঠানাদির উদ্যোগ করেন।

তথায় স্ত্রীলোকে নানাবিধ জনহিতকর কর্ম্মে ব্যাপৃত বলিয়াই আমেরিকার সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। নেপোলিয়ানকে একজন ফরাশী শিক্ষয়িত্রী বলিয়াছিলেন যে mother is the maker of the nation (মাতা দ্বারাই একটি জাতি গঠিত হয়) এই সত্য আমেরিকায় বিশেষভাবে প্রযুয্য হয়। আমেরিকান জাতিকে মহৎ করিবার জন্য, আমেরিকাকে সভ্যতার উচ্চশিখরে আনয়ন করিবার জন্য তৎদেশের মহিলারা যেসব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের অবতারণা

করিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। খৃষ্টীয় মিশনারী আন্দোলন হইতে Miss Jane Adams প্রতিষ্ঠিত গরীব শ্রমজীবিদের থাকিবার জন্য Chicagoর Hall House নামক আদর্শ স্থল, ও "Industrial workers of the world" নামক শ্রমজীবি-সংঘের বিখ্যাত কর্ম্মী Mother Jones পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে মহিলারা অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন।

আমেরিকার সর্ব্ব স্ত্রীলোকই লিখিতে পড়িতে পারেন। গরীব শ্রেণীর বালিকারা প্রাথমিক স্কুল পর্য্যন্ত পড়িতে বাধ্য, তৎপরে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোনও পেশাবলম্বন করেন। গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীসম্ভূত বালিকারা সাধারণতঃ matriculation পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ে আর সুবিধা হইলে অনেকে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। অনেক স্থলে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরাও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকই বিবাহ করেন এবং বেশীর ভাগই বিবাহের পর আর অর্থ রোজগারে সময়ক্ষেপ করেন না, নিজের গৃহস্থালীর কর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা জানি যথায় স্ত্রী স্বামীকে অর্থদ্বারা সাহায্য করিবার জন্য বিবাহের পরও অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন।

শিক্ষিতা-স্ত্রী সংসার ধর্ম্মের উপযুক্ত কিনা ইহা লইয়া আমেরিকায় অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে এবং ইহা স্থির হইয়াছে যে শিক্ষিতা নারী স্বামীর কর্ম্মের সহায়স্বরূপহন ও ভাল ভাবে লালনপালন করেন। যে গোষ্ঠীর পিতামাতা

উচ্চশিক্ষিত সেই বংশের সন্তানদেরও বুদ্ধি বৃত্তির অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হয়। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই যে স্ত্রীলোক গৃহস্থালীর কর্ম্মে অমনোযোগী হইবে ইহা সত্য নহে; বরং অনেকে বলেন যে উচ্চ শিক্ষিতা মাতাই আদর্শ মাতা।

আমেরিকায় বিবাহের বয়স সাধারণতঃ ইউরোপ অপেক্ষা বেশী। শেষোক্ত মহাদেশে যখন ১৮।১৯ বৎসর বয়সের কুমারী বিবাহের উপযুক্তা বলিয়া গণ্যা হন আমেরিকায় সেই বয়সে সাধারণতঃ কেহই বিবাহের উপযুক্তা বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন না। আর পুরুষের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া অর্থোপার্জ্জন না করিলে কেহই বিবাহের চেষ্টা করেন না। আমেরিকায় বিবাহ স্বাধীনইচ্ছাপ্রসূত, এই ব্যাপার কেনা-বেচার মধ্যে আসে না এবং যৌতুকদানরূপ উৎপাত নেই; অর্থাৎ বিবাহটি দুইটি যুবক যুবতীর প্রেমের ফলে সংঘটিত হয়, তাহাতে পিতামাতার আপত্তি বা দেনা পাওনার কথা আসে না। অবশ্য ধনকুবেররা স্বীয় কন্যাদের যৌতুক দান করেন কিন্তু বিবাহটি পাত্র বা পাত্রীর স্বাধীন মনোনয়নের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে যে প্রকার বিবাহার্থ পাত্র বা পাত্রী মনোনয়নের জন্য ঘটক নিয়োজিত হয় আমেরিকায় তাহা হয় না, বিবাহেচ্ছুক ব্যক্তি নিজেই স্বীয় জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী অনুসন্ধানে নির্গত হন। ইহা court-ship পদ্ধতি অনুসারে হয়। আমাদের দেশে courtship সম্বন্ধে কুধারণা আছে, ইহা জাতীয় ঘৃণার (race prejudice)

ফলপ্রসূত। প্রত্যেকজাতি মনে করেন যে তাঁহাদের (mores) (রীতিনীতি আচার ব্যবহার) অন্য জাতি অপেক্ষা উত্তম। প্রত্যেক জাতিরই রুচি ও আদর্শ স্বতন্ত্র, সেইজন্য একজাতির অন্যজাতির আচরণ, নীতি ও রুচিকে ঘৃণ্য করিবার অধিকার নাই। Courtship ব্যাপারটি আর কিছুই নয় কেবল একটি যুবক যিনি ভাবী-স্ত্রীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন তিনি তাঁহার পরিচিত সমাজমণ্ডলীর মধ্যে কোন পছন্দসই কুমারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি উক্ত কুমারীর বাড়ীতে যাতায়াত করেন এবং যদি কুমারীর পিতা-মাতা তাঁহার আচার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে তিনি আহারাদিতে নিমন্ত্রিত হন এবং তিনিও থিয়েটার অপেরাতে কুমারীকে নিমন্ত্রণ করেন। এই প্রকারে উভয়ে পরস্পরকে বিশেষভাবে জানিতে পারেন। পরে প্রেমসঞ্চার হইলে যুবকটি বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। ইহাতে কুমারীটির অভিমত থাকিলে উভয়ে বাক্‌দত্তা হন ও পরে একদিন বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই ব্যাপার সংঘটন হইতে অনেক সময় লাগে, অনেকে প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত পরস্পরকে জানিবার চেষ্টা করেন। সেই সময়টাকে বলে she is keeping company অথবা she is going out with him। বিবাহের অগ্রে পর্য্যন্ত এই সময়ে যদি উভয়ের কেহ আর একজনকে অপছন্দ করেন বা দোষ দেখেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং যদি বাক্‌দত্তা হইয়া থাকেন তাহা

হইলে তাহাও ভগ্ন করেন। পাত্রপাত্রী বাক্‌দত্তা হইলে তাহা সংবাদ পত্রে অথবা বন্ধুবান্ধবদের পত্রদ্বারা অবগত করান হয়, শেষে বিবাহটি প্রথমে পুলিশের বিবাহের রেজেষ্টারি অফিসে রেজেষ্টারি করিয়া তাহার পর যাহারা গির্জ্জায় গিয়া ধর্ম্মমতে বিবাহ করিতে চাহেন তাঁহারা তথায় শেষ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। বিবাহের সময় এবং পরে যখন বর-বধু বন্ধু-বান্ধবসহ জলযোগে প্রবৃত্ত হয় (ইহাকে wedding breakfast বলে) তখন বন্ধুরা তাঁহাদের গাত্রে মুড়ি ছড়াইয়া দেন। এ রীতি আমাদের দেশের ন্যায়। ইহার তথ্য উদঘাটন করিবার জন্য আমি একবার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক Thomasকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "খৃষ্টান আমেরিকায় কি প্রকারে আমাদের দেশের ন্যায় বিবাহের সময় চাউলের প্রস্তুত পদার্থ বরকন্যার গাত্রে নিক্ষেপ করার রীতি আসিল ?" উত্তরে তিনি বলেন, "এ প্রথা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে।" চাউল বা মুড়ি নব বিবাহিত ব্যক্তিদের গাত্রে নিক্ষেপ করার অর্থ যে, তাঁহাদের বিবাহ ফলবতী ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হউক।

আমেরিকায় আমাদের সমাজের ন্যায় একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা নাই, বিবাহের পর বরকন্যা পৃথকভাবে গৃহস্থালী স্থাপন করে। তৎপরে সমাজের দশজনের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করে তাহার অর্থ, দশজনকে স্বীয়গৃহে সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাজের মধ্যে নিজের একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট

করিয়া লইবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই স্থানটি ঐ ব্যক্তির ধন, গুণ ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমেরিকায় শ্রেণী-বিভাগ আছে, আবার তাহার মধ্যে বিভিন্ন গণ্ডী আছে, কাযেই উপরোক্ত ব্যক্তির আসন তাহার কৃতিত্বানুসারে ঐ একটি গণ্ডীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয়। তবে ব্যক্তি বিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও হয় কিন্তু তাহা কদাচ ঘটে!

উদ্বাহরূপ জীবনের কর্ম্মটি আমেরিকার সব নারীর ভাগ্যে ঘটে না! অনেকেই আজীবন কুমারী থাকেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে আমেরিকায় কুমারীর সংখ্যা বেশী, ইহার মধ্যে নব-ইংলণ্ডের মাস্যাচুসেটস্ ষ্টেটে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহার নানাবিধ কারণ লক্ষিত হয়। অনেক কুমারী মনোনীত বর প্রাপ্ত হন না বলিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করেন; তাঁহারা বলেন তাঁহাদের Spiritual affinity খুঁজিয়া পান না; তৎপরে অনেকে আর্থনীতিক বিষয়ে স্বাধীন থাকিবার ইচ্ছায় অবিবাহিতা থাকেন। আবার প্রৌঢ় বয়সে কেহ কেহ "Platonic marriage" করিয়াছেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়।

আমেরিকায় বিবাহের শেষ কর্ম্ম ধর্ম্মানুসারে সম্পাদিত হইলেও প্রথমে তাহা বিবাহ-রেজেষ্টারী অফিস হইতে রেজেষ্ট্রারী করিয়া লইতে হইবে। Civil marriage সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। আবার কে কাহার সঙ্গে বিবাহ করিতে পারে সে বিষয়ে বিভিন্ন ষ্টেটে বিভিন্ন আইন!

পশ্চিমের কোন ষ্টেটে আদিম অধিবাসী, প্রাচ্যদেশীয় ও নিগ্রোর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গিণীর বিবাহ হইতে পারে না, আবার কোন কোন ষ্টেটে পিতৃব্য সন্তানদের মধ্যে (first cousin) বিবাহ নিষিদ্ধ। আবার কোন কোন ষ্টেটে Common law marriage প্রচলিত আছে, অর্থাৎ যদি কোন পুরুষ ও নারী আইনানুযায়ী বিবাহ না করিয়া আজীবন স্বামী স্ত্রীরূপে থাকে তাহা হইলে এই পুরুষের পরলোকান্তর উক্ত প্রকার স্ত্রী তাঁহার সম্পত্তির নাকি অধিকারিণী হন। অবশ্য এবম্প্রকারের স্ত্রী পুরুষ সমাজের বাহিরে জীবন যাপন করেন, সমাজ এবম্প্রকারের সম্পর্ক গ্রাহ্য করিয়া লয় না।

অন্যদিকে, Divorce সম্বন্ধে বিভিন্ন ষ্টেটে বিভিন্ন আইন। ইহার মধ্যে পশ্চিমের নেভাডা ষ্টেটে রেনো (Reno) নামক স্থানে divorce অতি সহজে সম্পাদিত হয়! আমেরিকায় বিবাহরূপ অনুষ্ঠানটি যে প্রকার নানাবিধ কুলাচার ও সামাজিক রীতির বন্ধন হইতে মুক্ত, ফারখৎ (divorce) অনুষ্ঠানটিও সে দেশে ইউরোপাপেক্ষা অনেক সহজ। লোকে বলে আমেরিকায় ফারখৎ বিবাহের শতকরা হিসাবে ইউ-রোপাপেক্ষা বেশী! কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দেশের মহিলারা শিক্ষায় বেশী অগ্রগামী ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে পরোক্ত দেশ হইতে বেশী স্বাধীন বলিয়া, এবং ফারখৎ সম্বন্ধে প্রাচীন আইনের নানাবিধ বেড়াজালের অভাব বলিয়া, আর স্ত্রীলোক সম্বন্ধে

আমেরিকায় অন্য প্রকারের ধারণা থাকায়, তথায় Divorce গ্রহণ করা অনেক সহজ।

আমেরিকার সমাজ নারী দ্বারা পরিচালিত হয়, সমাজে নারীর প্রাধান্য বেশী। যত সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড স্ত্রীলোকের দ্বারা চালিত ও নিষ্পাদিত হয়। সমাজে একটা জনমত নারীর দ্বারাই সৃষ্ট হয়; কাহাকে "জাতে ঠেলিতে হইবে, কাহাকে জাতে লইতে হইবে"; কি নূতন সামাজিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা উদ্ভব করিতে হইবে, কি প্রকারের সামাজিক রীতি-নীতি অবধারণ করিতে হইবে; কি প্রকারের ফ্যাসান সমাজে চালাইতে হইবে ইত্যাদি মহিলাদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকান সমাজে কি প্রকারের etiquette মানিয়া চলিতে হইবে তাহার standard পুস্তকসমূহ নামজাদা ধনাঢ্য বংশীয় মহিলা সমাজনেতৃদের (society ladies) দ্বারাই লিখিত হয়। তাঁহারা social etiquette সম্বন্ধে যে প্রথ অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া বর্ণনা করেন সমাজ তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লয়।

তৎপরে যত প্রকার club, philanthrophc ও social service, Eugenics, Hygiene প্রভৃতির প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তাহা সবই বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। জাতির উন্নতিকল্পে মদ্য ও ধূমপান নিবারিনী আন্দোলন, শিশুদের (Kindergarten ও Froebel, Montessorieর পদ্ধতি প্রচলিত হইতেছে) শিক্ষার

আন্দোলন এবং নানাপ্রকার জনহিতকর আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি আমেরিকার নারীর দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। আর স্বজাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সোপানের সহায় হইবার জন্যই এই অভিব্যক্তির ধারা ধরিয়া নারী আমেরিকায় পুরুষের ন্যায় সমান রাজনীতিক অধিকারের দাবী করিতেছে।

বর্ণ-বিদ্বেষ

আমেরিকায় বর্ণ-বিদ্বেষ আছে অর্থাৎ ইউরোপীয় বংশজাত শ্বেতচর্ম্মী ঔপনিবেশিকেরা অন্য রং-এর জাতিসমূহের বিপক্ষে বিদ্বেষ পোষণ করে। এবম্প্রকার বিদ্বেষ কোনস্থানে জাতি-বিদ্বেষরূপে প্রকাশিত হয়, এবং কোনস্থলে রং-বিদ্বেষরূপে বিরাজ করে। রং-বিদ্বেষের নাকাপ্রকারের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে যথাঃ—আধ্যাত্মিক, জীব-তত্ত্বিক, মনস্তত্ত্বিক, দার্শনিক, সমাজ-তত্ত্বিক, নৃতত্ত্বিক, রাজনীতিক, সভ্যতা সম্বন্ধীয় এবং সর্ব্বশেষে আজকাল কেহ কেহ আর্থনীতিক ব্যাখ্যাও দিতেছেন যাহা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়। এবিষয়ে পরে অলোচনা করিব।

একজন অ-শ্বেতচর্ম্মী এসিয়াবাসী বা আফ্রিকাবাসী আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যে পদার্পণ করিলে তাহার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ হয় যে তাহার পক্ষে প্রায়ই হোটেলে অথবা গৃহস্থের বাড়ীতে বাস করিবার জন্য ঘর ভাড়া করা মুস্কিল হয়। রেষ্টুরান্টে আহার করিতে যাইলে ফিরাইয়া দেয়, নাপিতেরা দোকানে তাহার হাজামতি করিতে অস্বীকার করে, থিয়েটারে অতি উচ্চদরের স্থানের জন্য টিকিট ক্রয় করিতে পাওয়া যায়

না, অনেক বায়োস্কোপে ঢুকিতে পায় না ইত্যাদি। অবশ্য এসকলের ব্যতিক্রম আছে, তবে তাহা ব্যক্তি বিশেষের কপালের উপর নির্ভর করে। যদি এই প্রাচ্য দেশীয়-ব্যক্তিটি গৌরবর্ণের হন, তাহা হইলে তিনি দক্ষিণ ইউরোপীয় কোন জাতি সম্ভূত এই ভ্রান্ত ধারণার সুযোগে গোলেমালে রংএর গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারেন। কিন্তু শ্যামবর্ণ দক্ষিণ এসিয়াবাসীর কপালে গলাধাক্কা খাওয়াই সচরাচর ঘটে। কিন্তু যথায় বাড়ীওয়ালী বরাবরিই এবম্প্রকারের লোক বাড়ীতে ভাড়াটিয়া রাখিয়াছে, অথবা নাপিত বা রেষ্টুরাণ্ট-স্বামী এই প্রকারের লোকদের সহিত পরিচিত আছে সেস্থলে আগন্তুকের আর গোল হয় না। কিন্তু অজ্ঞাত স্থলে প্রাচ্যীয় আগন্তুকের মুস্কিল হয়। এবিষয়ে দুঃখের কথা এই যে এবম্প্রকার অবমাননার জন্য আইন আদালত নাই। কেবল বষ্টন ও চিকাগোতে রং লইয়া বিদ্বেষ বা বিভিন্ন ব্যবহার দেখাইলে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইজন্য সচরাচর ওখানে খুঁটিনাটি লইয়া প্রাচ্যীয় বিদেশীকে অবমানিত হইতে হয় না। কিন্তু অবমাননাকারীর পক্ষে এ আইন হইতে বাঁচিবার জন্য অনেক কৌশলও আছে, আর এই প্রকারের অপমানিত হইয়া কেইবা আদালতে মকদ্দমা করিতে যাইবে, কারণ ও প্রকার ঘটনা তাহার জীবনে আমেরিকায় অজস্রই ঘটিবে, সেইজন্য কিল খাইয়া কিলচুরি করিতে হয়।

রং-বিদ্বেষ নানা প্রকারের আছে :—একজন শ্যামবর্ণীয়

এসিয়াবাসীর পক্ষে যাহা অসাধারণ ঘটনা আফ্রিকার নিগ্রো জাতি সম্ভূত কৃষ্ণকায় আমেরিকানদের পক্ষে তাহা নিত্ত-নৈমিত্তিক ব্যাপার। একজন প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিকে যখন লোকে জানিবে যে সে বিদেশীয় তখন কোনস্থলে আদর পাইবে এবং সর্ব্বস্থলেই tolerated হইবে; কিন্তু নিগ্রোবংশোদ্ভব ব্যক্তি কখনও রং এর গণ্ডির বাহিরে আসিতে পারিবে না। আমার বোধহয় নিগ্রোর পক্ষে সমগ্র আমেরিকা (উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত) একটি নরক বিশেষ। তবে শুনিয়াছি যে ব্রেজিলে তাহার ব্যতিক্রম হয় কারণ তৎদেশের অধিবাসীরা মিশ্রিত জাতি, সেজন্য রং বিদ্বেষ প্রকট হইতে পারে না, নিগ্রোর বিপক্ষে তথায় সামাজিক ও আইনেরতাড়না বা ভেদ ভাব নাই। কিন্তু জানি না তথায় খাঁটি শ্বেতাঙ্গ বংশীয়দের সমাজে নিগ্রো বংশীয় লোক কি ভাবে গৃহিত হয়। তৎপরে দক্ষিণ এসিয়াবাসীর বিপক্ষে যে প্রকারের-রং-বিদ্বেষ পূর্ব্ব এসিয়াবাসীর বিপক্ষে অন্য প্রকার। দক্ষিণ এসিয়াবাসী বিশেষতঃ ভারতবাসীকে সাধারণতঃ অজ্ঞলোকে নিগ্রো-বংশোদ্ভব বলিয়া ভ্রম ক্রমে অবমাননা করে, কিন্তু পূর্ব্ব এসিয়া-বাসীকে লইয়া সে ভ্রম হয় না সেস্থলে বিদ্বেষ জাতি বিদ্বেষে পরিণত হয়; আবার পশ্চিম এসিয়ার শ্বেতচর্ম্মীর অধিবাসীদের বিপক্ষে রং-বিদ্বেষ নাই এবং যদি তাহারা খৃষ্টান হয় তাহা হইলে সাধারণতঃ কোন বিদ্বেষই লক্ষিত হয় না; তত্রাচ সামাজিকভাবে inferior race বলিয়া ঘৃণ্য হয়। একজন

শ্বেতচর্ম্মী তুর্ক বা ইরাণীর বিপক্ষে রং-বিদ্বেষ পরিচালিত হইবে না। কিন্তু সে বিধর্ম্মী, নিম্নজাতি, অর্দ্ধসভ্য ইত্যাদি সামাজিক তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা ভোগ করিবে। অবশ্য এস্থলে সাধারণতঃ যাহা লোকের মনের ভাব তাহাই বলিতেছি, ইহার ব্যতি-ক্রমতাও আছে এবং অনেক প্রাচ্যদেশীয় লোক আমেরিকার সমাজে সমাদৃত হইয়াছেন ও হইতেছেন। এসব বিষয় ব্যক্তি-গত ব্যাপার এবং বিদেশীর ব্যক্তিত্বের উপর সমস্ত নির্ভর করে।

আমেরিকার নিগ্রোজাতির একজন প্রসিদ্ধনেতা Dr E. Dubois বলিয়াছেন, বর্ণ সমস্যাই হইতেছে বিংশ শতাব্দীর সমস্যা; আমেরিকার নিগ্রোজাতি তাঁহাদের সমস্যাকে এই ভাবেই রাখিতেছেন। এই বিষয়ে আমি বার্লিন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক Prof Edward Meyer এর সঙ্গে তর্ক করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহা বিংশ শতাব্দীর সমস্যা নহে, তবে আমেরিকায় থাকিলে এই ভাবেই প্রতীয়মান হইবে বটে কিন্তু ইউরোপে এ সমস্যা নাই।" কথাটা এই যে এই সমস্যাটিই পৃথিবীর নানাস্থানে নানারূপে বিরাজ করিতেছে ইহা হইতেছে মুষ্টিমেয় সম্পত্তিশালী লোক দ্বারা অগণিত সম্পত্তিহীন গরীবদের শোষণ নীতি। আমেরিকায় কৃষ্ণকায়-জাত ক্রীতদাসরূপে ধনীদের plantationএর কার্য্য করিবার জন্য আফ্রিকা হইতে আনিত হইয়াছিল; তাহারা ভারবাহী জন্তুরূপে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে যদিও তাহাদের মুক্তিদান

করা হইয়াছে কিন্তু এখনও তাহারা দাসরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। তাহারা রং-বিদ্বেষ জন্য শ্বেতকায় শ্রমজীবি ও চাকর-শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগীতায় সমকক্ষ না হইতে পারায় সর্ব্বত্রই সস্তায় কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। শ্বেতাঙ্গদের নিকট তাহারা exploitation-এর বস্তু। তাহাদের exploit করিবার জন্যই আনা হইয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের সেইভাবে ব্যবহৃত হইতেছে যদিচ অন্য আকারে।

সর্ব্বপ্রথমে নিগ্রোর প্রতি বর্ণ-বিদ্বেষ ছিল না। কথিত আছে যে নব-ইংলণ্ডের কোন একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি তাঁহার নিগ্রো ক্রীতদাসকে স্বীয় গ্রামে সর্ব্বপ্রথমে আনিবার সময় নিজের সঙ্গে অশ্বোপরি আরোহন করাইয়া আনিয়াছিলেন। তখন নিগ্রো দেখিবার একটি অদ্ভুত জীব ছিল! পরে যখন নিগ্রো-গোলামের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল ও তাহাকে ভারবাহী পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হইতে লাগিল, তখন তাহার প্রতি ঘৃণাও বাড়িতে লাগিল। আর নিগ্রো অশিক্ষিত ও অচতুর বলিয়া এই ঘৃণা ইন্ধন স্বরূপ কার্য্য করে। আবার দুঃর্ভাগ্যবশতঃ নিগ্রো তাহার মনিব হইতে অন্য বর্ণের! Race-psychology অনুসারে এক বর্ণের জাতি বিভিন্ন বর্ণের জাতির বৈচিত্রতাকে অপছন্দ করার মনোবৃত্তি এস্থলে কার্য্যকরী হয়। মনিবের স্বীয় গোলামের প্রতি সামাজিক ঘৃণা স্বাভাবিক, আর ঘটনাচক্রে সেই গোলাম যদি আবার বিভিন্ন বর্ণের হয় তাহা হইলে সেই ঘৃণাটি তাহার

বর্ণের প্রতিও প্রযুয্য হয় এবং শেষে বর্ণ-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি যে আমেরিকায় পূর্ব্বে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস ছিল, তাহারা কিন্তু মুক্ত হইয়া কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস মুক্ত হইয়া একটি বিষম সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে।

নিগ্রো যখন ক্রীতদাস ছিল তখন সে কোন সমস্যার উদ্ভব করে নাই। সে জন্তুর মধ্যে পরিগণিত হইত। সে plantationএ কর্ম্ম করিত, pork and beans পেট ভরিয়া খাইত, log cabinএ নিদ্রা যাইত। সে কোন সঙ্গিণী নিগ্রো ক্রীতদাসীর সহিত মিলিত হইয়া যদি পুত্রোৎপাদন করিত তাহা হইলে ভেড়া গরুর মত তাহার মনিবের মূলধন বৃদ্ধিই করিত, এবং জীবনান্তে তথায় তাহার কবর হইত। এবম্প্রকার জীবন যাপনে সে একটা সমস্যার উদয় করে নাই। কিন্তু যখন উত্তর আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের (:civilwar) ফলে দক্ষিণের নিগ্রো গোলামদের মুক্ত করিয়া শ্বেতাঙ্গদের সহিত সমান অধিকার দিল, তখনই একটা সমস্যার উদয় হইল! সেই সময়ে দক্ষিণে পূর্ব্বেকার ক্রীতদাসেরা ভোটের জোরে senators প্রভৃতি হইতে লাগিল, রাজনীতিক সব উচ্চপদে অধিরোহণ করিতে লাগিল, কিন্তু অজ্ঞতার জন্য উত্তরের ধূর্ত্ত yankee Carpet baggerদের হাতে পড়িয়া তাহাদের দ্বারা exploited হইতে লাগিল। দক্ষিণ বিজয়ের পর উত্তর হইতে যত ধূর্ত্ত প্রতারকের দল আমাদের দেশের

"লোটা কম্বলওয়ালাদের" ন্যায় কেবলমাত্র কার্পেট ব্যাগ হস্তে করিয়া দক্ষিণে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য দলে দলে যাইতে লাগিল। তাহারা তথায় গিয়া নিগ্রোদের বন্ধু সাজিয়া সেই অশিক্ষিতদের নানাপ্রকার প্ররোচনায় ফেলিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করিতে লাগিল। ইহাতে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ সমাজের সমূহ ক্ষতি হয়। উত্তরের লোকেরা পশ্চাতে থাকিয়া নিগ্রোদের দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গদের বিপক্ষে বিদ্বেষ বাড়াইয়া তাহাদের প্রতি নবপ্রদত্ত রাজনীতিক অধিকারের অপব্যবহার করাইয়া নিজেদের স্বার্থসাধন করিত। ইহাতে দক্ষিণের নিগ্রো বিদ্বেষ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়। পরে দক্ষিণ যখন আবার শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন ও শক্তিশালী হইল তখন ছলে বলে কৌশলে নিগ্রোদের franchise কাড়িয়া লয়! দক্ষিণে নিগ্রো আজ আবার "যে তিমিরে সেই তিমিরে"!

এই প্রকারে কৃষ্ণকায় গোলামের প্রতি ঘৃণা হইতে নিগ্রো জাতির বিপক্ষে বিদ্বেষ হইয়াছে এবং স্ববর্ণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে। তথায় শ্বেতাঙ্গ-মনিব ও কৃষ্ণকায় দাস এই সম্পর্কের জন্য একটি মনঃস্তত্ত্বের উদয় হইয়াছে যে, শ্বেতাঙ্গব্যক্তি মনুষ্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠজীব ও সর্ব্ব-মানবোচিত গুণের আকর এবং কৃষ্ণকায় অতি নীচ জীব। এমন কি এই কৃষ্ণকায় গোলামদের এক সময়ে আমেরিকানেরা মনুষ্য পদ-বাচ্য করিত না! আমেরিকায় কথিত হয় যে "আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের" অগ্রে যখন উত্তর দাসপ্রথা উঠাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা

করিতেছিল, সেই সময়ে দক্ষিণের প্রধান নেতা ও রাজনীতিককার Calhoun এই সমস্যাদ্বারা সন্তাড়িত তাঁহার বিবেককে আশ্বস্ত করিবার জন্য ইউরোপের বৈজ্ঞানিকদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, "নিগ্রো কি প্রকারের জীব?" ইহার উত্তরে তৎমহাদেশের পণ্ডিতেরা বলেন যে, "নিগ্রো মানবাকৃতি বিশিষ্ট বটে কিন্তু সে মানব নহে!" ইহাতে Calhoun সান্ত্বনা পাইয়া ক্রীতদাস রাখার পদ্ধতি সমর্থন করেন! ইহার পশ্চাতে ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যা ইহা ছিল যে, দক্ষিণের planterদের তুলার চাষের জন্য বিনাবেতনে মজুরের বিশেষ আবশ্যক ছিল; নিগ্রো গোলাম প্রথা তাহা পূরণ করিত, তদ্ব্যতীত গোলামেরা আবার বংশবৃদ্ধি করিলে মূলধনীর গরুবাছুর বৃদ্ধির ন্যায় মূলধন বৃদ্ধি হইত। একটা গোলামের মূল্য ১০০০ ডলার। সে কেবল খাইতে ও শুইতে পাইবার বিনিময়ে সমস্ত জীবন শ্রম করিয়া মনিবের চাষের আয় বাড়াইয়া দিতেছে, তৎপর সে যদি আবার দুই একটি পুত্রকে ইহজগতে আনয়ন করিতে পারে তাহা হইলে মনিবের দুই এক হাজার ডলার মূলধন আরও বর্দ্ধিত হয়। যাহার দশটা গোলাম থাকিত তাহার দশ হাজার ডলার net capital (খাঁটি মূলধন) আছে বলিয়া গণ্য হইত। সেইজন্য এ হেন লাভকর প্রথা উঠাইতে দক্ষিণ রাজী হয় নাই। সেই জন্যই তাহার নেতারা নিজেদের বকধার্ম্মিক বিবেককে প্রবোধ দিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের আশ্রয় লইত। অন্যদিকে

ধর্ম্মযাজকগণ (Church) দাসপ্রথা সমর্থন করিত। ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে প্রাচীনকাল হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ চিরকালই দাসপ্রথা সমর্থন করিয়া আসিয়াছে।

এ হেন দাসপ্রথার উচ্ছেদ হইলে নিগ্রোবিদ্বেষ বর্ণ-বিদ্বেষে পরিণীত হয় তৎপর, আমেরিকার শ্বেতাঙ্গেরা অ-শ্বেত জাতিদের মধ্যে, তথাকার আদিম অধিবাসীদের ও নিগ্রোদের জানিত। প্রথমদের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল, দ্বিতীয়দের গোলামীত্বে রাখিয়াছিল। তাহারা নিজেদের সমকক্ষ কোন অ-শ্বেতচর্ম্মী জাতির সংস্পর্শে তখন আসে নাই কাজেই সমস্ত "রঙ্গীন" জাতি "হীন" বলিয়া পরিগণিত হইত। এবম্প্রকারে একটি বিশিষ্ট জাতির প্রতি ঘৃণা হইতে বর্ণ-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং এক্ষণে এই বর্ণ-বিদ্বেষ সমস্ত অ-শ্বেতচর্ম্মী জাতিদের বিপক্ষে নিয়োজিত হইতেছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্যীয় মলিন বর্ণের জাতি সমূহের বিপক্ষে একটা বিদ্বেষ যে ছিল তাহার নজীর নাই। ইহা কথিত আছে যে তৎকালে আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট মিসিসিপি উপত্যকার খালি জমিতে কৃষিকার্য্য করাইবার জন্য প্রাচ্য হইতে ঔপনিবেশিকদের তথায় বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, কারণ তৎকালে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকের বন্যা বিশেষ প্রবল ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ কালে ইউরোপ হইতে প্রচুর শ্বেতকায় শ্রমজীবি ঔপনিবেশিক আমেরিকায় আসায় আর প্রাচ্য দেশীয় "রংঙ্গীণ" ঔপ-

নিবেশিকের প্রয়োজন হয় নাই। এবং প্রাচ্যিয়দের সেদেশ আর চাহে নাই। এই শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকেরা আমেরিকায় আসিয়া যখন তথাকার অ-শ্বেতচর্ম্মীদের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা করিতে লাগিল, তখন হইতে তাহারা বিশেষ ভাবে রং-বিদ্বেষ ভাবাক্রান্ত হয়। এই ঔপনিবেশিকেরাই রং-বিদ্বেষ চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলে ও ভীষণতর করিয়া তোলে। আইরিশেরা যখন নিউইয়র্কে আসে তখনই নিগ্রোদের দেখিয়া রং-বিদ্বেষাক্রান্ত হয়, এবং এই আই-রিশেরাই কার্লিফোর্ণিয়া অঞ্চলে চীনেদের ঘোর বিপক্ষে ছিল ও তাহাদের "bluddy furriner" বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে, যেসব কলকারখানাতে বুলগেরিয় জাতি সমূহ কর্ম্ম করে তথায় এক অ-শ্বেতচর্ম্মীর স্থান নাই। ইউ-রোপের এই ঔপনিবেশিকেরা নিষ্পীড়িত, পদদলিত গণ শ্রেণী সম্ভূত, ইহারা দেশে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস সেবন করে নাই, ইহাদের মনঃস্তত্ত্ব দাসের মনঃস্তত্ত্ব। আমেরিকায় আসিয়া ইহারা নিজের গাত্রবর্ণের অধিকতর মূল্য আবিষ্কার করে এবং সেই সুবিধার প্রভাবে নিগ্রো প্রভৃতি অন্যান্য দাস শ্রেণী সম্ভূত লোকদের প্রতি ঘৃণা ও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে; কারণ দাসই দাসকে উৎপীড়ন করে!

এবম্প্রকারে মূর্খ বিদেশীরা তথাকথিত "রংগীণ" বর্ণের লোকদের মধ্যে যে গাত্রবর্ণের ও জাতিগত পার্থক্য আছে তাহা বোধগম্য করিতে না পারিয়া একটা সার্ব্বজনীন রং-

বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। আমেরিকায় একেই জাতি-বিদ্বেষ ছিল, তৎপর তাহা রং-বিদ্বেষ পরিণত হয়। আর এই সব শ্বেতচর্ম্মীদের সন্তান সন্ততিগণ এই বিষ পুরুষানুক্রমিক সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া সমাজে তাহা ছড়াইতেছে। এইজন্যই আজ অ-শ্বেতচর্ম্মীদের বিপক্ষে বিদ্বেষ নানাপ্রকারে ফুটিয়া উঠিতেছে। আমেরিকায় জাতি বিশেষের প্রতি ঘৃণা পরে বিদ্বেষে পরিণত হয় ও আর্থনীতিকক্ষেত্রে প্রতিযোগীতার জন্য তাহা সার্ব্বজনীন রং-বিদ্বেষে পরিণত হয়। আজ রং-বিদ্বেষের নানাপ্রকার জীব-তত্ত্বিক, নৃ-তত্ত্বিক, সমাজ-তত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক, মনঃতত্ত্বিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রভৃতি ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে। কেহ কেহ জীব-তত্ত্বিক বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া বলেন যে, Germ-plasm হইতেছে Heredityর মূল, আর বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র, অতএব আমেরিকায় শ্বেতজাতির Germ-plasmএ অন্য চরিত্রের জাতির Germ-plasm মিশ্রিত হইলে বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের ফলে শ্বেতজাতির অবনতি ঘটিবে। কেহ সমাজ তত্ত্বের দোহাই দিয়া উচ্চজাতি ও নিম্নজাতির মিশ্রণের বিপক্ষে বলেন; কেহ বা আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া বলেন যে, শ্বেতজাতিই সর্ব্বগুণের আকর ও মানব উৎকর্ষতার আদর্শ! অর্থনীতি-তত্ত্ব দিয়া কেহ কেহ বলেন, নিম্ন প্রাচ্যীয় জাতিদের সংসার নির্ব্বাহের খরচাদির (standard of living) মাপ কাটি বড় নিম্ন, সেইজন্য অ-শ্বেতচর্ম্মী শ্রমীকেরা সস্তায় কর্ম্ম করিয়া শ্বেতকায় শ্রমীকদের সহিত প্রতিযোগীতা করিলে শ্বেতকায়দের

সভ্যতার অনিষ্ট হইবে, অতএব অ-শ্বেতকায় শ্রমীকদের আমেরিকায় ঢুকিতে দেওয়া অনুচিত। এই ব্যাখ্যাটি যথার্থই কালিফোর্ণিয়ার একটী সোসালিষ্ট কনফারেন্সে গৃহিত হইয়াছিল। এবম্প্রকারের নানাবিধ অদ্ভুত ব্যাখ্যা ক্রমাগতই রং-বিদ্বেষের বিপক্ষে প্রদান করা হইতেছে। আমেরিকায় ইহা অভ্রান্তসত্য বলিয়া গৃহিত হইয়াছে যে, শ্বেতকায় জাতি মানবের মধ্যে দেবতা আর ইউরোপ হইতে যে আসে সতঃসিদ্ধ সে শ্বেতকায় ব্যক্তি, স্বদেশে তাহার যে আসনই থাকুক না কেন সে আমেরিকায় পদার্পণ করিলেই তাহার স্থান দেবকুলে নির্দ্দিষ্ট হইবে। আর পশ্চিম-এসিয়া ও উত্তর-আফ্রিকার শ্বেতকায় ব্যক্তিরাও এই শ্বেতবর্ণ-দেবত্ব theoryর মাহাত্মে গোলেমালে দেবকুলে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে যদি সে খৃষ্টান হয়। অবশ্য এই দুই মহাদেশের শ্বেতচর্ম্মীরা সাধারণে রং-বিদ্বেষ জনিত নির্য্যাতন ভোগ করে না কিন্তু অখৃষ্টান হইলে সমাজে তাহাদের শ্বেতচর্ম্ম ততটা আনুকূল্য করে না। এই শ্বেতচর্ম্ম-দেবত্ব theoryর ফলে এসিয়ার স্তাম্বুল হইতে ইরাণ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের লোকেরা আমেরিকায় নাগরিকের অধিকার প্রাপ্ত হয় কারণ তাহারা শ্বেতচর্ম্মী অতএব শ্বেতজাতির অন্তর্গত।

এই প্রকারে নানাপ্রকারের উদ্ভট মত দ্বারা যে সব জনমত ও আইন করা হয় তাহা বিজ্ঞান ও অন্য কোন তত্ত্বের বিচারের ভিতর আনা যায় না। যথার্থ বৈজ্ঞানিকেরা এসব

কথায় হাস্য করেন। তাঁহারা বলেন, এসব ব্যাপার রাজনীতির অন্তর্গত, বিজ্ঞান এই সব কথা বলে না। এইজন্যই ভারতবাসীদের নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার সময় আদালত বলিল, শ্বেতকায় মনুষ্যের (white man) অর্থ বিচারের সময় কোন লোকের মূলজীবজাতীয় (racial) উৎপত্তির কথা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, সেই লোকটীর যথার্থ গাত্রবর্ণ দেখিয়াই (man's skin-color as it looks) তাহা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কিন্তু ইহা একটি ঘোর অবৈজ্ঞানিক কথা। কারণ মধ্য ইউরোপে অনেক brown বর্ণের ও দক্ষিণ ইউরোপে অনেক darkbrown বর্ণের লোক আছেন যাঁহাদের ভারতীয় পোষাকে পরিহিত করাইলে এদেশের রাস্তায় ভারতীয়দের সহিত পৃথক করা মুস্কিল, আর অনেক ভারতীয় আছেন যাঁহাদের ইউরোপীয় পরিচ্ছদে তৎমহাদেশীয় বলিয়াই বোধগম্য হইবে। ফলে ইহাই হইয়াছে যে আমেরিকায় শ্বেতকায় জাতি বনাম রঙ্গীণকায় জাতি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে ও তাহা ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার ন্যায় প্রত্যেক আমেরিকানের মস্তিস্কে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে। অবশ্য রঙ্গীণজাতি অর্থে তথায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এসিয়ার অধিবাসীরা ও আফ্রিকার কৃষ্ণ ও মলিন বর্ণের লোকদের বুঝায়।

আসলে এই ঝগড়াটি আর্থনীতিক কলহ। আমেরিকানেরা বলেন যে রঙ্গীণ লোকেরা অল্প অর্থে জীবন নির্ব্বাহ

করিতে পারে তজ্জন্য তাহারা অল্পাহারে কার্য্য করিতে পারে ও তদ্বারা শ্বেতকায় কর্ম্মীদের কার্য্য হইতে হটাইয়া দিতে পারে। রঙ্গীণদের সহিত প্রতিদ্বন্দীতায় শ্বেতচর্ম্মীরা পরাস্ত হইবে, অতএব রঙ্গীণদের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখ। ইহা হইল negativeদিকের কথা আর positive দিয়া শ্বেতচর্ম্মী পণ্ডিতেরা বলেন যে, রঙ্গীণ লোকেরা পৃথিবীর অনেক সুন্দরাংশ বৃথায় দখল করিয়া বসিয়া আছে, শ্বেতকায় জাতি তাহা নন্দন কাননে পরিণত করিতে পারে কারণ বিজ্ঞান শেষোক্তদের সহায়ক; অতএব "controi of the tropies", "whitemans burden" প্রভৃতি মতের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এইসব মতের বড়ই সোরগোল উঠিয়াছিল! এই সময়ের একজন সোরগোল কর্ত্তা বিখ্যাত ফরাসী লেখক Gustave Lebon বড়ই চেঁচামেচি করিয়াছিলেন যে, এসিয়ার রঙ্গীণ লোকদের সস্তায় কর্ম্মের সহিত প্রতিযোগীতায় শ্বেতকায় ব্যক্তিরা পরাজিত হইবে, তাহা হইলে সভ্যতার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, অতএব সাবধান হও। অন্যদিকে, তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ধ্বনী উঠিল যে, রঙ্গীণ লোকদের exploit (শোষণ) কর, তাহারা জগতের অনুপযুক্ত জাতি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই নীতিকে biological law of survival of the fittest (জীবন সংগ্রামে উপযুক্তের আত্মস্থাপনারূপ জীবতত্ত্বীয় আইন) বলিয়া অভিষিক্ত করিয়াছেন।

আমেরিকার বিখ্যাত মহিলা কবি শ্রীমতী Ella Wheeler Wilcox পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া এই সংগ্রামের ফলকে কবিতাতে নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"যখন শ্বেতকায় ব্যক্তি রঙ্গীণকায় ব্যক্তির দেশে যায়, তখন সে জঙ্গলকে বাগানে পরিণত করে। তথায় শ্বেতকায়ের শ্রীবৃদ্ধি ও রঙ্গীণকায়ের মরণ হয়। It is sad, but it is true"! এই সব কারণেই বলিতে হয় যে, ডুবোয়া মহাশয়ের উক্তি "the problem of the twentieth century is the problem of color" ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

ফলে ইহা দেখা গেল যে, বর্ণ-বিদ্বেষ ও বর্ণ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যাই দেওয়া হউক না কেন মূলতঃ ইহা শ্বেতজাতির রঙ্গীণ জাতির প্রতি ভয়প্রসূত। আমেরিকার অভ্যন্তরে শ্বেতজাতি নানাপ্রকারের আইনের গণ্ডী দিয়া নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে। তথাকার দক্ষিণে নিগ্রোদের পর্য্যটনের জন্য Jim crow carএর ব্যবস্থা আছে। হোটেল রেষ্টুরাণ্ট, ক্ষৌর কর্ম্মের স্থান, সাধারণ স্নানাগার, থিয়েটার ও কিনোমাটোগ্রাফ, গান-বাদ্যাদির স্থান প্রভৃতিতে কৃষ্ণবর্ণের লোক সমূহের তথায় প্রবেশ নিষেধ। রঙ্গ-বিদ্বেষ জন্য "রঙ্গীণ" এসিয়াবাসীও সেই সব স্থানে সাধারণতঃ প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। তথায় কৃষ্ণকায়েরা শ্বেতাঙ্গিণীকে বিবাহ করিতে পায় না। পশ্চিমেরও অনেক স্থানে প্রাচ্যীয়

রঙ্গীণ লোকদের সহিত শ্বেতাঙ্গিণীর বিবাহ নিষেধ হইয়াছে, ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই উক্ত প্রকারের সাধারণ স্থানে তাহাদের প্রায়ই প্রবেশাধিকার লাভ করিতে নিরস্ত হইতে হয়। শ্বেতজাতি এবম্প্রকারে সেদেশে নিজের দুর্ব্বল অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। সাধারণে ইহাকে তাহাদের দেবত্ব অনুযায়ী প্রভূত্ব রক্ষার চেষ্টা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দুই চারিজন সমঝদারও তথায় আছেন যাঁহারা ইহাকে নিজেদের দৌর্ব্বল্যতা গুপ্ত করার চেষ্টা মাত্র বলিয়া অভিহিত করেন! তাঁহারা বলেন, এবম্প্রকারের প্রাচীর উত্তোলন করিয়া নিজেকে বাঁচান অর্থে ইহাই স্বীকার করা হয় যে, প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে শ্বেতজাতি রঙ্গীণ জাতিপেক্ষা দুর্ব্বল। কথাটা অতি ধ্রুব সত্য। পৃথিবীর যথায় শ্বেতজাতি রাজশক্তি হস্তে পাইয়া নানাপ্রকারে আইনের বন্ধন দিয়া রঙ্গীণ জাতি হইতে নিজেকে পৃথক রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, তথায় শ্বেতজাতি কেবল নিজের দৌর্ব্বল্য দেখাইতেছে।

আমেরিকার রঙ্গীণ-জাতির প্রতি শ্বেতজাতির এবম্প্রকারের রঙ্গ-বিদ্বেষ স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক বলিয়া গণিত হয়। আমেরিকার Immigration Department কালি-ফোর্ণিয়াগত ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের বিষয় রিপোর্ট করিবার কালে লিখিয়াছিল যে তৎস্থানের শ্বেত অধিবাসীরা এই ঔপনিবেশিকদের পছন্দ করিতেছে না; এবং শ্বেত

অধিবাসীদের এই দোষ হইতে ক্ষালন করিবার জন্য বলে যে কেবলমাত্র আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যে এই বর্ণ-বিভ্রাট ঘটিতেছে না, ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া ও দাক্ষিণ আফ্রিকায়ও শ্বেত জাতি কর্ত্তৃক এই প্রকার অপছন্দতা দৃষ্ট হয়। শেষে রিপোর্টটি এই গভীর বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করে যে ইহাতে বোধগম্য হয়, শ্বেতজাতির রঙ্গীণ জাতির প্রতি অপছন্দতা স্বাভাবিক এবং তজ্জন্য প্রথমোক্ত জাতি শেষোক্ত জাতির সংস্পর্শে আসিতে নারাজ!

কিন্তু এবম্প্রকারের গাত্রবর্ণের বিভিন্নতা জন্য অপছন্দতা ও বিদ্বেষ যে সর্ব্বমানবের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি তাহাতে আমার সন্দেহ আছে। আমি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-তত্ত্বের অধ্যাপক Dr. Thomasএর কাছ হইতে শুনিয়াছিলাম যে সেই সহরে নিগ্রোদের এক ক্লাব ছিল। এই ক্লাবের সভ্য শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশাধিকারের একটি নিয়ম ছিল, যে, যে নিগ্রোর শ্বেতাঙ্গিণী স্ত্রী আছে সেই কেবল এই ক্লাবের সভ্য পদপ্রার্থী হইতে পারিবে। এই ক্লাবের ছয় শত সভ্য ছিল। অধ্যাপক এই ব্যাপারটিকে এই বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন যে, তথাকার অবস্থাপন্ন নিগ্রো ভদ্রলোকেরা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক মহিলাদের মধ্য হইতে স্বীয় স্ত্রী বাছিয়া লইতেন। কারণ ইউরোপীয়ানদের মধ্যে বর্ণজনিত যে inhibition থাকে তাহা ক্ষণকালের জন্য, পরে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু আমেরিকান মহিলাদের মধ্যে এই inhibitionটা

ভাঙ্গে না, কারণ সামাজিক বিধি-রীতির প্রাচীর ও বন্ধন দিয়া তাহা চিরস্থায়ী করিয়া রাখা হয়। এই ক্লাসে দুই জন আমেরিকান শ্বেতাঙ্গিনী ছাত্রী ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "যদি ইউরোপীয় মহিলার পক্ষে এই inhibition ভাঙ্গা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমেরিকান শ্বেতাঙ্গিনীর মধ্যেও তদ্রূপ হইবে না কেন? এ বিষয়ে তাঁহারা তাঁহাদের সমাজকেই দোষারোপ করিলেন।

শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিরা ইহা বুঝে না যে এই inhibition ব্যাপারটা (পরস্পরের অপছন্দতা ও তজ্জন্য সংযমতা) সর্ব্ববর্ণের জাতির মধ্যেই আছে। রঙ্গীণ জাতিরও শ্বেত জাতির প্রতি তদ্রূপ মনঃস্তত্ব। যদি এককালে নিগ্রো যুবকেরা শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত তাহার কারণ হইয়াছিল যে, সে শ্বেত সমাজকে নিজের আদর্শ করিয়াছিল ও শ্বেত জাতির দেবত্বে বিশ্বাস করিয়াছিল; তদ্ব্যতীত একটা জাতিগত আক্রোশও ছিল। আবার এই inhibitionএর ধ্বজাধারীদের দেশে (দক্ষিণে যেথায় বর্ণ-বিদ্বেষ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে) অনেক শ্বেত পুরুষদের "রঙ্গীণ" রক্ষিতা স্ত্রীলোক আছে। উত্তরের অনেকে বলেন, দক্ষিণে বর্ণ-বিদ্বেষের বাড়াবাড়ি কিন্তু তথায় গুপ্ত ভাবে উল্টা ব্যবস্থাও আছে। আমার জার্ম্মান অধ্যাপক লুসান বিগত যুদ্ধকালে নিগ্রো-সমস্যার অনুসন্ধান করিবার সময় এই ব্যবস্থার বিষয় জানিতে পারেন। তিনি আমায় বার্লিনে বলিয়া-

ছিলেন, "আমেরিকায় ইহা একটা official lie যে শ্বেত-পুরুষেরা নিগ্রো স্ত্রীলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে না। তথাকার দক্ষিণের সহরগুলিতে শ্বেতপুরুষদের উপভোগার্থ বিশেষ ভাবে নিগ্রো-বারবণিতা রক্ষীতা হইয়া থাকে।" কথা এই যে, দুইটি জাতি পাশাপাশি বাস করিলে যৌন সম্পর্ক সংস্থাপিত করিবে, ইহাই হইতেছে জীব-তত্ত্বিক law of nature, আর inhibition ব্যাপারটা কৃত্রিম। প্রথম আইনটি সত্য বলিয়াই আমেরিকায় আজ দশ মিলিয়ান নিগ্রোর মধ্যে দুই মিলিয়ান মুলাটোর (বর্ণসঙ্কর) উদ্ভব হইয়াছে।

আজ বর্ণবিদ্বেষের ফলে আমেরিকায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এসিয়াবাসীদের তথায় উপনিবেশ স্থাপন নিষেধ হইয়াছে; এবং নিগ্রোদের নানাপ্রকারে উচ্ছেদ সাধন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ বিষয়ে শ্বেতাঙ্গরা এত অন্ধ যে তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। কোন এক শ্বেতাঙ্গ লেখক নিগ্রো জাতির উচ্ছেদ কল্পে "Can a Leopard change his spots?" (নেকড়ে বাঘ কি তাহার গায়ের দাগ বদলাইতে পারে) নামক এক পুস্তকেতে যত প্রকারের জাতি বিদ্বেষ উদ্গীরণ করিতেছেন। একটা সভ্য সমাজে কি প্রকারে এবম্প্রকারের পুস্তক লিখিত হইতে পারে ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

আজকাল আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে নিগ্রোসমস্যার

এই উপায় নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, নিগ্রো আর্থনীতিক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গের সহিত প্রতিযোগীতায় পরাজিত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইবে, ও সেই সঙ্গে আমেরিকায় বর্ণ-সমস্যার মিমাংসা হইবে! লুসান ইহার উত্তরে বলেন, "হাঁ নিগ্রো মরিবে কিন্তু তাহার রক্ত শ্বেতাঙ্গদের ধমণীতে বহিত হইবে।" লুসান বলেন, "দক্ষিণে নিগ্রো ও শ্বেতজাতির রক্ত সংমিশ্রণ হুহুশব্দে বাড়িতেছে আর শেষোক্তো ইহা জানিয়াও চক্ষু বন্ধ করিয়া আছে কারণ ইহা অবশ্যম্ভাবী।" তথায় অনেক শ্বেতাঙ্গও মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন, "শেষে এককোটি নিগ্রো নয়-কোটি শ্বেতাঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে। ইহাও কেহ কেহ বলেন যে, কালে আমেরিকা Brown man's land হইয়া যাইবে। এই মিশ্রণ যুক্তিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় কারণ তৎদেশের নিগ্রোর অনুপাতে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি বেশী হইতেছে যেহেতুক ইউরোপ হইতে ঔপনিবেশিকের বন্যা প্রবলবেগে আসিতেছে, আর নিগ্রোর ঔপনিবেশিক বন্যা আফ্রিকা হইতে তেমন ভাবে আসিতেছে না এবং নিগ্রোর সংখ্যাবৃদ্ধিও শ্বেতাঙ্গের অনুপাতে কম। তৎপরে, বর্ণ সঙ্করেরা রঙ্গের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া (Spaniola) (স্পানিশবংশীয়) বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

আমেরিকায় বর্ণ-বিদ্বেষ সাধারণের নিকট এক্ষণে একটা abstraction রূপে দাঁড়াইয়াছে। ঐ কাল বা অ-শ্বেত রঙ্গেই বিদ্বেষ। কোন লোকের জাতি বা আকৃতি দেখিবার

প্রয়োজন নাই, গাত্র বর্ণ দেখিয়াই তাহার দাম নিরূপিত হইবে। এবিষয়ে সংস্কৃতবিদ্ আচার্য্য ল্যান্‌ম্যান্ একবার আমায় বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশের লোক এত অজ্ঞ যে তাহারা মিঃ দত্তের মুখের রংই কেবল দেখিবে কিন্তু তাহার গঠন দেখিবে না যে তিনি আমাদেরই মতন এক ককেসীয় জাতি সম্ভূত"। আর একটা বাস্তব ঘটনার দ্বারা ইহা বোধগম্য হইবে। অধ্যাপক লুসান বার্লিনের কোন এক প্রকাশ্য স্থলে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আমেরিকায় পর্য্যটন কালে দক্ষিণের কোন স্থলের রেল গাড়ীতে আরোহন করিবার কালে তাঁহার জার্ম্মাণ সহযোগী অধ্যাপক অমুকের রং লইয়া গোল বাধিয়াছিল। রেলের কণ্ডাক্টার তাঁহার মলিন বর্ণ দেখিয়া (তিনি দক্ষিণ জার্ম্মাণির লোক, তথায় অনেক brown বর্ণের লোক দৃষ্ট হয়) তাঁহাকে Jim crow carএতে চড়াইতে উদ্যত, কারণ কণ্ডাক্টার বলে এই মলিন বর্ণের লোক কি প্রকারে শ্বেতব্যক্তিদের গাড়ীতে চড়িতে সাহস পায়? পরিশেষে কোন পরিচিত আমেরিকান ভদ্রলোক আসিয়া বুঝাইয়া বলেন যে, "This darkman is the most learned whiteman in America" (এই মলিন বর্ণের লোকটি আমেরিকায় সর্ব্বোচ্চ শ্বেতকায় পণ্ডিত্য)। এই প্রকারে বুঝানর পর সেই জার্ম্মাণ অধ্যাপকটি রেহাই পান। লুসান আরও বলিয়াছিলেন যে এবম্প্রকারে জার্ম্মাণির বাদেন বাদেন (Baden-Baden) রাজত্বের অনেক লোককে রঙ্গীণ

লোক ভ্রমে তথায় গোলযোগে পতিত হইতে হইবে। সেইজন্য বলা যায় যে, বর্ণ-বিদ্বেষ আর জাতি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষে আবদ্ধ নাই, ইহা একটা abstractionএ পৌঁছিয়াছে, ঐ মলিন বর্ণেই আপত্তি।

নিগ্রো-সমস্যা

পূর্ব্বাধ্যায়ে আমেরিকান বর্ণ-বিদ্বেষ ও বর্ত্তমান অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে সমগ্র নূতন ভূখণ্ডে রং বিদ্বেষ আছে, শুধু ব্রেজিলে বোধ হয় তাহা প্রকট নয়। তবে যুক্ত-সাম্রাজ্যে ইহা অসহ্যরূপে বর্ত্তমান।

তথায় কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের কোন একটি ত্রুটি হইলেই উন্মত্ত জনতা তথাকথিত দোষীকে জীবন্ত দগ্ধ করে। ইহাকে lynching বলে এবং এই প্রকারের শাসনকে lynch law বলে। তাহার অর্থ জনসাধারণ অপরাধীর কার্য্যকে এতই দোষের মনে করে যে তাহাকে আদালতের শাস্তি দিবার অপেক্ষা না করিয়া নিজ হস্তে তাহা প্রদান করে। তাহারা পুলিশের হস্ত হইতে অপরাধীকে ছিনাইয়া লইয়া এইরূপ কার্য্য করে। অবশ্য ইহা আইন বিগর্হিত কর্ম্ম এবং উন্মত্ত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের দ্বারা সংসাধিত হয়। এ বিষয়ে শিক্ষিত লোকদের সহানুভূতি নাই বলিয়া প্রকাশ করা হয়। তাঁহারা বলেন যে এ সব mobএর কাণ্ড। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে একবার যুক্ত-সাম্রাজ্যের কুড়িটি ষ্টেটের গভর্ণরের মিলন হয় এবং তথায় এই lynch law বিষয় উত্থাপিত হয় যে কি

প্রকারে ইহাকে দমন করা যায়। তৎসম্বন্ধে একটি দক্ষিণ ষ্টেটের গবর্ণর বলেন, "আইন্ টাইন্ কিছু দরকার নাই, একবার প্রমাণটা হওয়া দরকার যে Black bruteটা শ্বেতাঙ্গীনির উপর আক্রমণ করিয়াছে তাহাই যথেষ্ট"—অর্থাৎ তাহার পর তাহাকে যাহা ইচ্ছা করা যায়। কিন্তু এই পাশবিক মতের বিরুদ্ধে বাকি উনিশ জন গভর্ণর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন কোন শ্বেতাঙ্গ-brute নিগ্রো রমণীর উপর অত্যাচার করে তখন সংবাদপত্রে তাহা লুক্কায়িত করা হয় বা অন্য প্রকারে প্রকাশিত করা হয়। যাহারা ইউরোপীয় বংশীয় নয়, কিংবা শ্বেতচর্ম্মী নয় তাহাদের আমেরিকায় স্থান নাই। একজন মানুষের যতই সদ্‌গুণ থাকুক না কেন সে যদি গৌরবর্ণের না হয় তাহা হইলে তাহাকে আর মনুষ্যোচিত অধিকারের যোগ্য বলিয়া গণনা করা হয় না, সে সমাজের অস্পৃশ্য।

সাধারণ লোকে বলে যে যুক্ত-সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ভাগেই এই বর্ণবিদ্বেষের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। একথা ঠিক নহে; দক্ষিণে নিগ্রোর বিপক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে ঘৃণা নাই কিন্তু জাতিগত ভাবে আছে। আর উত্তরে জাতিগত ভাবে তাহার প্রতি ঘৃণা নাই কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আছে।

উত্তরে নিগ্রোদের বিপক্ষে এরূপ কোন আইন নাই যে তাহারা শ্বেতাঙ্গদের হোটেলে, রেষ্টুরেন্ট, আমোদের স্থল ও

রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; অথচ বাস্তবপক্ষে তাহারা সর্ব্বপ্রকারের সমান অধিকার হইতে বঞ্চিত। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দক্ষিণে কড়া আইন আছে। আমেরিকার সর্ব্বত্র ইহা লোকাচারের আইন যে, যে সব সাধারণ স্থলে শ্বেতাঙ্গেরা গমন করে তথায় তাহাদের গমনের অনুমতি নাই; অনেক স্থলে শ্বেতাঙ্গকে সন্ধ্যাকালে ফুটপাতে দেখিলে নিগ্রোকে টুপি খুলিয়া তাহাকে সম্মান দেখাইতে হয় এবং রাস্তা ছাড়িয়া দিতে হয়। এক কথায়, মালাবারে অন্তজ জাতিরা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক যে প্রকার ব্যবহৃত হয়, নিগ্রোরাও যুক্ত-সাম্রাজ্যের দক্ষিণে তদ্রূপ ব্যবহৃত হয়। তৎদেশের civil warএর ফলে নিগ্রোকে যে সব রাজনীতিক সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছিল তাহারা এক্ষণে নানাপ্রকারে সে সব অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা পুনরায় রাজ-নীতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক দাসত্বে (অবশ্য অন্য নামে) আবদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে অনেক মনিষীর মধ্যেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে এ সমস্যার নিরাকরণের জন্য কি কর্ত্তব্য? তাহার উত্তরে বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ অধ্যাপক Giddings বলেন, "দক্ষিণের নিগ্রোকে নূতন প্রকারের গোলামী হইতে খালাস করিবার জন্য উত্তর আবার যুদ্ধ করিবে না।" পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি যে এক্ষণে বেশীর ভাগ আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদেরা এ সমস্যার সমাধানের উপায়স্বরূপ বুলি ধরিয়াছেন যে, নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায়

না পারিয়া মরিয়া নির্ব্বংশ হইবে। তাঁহারা "Struggle for existence"এর উপর এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার দিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার পরোলোকগত জার্ম্মান অধ্যাপক বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ Von Luschanএর মতামত পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু এবম্প্রকার বিপরীত অবস্থার মধ্যে বাস করিয়াও নিগ্রো স্বকীয় চেষ্টায় তথায় শিক্ষালাভ করিতেছে ও তাহার ফলে আর তাহারা কুকুরের মতন ব্যবহৃত হইতে চায় না। সে বলে তাহার দেশের Constitution তাহাকে উপযুক্ততানুসারে সর্ব্বকর্ম্মেই প্রবেশ করিবার অধিকার দেয় কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না; Constitution নিগ্রোর পক্ষে dead letter হইয়াছে। ইহা লইয়াই সে আন্দোলন করে এবং এই জন্যই শ্বেতচর্ম্মীরা তাহার উপর বিরক্ত। নিগ্রো শিক্ষিত হইয়া শ্বেতের অন্নোপার্জ্জনের উপায়ের উপর দাবী করে সেইজন্যই ঝগড়া। নিগ্রো চাকর থাকিলে সে হয় "good nigger" কিন্তু সমকক্ষতার দাবী করিলেই মুস্কিল! ইহা সাধারণের মনের অভিপ্রায়। আবার একদল শ্বেতচর্ম্মী আছেন যাঁহারা philanthropist, তাঁহারা নিগ্রোদের স্কুল কলেজ স্থাপন করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। নিগ্রোদের Hampton College, Tuskegee Institute তাঁহাদের সাহায্যেই স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহারা বলেন নিগ্রোরা technical শিক্ষায় শিক্ষিত হউক, (কৃষিকর্ম) নানাপ্রকার টেক্‌নিকাল

কর্ম্ম শিক্ষা করুক আপাত্ত নাই কিন্তু রাজনীতিক অধিকার ও সাম্যতা চাইলেই মুস্কিল। এইদল খিখ্যাত পরলোকগত Booker T. Washingtonকে সাহায্য করিতেন কারণ ওয়াশিংটন মহোদয় রাজনীতিক অধিকারের দাবী করিতেন না। কিন্তু তাঁহারা সকলেই অন্যতম নিগ্রো নেতা Dr. W. E. Duboisএর ঘোর বিপক্ষে, Dr. Duboisএর ধমনীতে এক চতুর্থাংশ নিগ্রো শোণিত বহিতেছে (তিনি quadroon!)। তিনি ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতে ও লিখিতে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ; ইউরোপের পণ্ডিত মহলে তাঁহার বিশেষ সম্মান। তাঁহার "Souls of the Black Folks" নামক বিখ্যাত পুস্তকে নিগ্রোজাতির হৃদয়ের বেদনা পরিস্ফুট হইয়াছে। ওয়াশিংটন মহোদয় বলিতেন যে যখন সাম্যতার অধিকার পাইব না তখন তাহার জন্য চিৎকার করিয়া লাভ কি, তাহাতে শ্বেতকায় জাতি চটে ; নিগ্রোদের নানাপ্রকারের technical ও কৃষিকর্ম্মাদিতে জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার মত ছিল যে নিগ্রোকে ইহুদি জাতির মতন একটি বিশেষ জাতিরূপে আমেরিকায় থাকিতে হইবে অর্থাৎ Community within a Community হইয়া থাকিতে হইবে। এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ মত ও প্ল্যান Mr. H. G. Wellsএর সহিত কথোপকথনে পরিব্যক্ত হইয়াছে যাহা শেষোক্ত তাঁহার আমেরিকায় পরিভ্রমণের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবম্প্রকারের

রাজনীতিভীতিজনক মত থাকায় ওয়াশিংটন মহাশয় শ্বেতাঙ্গ সমাজে প্রিয় হইয়াছিলেন ও পিঠ চাপড়ানি পাইতেন; কিন্তু ডুবোয়া মহাশয়কে লোকে "sentimental negro" বলিয়া অভিহিত করে।

নিগ্রো নেতারা এই সমস্যাকে color-problem বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহারা রং বিদ্বেষ অন্তর্দ্ধান করিবার উপায়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। ওয়াশিংটন মহাশয় ইউরোপ হইতে শেষবারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার তৎমহাদেশের অভিজ্ঞতার মধ্যে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ভারতের color-problem বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন সংবাদ পান নাই; কিন্তু সেইবারকার গ্রীষ্মকালে Andrew Carnegie কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্কট্‌লণ্ডে গমন করেন ও কার্ণেজির বাড়ীতে ভারতের সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেট Lord Morleyর সহিত সাক্ষাৎ হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে বলে যে ভারতেও আমেরিকার মতন সমস্যা। ডাক্তার ডুবোয়াও তাঁহার উপরোক্ত পুস্তকের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, "The problem of the twentieth century is the problem of color"। একজন নিগ্রো ভদ্রলোক বর্ণ-বিদ্বেষ জন্য আমেরিকায় অবমানিত হইলে তাঁহার মনে এই ভাবই উদয় হইবে বটে, কিন্তু বর্ণ ও জাতি-বিদ্বেষের পশ্চাতে যে আর্থ-নীতিক সমস্যা রহিয়াছে এই নেতারা তাহা দেখিতেছেন না; গাত্রের বর্ণ একটা গৌণ কারণ, এবং সম্পূর্ণ accidental

কারণ। শুনিতেছি যে আজকাল আমেরিকায় একদল নবীন নিগ্রো যুবক উত্থিত হইয়াছেন যাঁহারা এই সমস্যার পশ্চাতে আর্থনীতিক সমস্যার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

নিগ্রোর শিক্ষা

আমেরিকায় নিগ্রো সামাজিক অস্পৃশ্য। রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার স্থান নাই, সমাজ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে সে পারিয়া; আর্থনীতিকক্ষেত্রে অর্থোপার্জ্জনের বেশীর ভাগ রাস্তার দ্বার তাহার জন্য অর্গলাবদ্ধ। শিক্ষাক্ষেত্রে, দক্ষিণে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা তাহার জন্য নাই; উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে যদিচ তাহার জন্য রং-ব্যবধান নাই, তথাপি অর্থাভাবে কয়জন উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়? আর উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াই বা সে কি করিবে? তাহার দ্বারা নিজের অন্ন সমস্যা দূর করিতে সে অক্ষম। এই সব কারণে শিক্ষিত-নিগ্রোর-জীবন-সংগ্রাম-সমস্যা অতি ভয়াবহ। এইজন্যই অনেক নিগ্রো নেতা জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ কুজ্ঝটিকাময় দেখিয়া বড়ই নিরুৎসাহ হন এবং কেহ কেহ অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পরামর্শ করেন। এ বিষয়ে দুই একবার চেষ্টাও হইয়াছিল। আমেরিকান আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের অবসানে নিগ্রোদের আফ্রিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্যোগী ছিল। সেইজন্য পশ্চিম আফ্রিকায় লাইবেরিয়া (Liberia) নামক উপনিবেশ স্থাপন করা হয়; উদ্যোগীর আশা ছিল যে আমেরিকান

গভর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে থাকিয়া আমেরিকান ঔপনিবেশিক-নিগ্রোরা তথায় নিজেদের জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে ও ভবিষ্যতে আফ্রিকাস্থিত কৃষ্ণকায় জাতির আশাস্থল হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশায় ছাই পড়িল ; আমেরিকার ঔপনিবেশিক-নিগ্রোর দল তথায় যাইয়া তথাকার বর্ব্বর-নিগ্রোদের উন্নত করিবার সোপানস্বরূপ হইতে পারে নাই। প্রথমে ঔপনিবেশিকদের মধ্যে অনেকে নূতন স্থানের দেশী-নিগ্রোদের সহিত একত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই, বর্ব্বরদের রীতিনীতি দেখিয়া বলে, "উহারা ত bush niggers (জঙ্গলি নিগ্রো) আর আমরা সভ্য নিগ্রো! এই প্রকারে ঔপনিবেশিকেরা দেশীয়দের রক্তসম্পর্কীয় জাতিরূপে গণ্য করিয়া তাহাদের জীবন উন্নত করিতে অস্বীকার করে। তৎপরে অতি অল্পসংখ্যক নিগ্রোই আমেরিকা হইতে আফ্রিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করে যদিচ গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ হইতে অনেকে এই উদ্দেশ্যে অনেক প্রকারের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কারণ, যে একটি জনসমষ্টি যতই উৎপীড়িত হউক না কেন তাহা স্বদেশ ও স্ববাসভূমি ছাড়িয়া অজ্ঞাত ও অনুন্নত ভূমীতে গিয়া বাস স্থাপন করিতে উৎসাহ প্রকাশ করে না। আমেরিকান নিগ্রো তৎদেশে ৪০০ বৎসর ধরিয়া বসবাস করিতেছে। আমেরিকান রীতিনীতি, ভাষা, সভ্যতা, মানসিক অবস্থা ও চিন্তা দ্বারা সে অভিভূত হইয়াছে ; আমেরিকার সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেও বর্দ্ধিত হইয়াছে যদিচ

তাহার ফলভোগে সে বঞ্চিত। এই দেশে বহুপ্রকারে উৎপীড়িত হইলেও মাতৃভূমির ক্রোড় হইতে সে চলিয়া যাইয়া বিদেশের মায়া-মরীচিকার জন্য ধাবিত হয় না। এইসব কারণে আফ্রিকায় সমগ্র আমেরিকান নিগ্রোজাতির প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হয় নাই। তৎপরে একদল নিগ্রো মেক্সিকোতে গিয়া উপনিবেশ-স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিল, কারণ তথায় সর্ব্ব-প্রকারের বর্ণসঙ্করের বাস ও বেশীর ভাগ মেক্সিকানেরা (যাহারা আদিম অধিবাসীদের বংশসম্ভূত) "রঙ্গীণ" লোক, সেইহেতু তথায় নিগ্রোদের রং-বিদ্বেষের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু এই দলের মুখপাত্রেরা নাকি মেক্সিকোতে গিয়া প্রত্যক্ষ করে যে তথায় শ্বেতচর্ম্মীদেরই (স্পেনের ঔপনিবেশিকদের বংশধরদের) প্রভাব প্রবল; তথায় যাইয়া নিগ্রোর ভাগ্য খুলিবে না। এই কারণে এই প্রস্তাব অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়।

এই প্রকার অবস্থায় ইহজগতে নিজেকে উন্নত করিবার জন্য নিগ্রো নিজের জন্য কি করিতে পারে? উত্তরে ইহা বলা যায় যে সে যাহা করিয়াছে তাহা অতি প্রশংসনীয় এবং ভারত-বাসীর পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। নিগ্রো অতি নির্ভরশীল হইতেছে, নিজে নানাপ্রকারের শিক্ষালাভ করিতেছে ও স্বজাতি-হিতকর নানাপ্রকারের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছে। ষাট বৎসর পূর্ব্বে গোলামীর অবস্থায় যে শ্রমের পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইত, সে আজ নিজের চেষ্টায় স্বীয় সমাজের শতকরা ৪৫ ভাগ নিরক্ষরতা

দূর করিয়াছে, কতকগুলি বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ গঠন করিয়া তুলিয়াছে, নিজের ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে, নিজে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছে এবং আজ সর্ব্ববিষয়ে শ্বেতচর্ম্মীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে। নিগ্রো যতই শিক্ষিত ও উপযুক্ত হইতেছে, শ্বেতচর্ম্মীদের সহিত তাহার প্রতিযোগিতা ততই বাড়িয়া উঠিতেছে এবং বিরোধও ঘনীভূত হইতেছে। আজ নিগ্রো জগতের কার্য্যের সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত অগ্রণী লোক হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে শ্বেতচর্ম্মীদের ঘোর আপত্তি। নিগ্রো স্বীয় গুণানুসারে সমানা-ধিকার ও ন্যায্য স্থান-প্রাপ্তির দাবী করিতেছে। কিন্তু ইহাতে শ্বেতপুরুষ প্রতিবাদী; রং-বিদ্বেষের বেড়া দিয়া নিগ্রোকে গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়াছে। উচ্চশিক্ষাস্থল, আইন, আদালত ও অন্যান্য উচ্চ-জীবিকার কর্ম্মস্থলে নিগ্রো উপযুক্ত হইলেও স্থান পায় না, যদিচ একবার একজন Deputy Attorney-General হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি প্রায় শ্বেতবর্ণের লোক (ইনি octoroon অর্থাৎ এক-অষ্টমাংশ নিগ্রো-শোণিত ইহাঁর ধমনীতে বহমান হইতেছে) এবং হার্ডবার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক মুরুব্বির সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্বেত-সমাজ ইহা চায়না যে, নিগ্রো জগতের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয় ও শ্বেতপুরুষের সহিত সমকক্ষতা করে। শ্বেতচর্ম্মী-পুরুষ নিগ্রো চাকর বাড়ীতে রাখিতে চায় কিন্তু নিগ্রো-ভদ্রলোককে নিজের বৈঠকখানায় দেখিতে চায় না।

এই প্রকারে জীবনের উপজীবিকার উচ্চস্থলে উভয় জাতিতে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং নিঃসহায় নিগ্রো নিজের উন্নতির কোন রাস্তা নির্ব্বিবাদে পাইতেছে না।

ফলে একদল হতাশ হইয়া হা হুতাশ করিতেছেন। কিন্তু এ প্রকার মানসিক অবস্থায় মনস্তত্ত্বের রীতি অনুসারে যে পরিণাম হয় নিগ্রোদের মধ্যে তাহাই হইতেছে। নিগ্রোদের মধ্যে ধর্ম্মের বাতিক বড়ই বাড়িতেছে। কোন গোলামজাতির লোকদের যখন জগতে উন্নতি করিবার সর্ব্বপ্রকারের পথের দ্বার বন্ধ হয়, তখন তাহার প্রতিরুদ্ধ মনের গতি বাহিরে লীলা করিতে না পাইয়া অন্তঃসলিলারূপে বহিতে থাকে এবং তাহার ফলে, কল্পনারাজ্যে সে নিজের মুক্তি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে। তাহার মন বহির্জগত হইতে সঙ্কুচিত বা বিতাড়িত হইয়া "ধর্ম্মরাজ্যে" লীলা করিবার চেষ্টা করে এবং সেই রাজত্বে একজন "হোমরা চোমরা" হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। এই ধর্ম্মবাতিকেরই ফলে তৎসমাজের লোকেরা নানা প্রকার hallucination প্রত্যক্ষ করে, ও নানা প্রকার illusionএর মধ্যে নিজেরা থাকে। আর এবম্প্রকার অবস্থায় সেই সমাজে অবতার ও পয়গম্বরদের প্রাচুর্ভাব বড়ই বেশী হয়! ইহা ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যানুসারেই সংঘঠিত হয়; এই লোক গুলি সমাজে "হোমরা চোমরা" হইয়া আধিপত্য করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। নিগ্রোদেরও অবস্থা সেই প্রকার হইয়াছে। অশিক্ষিত নিগ্রোরা খৃষ্টান ধর্ম্মের বাহ্যিক খোলসটা গ্রহণ

করিয়াছে আর বাইবেলের অনৈসর্গিক ও অমানুষিক গল্প-গুলিতে মজিয়া নানাপ্রকারের hallucination দেখে! তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান খৃষ্টধর্ম্মের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিতি করিতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বাহ্যিক লইয়াই তাহারা মারামারি করে! বাইবেল-কথিত জিহোবা কর্ত্তৃক ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টির গল্পে সন্ধিহান হওয়া একটা ঘোর অধর্ম্ম ও বিভ্রাট বলিয়া পরিগণিত হয়।

বাইবেল বর্ণিত পয়গম্বরদের গল্পগুলি সত্য কিনা এই সব লইয়া ধর্ম্মমণ্ডলী (church) ও সমাজে তুমুল দলাদলি হয়, আর ধর্ম্মযাজকেরা এই কলহে ইন্ধন প্রদান করিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। যাঁহারা উপরোক্ত গল্পসমূহে অবিশ্বাসী তাঁহারা Campbellite দলের পুষ্টিসাধন করেন। এই দল নবীন শিক্ষিত নিগ্রোর ধর্ম্মসম্প্রদায়, অবশ্য ইহারা নৈষ্ঠিক পাদরী ও লোকদের নিকট হেয় হন। উপস্থিত জনরব যে যুদ্ধের পর আমেরিকায় একজন "কৃষ্ণকায় পয়গম্বর" আবির্ভাব করিয়াছেন। তিনি নিগ্রোদের খুব মাতাইয়া তুলিতেছেন এবং নানাপ্রকারের ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। তিনি নাকি আমেরিকার কৃষ্ণকায় ও আফ্রিকার কৃষ্ণকায়দের সহিত একতা স্থাপনে (solidarity of the black race) প্রয়াসী। ইহাঁর নাম Jervis, ইনি Jamaicaতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ইনি এই আন্দোলন

সৃষ্টি করেন। আমেরিকার ধণী-শ্রেণী এক্ষণে ইহাঁকে প্রকারান্তরে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে।

ডাক্তার ডুবোয়া বলেন যে আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে church হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা strong organization। যখন নিগ্রোর সাধারণের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সুবিধা নাই, তখন স্বাভাবিক যে ধর্ম্মক্ষেত্রেই তাহার ধর্ম্ম-কুশলতা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু সাধারণ নিগ্রোর মন শিক্ষার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিতি করায় তাহার ধর্ম্মজ্ঞান ও চর্চ্চাও অতি নিম্নস্তরের। সাধারণ নিগ্রো অতি গোঁড়া হয়। আমি যে কতিপয় নিগ্রো নামধেয় পাদ্রীদের সহিত মিলিত হইয়াছি, তাঁহাদের গোঁড়ামী প্রত্যক্ষ করিয়াছি আর ইঁহারা স্বজাতিকে ইহা বলিয়া সান্ত্বনা দেন যে, বাবা আদম একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ছিলেন আর যীশু খৃষ্ট যে একজন "রঙ্গীণ" ব্যক্তি ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই!

এই প্রকার অবস্থায় জগতের সর্ব্বজাতির মধ্যে যে ঘটনা হয়, নিগ্রোদের মধ্যেও তাহাই হইতেছে। সাধারণতঃ অনেক শিক্ষিত নিগ্রো, ধর্ম্ম ও বিশ্বপ্রেমিকতার আবরণে নিজেদের জগতের সম্মুখে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। নিগ্রো গির্জ্জার পাদরী মানবজাতির একত্ব ও তজ্জনিত বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব তাঁহার বেদী হইতে ক্রমাগত প্রচার করেন; উদ্দেশ্য —স্বীয় মণ্ডলীকে সান্ত্বনা দেওয়া যে কৃষ্ণকায় জাতি ও শ্বেতকায় জাতির এক উৎপত্তি এবং সেইহেতু প্রথমোক্তদের

জগতে লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই। অনেক শিক্ষিত নিগ্রো শ্বেতচর্ম্মীদের ধর্ম্ম ও বিশ্বজনীন সভা ও সঙ্ঘেতে যোগদান করেন, মনস্তত্ত্বীক বিশ্লেষণের ফলে ইহার কারণ ইহাই নিরূপিত করা যাইতে পারে যে, এবম্প্রকারের সমিতির সভ্য হইতে পারিলে শ্বেত-সমাজের ছায়ায় দাঁড়ান যায়, শ্বেত-চর্ম্মীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্বজাতির মধ্যে দরবৃদ্ধি করা যায় ও নিজের মনও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তৎপর এই মনস্তত্ত্বের বশীভূত হইয়া অগ্রে উত্তরের অনেক বর্দ্ধিষ্ণু নিগ্রো (অবশ্য বর্ণসঙ্করেরা) গরীব শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করিতেন, কিন্তু আজকাল নিগ্রোর জাতীয় শ্লাঘা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে এভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

এই প্রকারে পূর্ব্বে নিগ্রো শ্বেতসমাজকে আদর্শ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অথবা সাম্য না পাইয়া নিজের নৈরাশ্য-অনলে পুড়িয়া মরিত। অগ্রে সে যে illusion-এর মধ্যে ছিল এক্ষণে তাহা হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আজকাল তাহার একটা জাতীয় শ্লাঘা বর্দ্ধিত হইতেছে যদিচ তাহা সার্ব্বজনীন বলিয়া বোধ হয় না। এই নবভাবের ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আমেরিকায় Community within a community (সমাজের মধ্যে সমাজ) গড়িতেছে। নিগ্রো নিজের জন্য বিদ্যার ও আর্থনীতিক বিবিধ প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন ত করিতেছেই, তাহা ব্যতীত সে নিজের আমোদের স্থলও স্থাপন করিতেছে যথা;

থিয়েটার ও অপেরা, যথায় স্বীয়-রচিত নিগ্রোজাতির অবস্থা-সম্পর্কীয় নাটকসমূহ, গীতি ইত্যাদি নিগ্রো-অভিনেতৃবর্গ দ্বারা অভিনীত হয়। আমেরিকার সঙ্গীতবিদ্যায় যে জাতীয় বিশেষত্ব আছে তাহা নিগ্রোর দ্বারাই সৃষ্ট, ইহাকে 'Coon Song' বলে। অনেক স্থলে তাঁহারা গ্রীষ্মাবকাশে বিশ্রামের জন্য summer resorts স্থাপন করিতেছেন, তথায় হোটেলাদি ও সৃষ্টি হইতেছে ইত্যাদি। তৎপরে নিজেদের নানাপ্রকারের ক্লাব স্থাপিত হইতেছে। ডুবোয়া মহোদয় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা শ্বেত-সমাজে সাম্য-প্রাপ্তির প্রয়াসী নহেন কিন্তু আমোদ ও আহারের স্থলসমূহে প্রবেশ ও সাম্যপ্রাপ্তির প্রয়াসী, কারণ এই সব অনুষ্ঠান মনুষ্যজীবনে অনিবার্য্য আবশ্যকীয় বস্তু। কিন্তু এই সব নেতার প্রচেষ্টা ও তাহার ফলের অপেক্ষায় সমাজ বসিয়া থাকিতে পারে না, সেই জন্যই নিগ্রোসমাজ-মধ্যে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া উঠিতেছে! আর অগ্রেই বলিয়াছি যে ওয়াশিংটন মহোদয়ের এবম্প্রকারই আদর্শ ছিল।

এই প্রকারে শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়ে নিগ্রো নিজে আত্মনির্ভরশীল হইতেছে কিন্তু এক কোটি নিগ্রোর জীবন-সংগ্রাম-সমস্যা ইহাতে মিটে না। এই সমস্যাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন সে গোলামী হইতে মুক্ত হইয়া ভৃত্যরূপে শ্বেতকায় ব্যক্তির বাড়ী থাকিত এবং নিজের গ্রাস ও অঙ্গাচ্ছাদনের

যৎকিঞ্চিৎ পাইত, তৎকালে তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকিত এবং সেই সময়ে এবম্প্রকারের জীবন-সমস্যার উদয় হয় নাই। তৎকালে নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অপ্রাচুর্য্য-বশতঃ নিগ্রো রেষ্টুরেণ্ট ও হোটেলের ভৃত্য (waiter) হইতে পারিত, কোন ব্যক্তির বাড়ীতে ভৃত্যরূপে স্থান পাইত, দক্ষিণে কৃষাণ ও নানাপ্রকারের জনমজুররূপে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু বিগত ২০।৩০ বৎসর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমনের বেগ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় তৎদেশীয় শ্রমজীবিরা সর্ব্বপ্রকারের শ্রমের কর্ম্ম একচেটিয় করিয়া লইতেছে। এক্ষণে নিগ্রোরা তাহাদের পূর্ব্বেরা নানাবিধ কর্ম্মস্থল হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। উত্তরে বেশীর ভাগ রেষ্টুরেণ্ট ও হোটেল প্রভৃতি সাধারণাগারে কর্ম্মের জন্য তাহার স্থান নাই; কারখানা প্রভৃতিতে তাহার একেবারেই প্রবেশ নিষেধ, যদিচ রেলে কুলি বা ভৃত্যরূপে কতিপয় লোক স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করে। কিন্তু দক্ষিণে নিগ্রো ভৃত্যরূপে কর্ম্ম পায় কারণ তথায় শ্বেতকায় লোককে কেহ চাকররূপে নিযুক্ত করেনা। অন্যপক্ষে এবম্প্রকারের নিগ্রো-কুলি শ্রমজীবিসঙ্ঘে (Trade Union) প্রবেশ করিতে পারে না, তথায়ও তাহার বিপক্ষে বর্ণের গণ্ডী টানা হয়।

কিন্তু উত্তরের public school সমূহের নিম্নশ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে নিগ্রোশিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ

ছাত্রদের পড়াইতে পারেন, কারণ উত্তরে public schoolএ সর্ব্ববর্ণের ছাত্রেরা পড়িতে পারে। আবার অন্যদিকে উচ্চশিক্ষিত নিগ্রো ভদ্র-যুবকদের উচ্চশিক্ষাস্থলে নিযুক্ত হইবার কোন সুবিধা নাই, তজ্জন্য উচ্চশিক্ষিত নিগ্রোদের সমস্যা অতি জটিল। এ সব বিষয়ে তাহাদের সমস্যা ঠিক ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত যুবকদের ন্যায়, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত লোক কুলিগিরি করিতে পারে না অথচ শিক্ষানুযায়ী পেশার রাস্তার দ্বারও মুক্ত নয়। এইজন্যই ওয়াশিংটন মহোদয় বলিতেন, "নিগ্রোর আর উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার প্রয়োজন নাই, সে Industrial education গ্রহণ করুক তাহাতে সে technical লোকরূপে কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারিবে।" এই দৃষ্টান্তস্বরূপ একবার তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, একদা এক নিগ্রো যুবক yale বিশ্ববিদ্যালয়ে M,A পড়িতেন, তৎকালে সেই বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের মাসিক পত্রিকায় তিনি "The political mistake of Mr. B T Washington" বলিয়া এক প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে উপরোক্ত ব্যক্তির মত যে "নিগ্রোর রাজনীতি-চর্চ্চা করিবার কোন প্রয়োজন নাই; সে technical শিক্ষাদ্বারা নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহনে ব্যাপৃত থাকুক" তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। কিন্তু এই সমালোচকই পরে M. A. ডিপ্লোমা লইয়া নিজের জীবিকার্জ্জনের কোন পথ না পাইয়া কোন মুরুব্বির দ্বারা ওয়াশিংটন মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। শেষোক্ত ব্যক্তি বলেন

যে, ঐ যুবকের জন্য তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের বা তাহার শিক্ষানুযায়ী কোন কর্ম্মের সন্ধান করিতে পারেন নাই। শেষে তিনি লোক মুখে শ্রবণ করেন যে, ঐ যুবক পুস্তকবিক্রেতার (salesman) কর্ম্ম করিতেছে। তিনি বলেন "যে শিক্ষায় নিগ্রো তাহার গ্রাসাচ্ছাদনে অসমর্থ, বর্ত্তমান অবস্থায় সে বিদ্যায় তাহার কি লাভ? সে বরং technical কার্য্য শিক্ষা করিয়া জীবিকান্বেষণ করুক!" পূর্ব্বেই উক্ত করিয়াছি যে, ইহা লইয়া তুইটা দল সৃষ্টি হইয়াছে। ওয়াশিংটনের দল সাম্যান্বেষণ না করাতে শ্বেত-সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেছেন। গভর্ণমেণ্ট ও শ্বেত-জগতহিতৈষী ব্যক্তিরা নিগ্রোর "vocational" শিক্ষার জন্য সাহায্য করিতেছেন। দক্ষিণের শ্বেতসমাজ উত্তরের সমাজের উপর বিশেষভাবে বিরক্ত কারণ উত্তর নিগ্রোকে মুক্ত করিয়াছে, রাজনীতিক সাম্য দিয়াছে, উচ্চ শিক্ষার অন্তরায় নয় এবং অনেক স্থলে তাহার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। দক্ষিণ বলে, ইহার ফলে নিগ্রোরা "স্ফীত-মস্তিস্ক" হইয়াছে। দক্ষিণের এই মতের সহিত সেই সব জগতহিতৈষীদের মিল আছে যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার ফলে বাস্তব জগত হইতে বিচ্ছিন্ন "mere theorists"দের উপর আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহারা এপ্রকারের শিক্ষা চান যাহা দ্বারা শ্রমজীবিরা কর্ম্মকুশল হইয়া দেশের ধন বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতে পারে, যে বিদ্যাতে জাতির ধনবৃদ্ধির পথ প্রসারিত হয় সেই বিদ্যারই তাঁহারা পক্ষপাতী। সেই জন্যই নিগ্রোকে

"স্ফীতমস্তিষ্ক" না করিয়া কর্ম্মকুশল শ্রমজীবিরূপে বার্দ্ধিত হইতে দেখিতে চান; এইজন্যই নিগ্রোর এবম্প্রকার হিতৈষীরা তাহাকে "vocational training" দাও বলিয়া রব তুলিয়াছেন। কিন্তু একজন নিগ্রোনেতা Dean Miller বলেন যে, ইহাতে নিগ্রোর সভ্যতার রাস্তায় অগ্রগামী হইবার প্রতিবন্ধকতা হইতেছে; যে স্থলে নিগ্রোর উচ্চশিক্ষার প্রস্তাব করা যায় তথায়ই ইহার প্রতিযোগিতারূপে vocational trainingএর কথা উল্লেখ করা হয়। উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী-দল বলেন যে, অন্য পন্থাটি নিগ্রোকে দাবিয়া রাখবার জন্যই প্রস্তাব করা হয়। নিগ্রোর উচ্চশিক্ষা অর্থে ইহারা বুঝেন যে সে একজন কর্ম্মপটু চাকর অথবা পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান কারিকর বা সূত্রধর বা রাজমিস্ত্রি হইবে। ইহারা নিগ্রোকে ভাবুক, লেখক বা উচ্চস্তরের পেশার স্থলে যে সব দ্বারা সে রাজনীতিক বা নেতারূপে অভিযুক্ত হয়, সেই সব স্থানে তাহাকে বিরাজ করিতে দেখিতে চান না। ইহাঁরা নিগ্রোকে ততটুকু শিক্ষা দিতে প্রস্তুত যাহা দ্বারা সে কিঞ্চিৎ জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারে এবং কর্ম্মকুশলরূপে আর্থনীতিক ক্ষেত্রের অতি নিম্নস্তরে থাকিতে পারে। ইহাঁরা নিগ্রোকে সেরূপ প্রকারের উচ্চ শিক্ষিত হইতে দেখিতে চান না যাহা দ্বারা সে শ্বেতকায় ব্যক্তির সহিত রাজনীতিক, ভাবরাজ্যে, ধর্ম্মক্ষেত্রে নৈতিক ও আর্থনীতিক জীবনে সাম্যের দাবী করিবে। উচ্চদরের মানসিক শিক্ষার ফলে যে সব স্পৃহার উদয়

হয়, তাহা শাসকশ্রেণীর পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর। সেই-জন্যই তাঁহারা সে স্পৃহার মূলই উৎপাটন করিতে চান। উপরোক্ত নিগ্রোনেতা মহাশয় বলেন যে, নিগ্রো শিক্ষা বিষয়ে এবম্প্রকারের মতবাদে তাহার উচ্চশিক্ষার সুবিধার পথ সব বন্ধ হইয়া যাইতেছে, উত্তরের জগত-প্রেমিকেরা নিগ্রোর উচ্চশিক্ষার জন্য যে সব বিদ্যাপীঠ ছিল তাহা হইতে নিজেদের সহানুভূতি সরাইয়া লইতেছেন ও অর্থসাহায্য বন্ধ করিয়া দিতেছেন। এই সব কারণে নিগ্রোনেতারা ভীত, হইয়াছেন। মিলার, ডুবোয়া প্রভৃতি ওয়াশিংটন মহাশয় প্রবুদ্ধিত industrial trainingরূপ রবকে সুবিধাবাদীর মতবাদ বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন। ইহারা বলেন, সমাজে যে রকম কারিকরও প্রয়োজন, সেই প্রকার উচ্চ চিন্তা, নীতি ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ভাবুকের প্রয়োজন। বস্তুতঃ সমাজের দুইপ্রকারের লোক—শ্রমীক ও ভাবুক—উভয়েরই প্রয়োজন।

কিন্তু প্রতিপক্ষ আর একটা সমস্যা তুলিতেছেন ইহাঁরা বলেন যে, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে নিগ্রো denationalize হয় অর্থাৎ সে তাহার জাতি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মিলার মহাশয় বলেন যে, সহস্র সহস্র শিক্ষিত নিগ্রো স্ত্রীলোক ও পুরুষের জীবনী ও কর্ম্ম এই অপবাদের প্রতিবাদ করিতেছে। যদি কেহ জাতি ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে, ভীষণ জাতি ও রং-বিদ্বেষ তাহাকে সে দুরাশার পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করায়! কথাটা সত্য, অনেক শ্বেতপ্রায় নিগ্রো (quadroons,

octoroons) রঙ্গের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া নিজেকে স্পানিস বা ফ্রেঞ্চ-বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্বেতসমাজে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমেরিকায় জাতিভেদের বন্ধন অতি কঠোর, তাহা ছেদ করা অতি শক্ত। অনেক নিগ্রো ধাক্কা খাইয়া স্ব-সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে নিগ্রোর জাতীয় গৌরব উদ্বুদ্ধ হইয়াছে এবং নিগ্রোরূপে স্বজাতির উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

নিগ্রোর এই শিক্ষা সম্বন্ধের সমস্যার সহিত ভারতীয় যুবকের শিক্ষা-সমস্যার অনেক সাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দেরও অনেক ভাবিবার বস্তু আছে ;—বর্ণ ও জাতিসমস্যা হইতেই এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

IMPERIAL LIBRARY